সফল মানব

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আলমাদানী

অতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

'সাফল্য' কথাটি আমরা অহরহ শুনে থাকি। যাঁরা সচেতন, তাঁরা অবশ্যই সাফল্য চান। কিন্তু তার অনেক নিয়ম-নীতি হয়তো অনেকের অজানা। অনেক মানুষই আছে, যাদের দুনিয়ার সাফল্য হয়তো নাগালের বাইরে। কিন্তু মহাসাফল্যের ব্যাপারেও বড় উদাসীন। দুনিয়াদারী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার ক'রে মনমারা হয়, পিছপা হয়। নিজেদের জীবনকে তারা তুচ্ছ মনে করে। তাদের হয়তো পার্থিব সাফল্য অর্জনের কোন উপায়-অসীলা নেই। কিন্তু পরকালের মহাসাফল্য লাভের উপায় অবশ্যই প্রত্যেকের আছে। তবে তার প্রয়োগ-বিধি হয়তো অনেকের অজানা।

পাঠকের হাতে এই বক্ষমাণ পুস্তিকাটিতে আমরা খোঁজার চেষ্টা করব, কে সে 'সফল মানব'? যে সত্যই সফল, প্রকৃতপক্ষে সফল। দুনিয়ার সকল বিষয়ে বিফল হয়েও সত্যিকারার্থে সফল। আর প্রকৃত বিফল, ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা?

হতাশার অন্ধকারে যারা নিমজ্জিত, তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার মানসে এবং যাদের প্রকৃত সাফল্য অর্জনের অসীলা ও মাধ্যম আছে, তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে আমার স্বল্প এই প্রয়াস। যদি কারো কাজে লাগে, যদি কেউ এর দ্বারা উপকৃত হয়ে 'সফল মানব' হয়ে ধন্য হয়, তাহলে জানব, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে আমিও সফল।

মহান আল্লাহ সকলকে সাফল্য লাভের তওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত----

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

৪/৭/৩৭হিঃ, ১১/৪/১৬খ্রিঃ

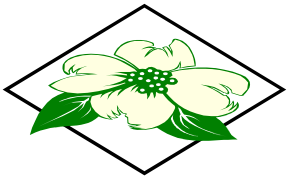

সূচিপত্র

সাফল্য বা সফলতা কাকে বলে? ১
মানবতা ও মানবাধিকার ৩
পশুবৎ মানব ১২
ঈমান অমূল্য ধন ২১
প্রাণরক্ষার সফলতা ৩৪
জ্ঞান-সাফল্য ৩৮
সম্মান-সাফল্য ৪১
ধন-সাফল্য ৪৩
সার্বিক সাফল্যের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা ৪৫
১। মনছবি ৪৫
২। লক্ষ্য স্থির করা ৪৭
৩। পরিকল্পনা ও সুকৌশল ৪৯
৪। অনুরাগ ও আসক্তি ৫০
৫। বাস্তবিকতা ৫১
৬। নমনীয়তা বা নম্যতা ৫১
৭। ঝুঁকি ৫২
৮। অগ্রাধিকার ৫৫
৯। উন্নতির আগ্রহ ৫৬
১০। আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা ৫৭
১১। আশাবাদিতা ৫৮
১২। ভালোবাসা ও সম্প্রীতি ৬০
১৩। উদ্যম ও সাধনা ৬০
১৪। অপরের দেখে শিক্ষা গ্রহণ ৬৪
১৫। ফললাভে ধৈর্যশীলতা ৬৫
১৬। সময়ের কদর করুন ৬৬
সাফল্যের রহস্য ৬৬
দুনিয়ার সাফল্য ৬৯
প্রকৃত সফল মানব ৭২
ইহ-পরকালের সফলতা ৮৫
প্রকৃত সাফল্য, পরকালের সাফল্য ৮৯
প্রকৃত অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত মানব ৯৫

সাফল্য বা সফলতা কাকে বলে?

একটি গাছ লাগানোর পর তাতে ফল ধরলে সে গাছ হয় সফল। সে গাছ লাগানো হয় সার্থক। যে জীবন কোনও কল্যাণময় কাজে কৃতকার্য হলে সে জীবন হয় সফল জীবন, সার্থক জীবন।

অবশ্য পরিভাষায় সফলতার সঠিক সংজ্ঞা মেলা দায়। যেহেতু জীবনের বহু দিক আছে। আর মানুষ সর্বদিক দিয়ে কোন মানুষ সফল হয় না। সুতরাং কোন কোন বিষয়ে কেউ সফল হলে তাকে 'সফল মানব' বলা যায় না। অবশ্য নির্দিষ্ট বিষয়ে সে সফল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

বলা বাহুল্য, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাফল্যের কিছু নিদর্শন আছে, যা দেখে বুঝা যায়, লোকটি সফল।

এক শ্রেণীর সফল মানব তারা, যারা রাত্রে বিছানায় শয়ন ক'রে প্রতিপালকের যিক্‌র করতে করতে মনে তৃপ্তিবোধ করে এই ভেবে যে, আজকের দিনে সে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছে এবং সকল অধিকারীর অধিকার আদায় করেছে।

এক শ্রেণীর সফল মানব তারা, যারা অফিস থেকে বেরিয়ে আসে, আর তাদের চেহারায় এক প্রকার আনন্দের ঔজ্জ্বল্য থাকে। যেহেতু তারা তাদের কর্তব্য সঠিকরূপে পালন করতে পেরেছে এবং সক্রিয় ও ইতিবাচকভাবে সংশ্লিষ্ট সকল মানুষকে তুষ্ট করতে পেরেছে।

এক শ্রেণীর সফল মানব তারা, যারা বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে যেতে উদগ্রীব থাকে। যেহেতু বাড়িতেও তাদের এমন কেউ থাকে, যারা অধীর আগ্রহে তাদের সাক্ষাৎ লাভের জন্য প্রতীক্ষায় আছে।

এক শ্রেণীর সফল মানব তারা, যারা পরিবারের সকল ব্যয়ভার সহজভাবে বহন করতে পারে।

এক শ্রেণীর সফল মানব তারা, যারা সময়মতো তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছে।

এক শ্রেণীর সফল মানব তারা, যারা সকল পথ বন্ধ হওয়ার পরেও মহান প্রতিপালকের তওফীকে সহজ পথের সন্ধান পেয়েছে।

এক শ্রেণীর সফল মানব তারা, যারা সংসার জীবনে চরম আনন্দলাভে ধন্য হয়েছে।

এক শ্রেণীর সফল মানব তারা, যারা প্রত্যেক সকালে সুস্থ শরীরে গাত্রোত্থান করে।

সফল সেই ব্যক্তি, যে একটি মনের মতো সঙ্গী লাভ করেছে। মনের মতো বন্ধু, স্বামী বা স্ত্রী লাভে ধন্য হয়েছে।

সফল সেই ব্যক্তি, যে মনের মতো পরিজন লাভে ধন্য হয়েছে।

সফল সেই ব্যক্তি, যে তার বৈধ চাকরি বা হালাল ব্যবসার লাভে পার্থিব বহু ধন-সম্পদ সঞ্চিত করেছে এবং তা বিধেয় পথে ব্যয় করে।

সফল সেই ব্যক্তি, যে বৈধভাবে জাতির উপকার করতে পেরেছে।

পার্থিব সফল নাস্তিক-আস্তিক, কাফির-মু'মিন, পরহেযগার-পাপাচার সকলেই হতে পারে। এ জগতে বহু বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, জননেতা, শিল্পপতি ইত্যাদি সফল হয়েছেন।

যেমন ইসলামে কিছু অবৈধ পথ আছে, সে পথেও অনেকে সফল ও প্রসিদ্ধ হয়েছে তাদের অনুরাগীদের কাছে।

পক্ষান্তরে সফল মানুষ হল সেই, যে কপট বন্ধু ও অকপট শত্রু পায়।

হিংসুক বেশী হওয়া, মানুষের সফলতারই দলীল।

সফলতা একটি অপরাধ, যা মানুষ ভালো মনে ক'রে অর্জন ক'রে থাকে, যা সমশ্রেণীর সহকর্মীরা ক্ষমা করে না।

সাফল্য ও সমালোচনার মাঝে একটি যোগসূত্র আছে। সাফল্য যত বেশি হবে, সমালোচনাও তত বেশি হবে। সফল মানুষ যত বেশি লক্ষ্য সিদ্ধির পথে এগোবে, সে তত বেশিই সমালোচনার সম্মুখীন হবে।

মানবতা ও মানবাধিকার

(১) মহান কৃপাময় স্রষ্টা মানব সৃষ্টি ক'রে তাকে সম্মানিত করেছেন। তাঁর বংশধরকেও তিনি সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (٧٠) سورة الإسراء

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের উপর তাদেরকে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৭০)

এই মর্যাদা ও অনুগ্রহ মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষ পেয়েছে; তাতে সে মুমিন হোক অথবা কাফের। কেননা, এ মর্যাদা অন্য সৃষ্টিকুল; জীবজন্তু, জড়পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদির তুলনায়। আর এ মর্যাদা বিভিন্ন দিক দিয়ে।

(২) যে সুন্দর অবয়ব, আকার-আকৃতি এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গঠন ও ধরন মহান আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন, তা অন্য কোন সৃষ্টিকে দান করেননি। তিনি বলেছেন,

{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} (٤) سورة التين

"নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।" (তীন ঃ ৪)

মহানবী ﷺ সর্বোচ্চ সুমহান আল্লাহর জন্য সর্বনিম্নে মাথা রেখে সিজদায় বলতেন,

(اَللّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদাবনত, তোমাতেই বিশ্বাসী, তোমার নিকটেই আত্মসমর্পণকারী, তুমি আমার প্রভু। আমার মুখমন্ডল তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, ওর আকৃতি দান করেছেন এবং আকৃতি সুন্দর করেছেন। ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্গত করেছেন। সুতরাং সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! *(মুসলিম ১৮-৪৮নং)*

(৩) মানুষের সম্মানের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, মহান স্রষ্টা নিজ দুই হাত দ্বারা আদি মানবকে সৃষ্টি করেছেন। আদমকে সিজদা করার আদেশ দেওয়া হলে এবং সে আদেশ ইবলীস অমান্য করলে মহান আল্লাহ তাকে বলেছিলেন,

{يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ}

'হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন?' *(স্বাদঃ ৭৫)*

(৪) মহান স্রষ্টা তার মধ্যে তাঁর 'রূহ' ফুঁকেছেন। এটাও আদম ও আদমীর জন্য বিশাল মর্যাদার ব্যাপার। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ} (٩) سورة السجدة

"যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি হতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেছেন। পরে তিনি ওকে সুঠাম করেছেন এবং তাঁর নিকট হতে ওতে জীবন সঞ্চার করেছেন (রূহ ফুঁকেছেন) এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন চোখ, কান ও অন্তর। তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সাজদাহ ঃ ৭-৯)

(৫) সুমহান স্রষ্টা পুতপবিত্র ফিরিশ্তা কর্তৃক আদি মানবকে সিজদা করিয়ে মানবের সম্মানের কথা প্রমাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنْ السَّاجِدِينَ (١١) سورة الأعراف

"আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদেরকে (মানবাকারে) রূপদান করি এবং তারপর ফিরিশ্তাদেরকে বলি, 'তোমরা আদমকে সিজদাহ কর।' তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদাহ করল। সে সিজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না। *(আ'রাফ ঃ ১১)*

(৬) তাকে যথাযথ জ্ঞান দান ক'রে ধন্য করেছেন। যে জ্ঞান মানুষকে দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা তারা নিজেদের আরাম ও আয়েশের জন্য অসংখ্য জিনিস আবিষ্কার করেছে, জীবজন্তু ইত্যাদি তা থেকে বঞ্চিত।

এ ছাড়া এই জ্ঞান দ্বারা তারা ঠিক-বেঠিক, উপকারী-অপকারী এবং ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম।

এই জ্ঞান দ্বারা তারা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিকুল থেকে উপকৃত হয় এবং তাদেরকে নিজেদের বশীভূত ক'রে রাখে।

এই জ্ঞান ও মেধারই মাধ্যমে তারা এমন অট্টালিকা নির্মাণ করে, এমন পোশাক আবিষ্কার করে এবং এমন সব জিনিস বানায় যা তাদেরকে গ্রীষ্মের তাপ, শীতের ঠান্ডা এবং মৌসমের অন্যান্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ অজ্ঞ। মহান স্রষ্টাই তাকে শিক্ষাদান করেন।

{الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الإِنسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} (٤) سورة الرحمن

"অনন্ত করুণাময় (আল্লাহ); তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।" *(রাহমানঃ ১-৪)*

তিনিই মানুষকে পড়তে-লিখতে শিখিয়েছেন। সর্বপ্রথম যে নির্দেশ মহানবী ﷺ-এর নিকট আসে, তা হল, 'পড়।'

{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (٥) سورة العلق

"তুমি পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। তুমি পড়। আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" *(আলাক্বঃ ১-৫)*

অবশ্য অতিরিক্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তিনি কোন কোন মানুষকে দান ক'রে থাকেন।

{يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ} (٢٦٩) سورة البقرة

"তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়, তাকে নিশ্চয় প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ শুধু জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকে।" *(বাক্বারাহঃ ২৬৯)*

(৭) মহান স্রষ্টা মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও বিকাশলাভের ক্ষেত্রে যে যত্ন প্রকাশ করেছেন, তা অন্য কোন জীবের ক্ষেত্রে করেননি। তার পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সুখ-শান্তি, শৃঙ্খলতা ও জীবনধারণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রতি যে খেয়াল রাখা হয়েছে, তা অন্য প্রাণীর জন্য রাখা হয়নি। তাকে খলীফা বানিয়ে যে গুরু-দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়েছে, তা অন্য কোন সৃষ্টির উপর করা হয়নি।

মানুষকে সংশুদ্ধ ও চিরসুখের ঠিকানা জান্নাতের উপযোগী করার জন্য নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন এবং আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

(৮) অনুরূপ বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিসকে মহান আল্লাহ মানুষের সেবায় লাগিয়ে রেখেছেন। চাঁদ, সূর্য, হাওয়া, পানি এবং অন্যান্য অসংখ্য জিনিস রয়েছে যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

স্থলে ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, উট এবং মহান আল্লাহর দেওয়া মেধা ও বুদ্ধি দ্বারা নিজেদের তৈরী করা (উড়োজাহাজ, জলজাহাজ, ট্রেন, মোটরগাড়ী, সাইকেল এবং মোটর সাইকেল ইত্যাদি) বাহনে আরোহণ করে এবং সমুদ্রে রয়েছে নৌকা ও

জলজাহাজ, যাতে তারা আরোহণ করে এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী আমদানি-রফতানি করে।

মানুষের পানাহারের জন্য যে সব খাদ্যদ্রব্য, শস্য ও ফল-মূলাদি তিনি উৎপন্ন করেছেন এবং তাতে যে স্বাদ, তৃপ্তি এবং শক্তি নিহিত রেখেছেন, রকমারি এই খাদ্য, সুস্বাদু ও মজাদার ফলমূল, শক্তিবর্ধক ও পরিতৃপ্তিকর উপাদেয় নানা যৌগিক খাদ্য ও পানীয়, চূর্ণিত, পিষ্ট ও খামির জাতীয় কত শত রকমের খাবার মানুষ ব্যতীত অন্য আর কোন্ সৃষ্টি পেয়েছে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} (٣٤) إبراهيم

"আল্লাহ; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেছেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করেছেন; যাতে তাঁর নির্দেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে; যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে। আর তিনি তোমাদেরকে প্রত্যেকটি সেই জিনিস দিয়েছেন যা তোমরা তাঁর নিকট চেয়েছ। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না; মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় সীমালংঘনকারী অকৃতজ্ঞ।" *(ইব্রাহীম ঃ ৩২-৩৪)*

(৯) মহান প্রতিপালক মানুষকে সম্মানদান করেছেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব ও উপাসনা ক'রে নিজেকে অপমান করতে নিষেধ করেছেন। যুগে যুগে নবী-রসূল ও কিতাব প্রেরণ ক'রে মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব ও উপাসনা থেকে মুক্ত ক'রে কেবল তাঁরই দাসত্ব ও উপাসনার দিকে আহবান করেছেন।

(১০) যিনি সবার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক, তাঁর দাস হওয়া বড় মর্যাদার বিষয়। তিনি মানুষকে তাঁরই দাসত্ব ও উপাসনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

"আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই উপাসনা করবে।" *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

(১১) মহান আল্লাহ মানুষকে মর্যাদাদান করেছেন। সুতরাং তিনি তার

প্রাণহত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন,

{أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (٣٢) سورة المائدة

"যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।" *(মায়িদাহ ঃ ৩২)*

কেউ অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করলে বিনিময়ে তাকেও হত্যা করা হবে। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٧٩) سورة البقرة

"হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। (হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসে (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৭৮-১৭৯)*

(১২) মানুষের সম্মান দিয়ে মহান স্রষ্টা তাকে অপমান করতে নিষেধ করেছেন। তার মান-সম্ভ্রম বহাল রাখার জন্য বিভিন্ন বিধি-বিধান দিয়েছেন। আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ)).

"সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।" *(আহমাদ ২২৭৫৫, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৫ নং)*

((الرِّبا اثْنانِ وَسَبْعُونَ بَاباً أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ . وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطالَةُ الرَّجُلِ فِي عَرْضِ أَخِيه)).

"সূদ (খাওয়ার পাপ হল) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সূদ হল নিজ (মুসলিম) ভাইয়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৭১৫১, হাকেম ২২৫৯, শুআবুল ঈমান বাইহাকী ৫৫১৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৭১নং)*

একদা আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কা'বার প্রতি দৃক্‌পাত ক'রে বললেন, "কী মহান তুমি! তোমার মর্যাদা কত মহান! কিন্তু মু'মিন তোমার চাইতেও অধিক মর্যাদাপূর্ণ।" *(গা-য়াতুল মারাম ৪৩৫ নং)*

(১৩) সুমহান স্রষ্টা মানুষকে নানা বর্ণ ও জাতিতে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু মর্যাদায় কাউকে ছোট করেননি। তিনি মর্যাদার মানদন্ড নির্ণয় করেছেন আল্লাহ-ভীতিকে। সুতরাং তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।" *(হুজুরাত ঃ ১৩)*

(১৪) মহান স্রষ্টা মানুষকে কেবল তার জীবদ্দশাতেই সম্মানিত করেননি, বরং তিনি তার মরণের পরেও তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেছেন। তাই মর্যাদা-সহকারে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃত্যুর পর গোসল দিয়ে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে বলা হয়েছে।

ভালো কাপড় দিয়ে কাফন দিতে বলা হয়েছে।

তার লাশকে সুগন্ধিত করতে বলা হয়েছে।

মুসলিম সমাজকে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে এবং তার জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

যদিও মৃত কোন অপরাধের শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে নিহত হয়েছে, তবুও তার যথানিয়মে জানাযা ও দাফন-কাফন করতে বলা হয়েছে।

সম্মানের সাথে তাকে কবরস্থ করতে বলা হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ».

"মৃত (মুসলিমের) হাড় ভাঙ্গা জীবিত (মুসলিমের) হাড় ভাঙ্গার সমান।" (অর্থাৎ উভয়ের পাপ সমান।) *(আবূ দাউদ ৩২০৯, ইবনে মাজাহ ১৬১৬,, ইবনে হিব্বান,*

আহমাদ, সহীহুল জামে' ৪৪৭৯নং)

কবরের উপর বেয়ে চলা অথবা তার ফাঁকে-ফাঁকে জুতা পরে চলা, কবরের উপর বসা, কবরের উপর দিয়ে সাধারণ রাস্তা তৈরী করা, কবরের উপর কোন প্রকার নোংরাদি ফেলা, কবরের মাটিতে ফসল উৎপাদন করা, নিজের কাজে ব্যবহার করা, তার উপর কোন প্রকার খেলা, পুরানো কবর স্থানকে খেলার মাঠ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়েছে ইসলামে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)).

"কারো অঙ্গারের উপর বসা---যা তার কাপড় জ্বালিয়ে তার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়---কবরের উপর বসা অপেক্ষা তার জন্য উত্তম।" *(মুসলিম ২২৯২, আবূ দাউদ ৩২২৮নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

তবে তাকে বা তার কবরকে নিয়ে সম্মানে অতিরঞ্জন করতে বারণ করা হয়েছে। যেহেতু একজন মানবকে অতি সম্মান দানে রয়েছে মানবেরই অপমান।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত আলোচনা থেকে বহু সৃষ্টির উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

জন্মের পর মানব-জাতির কোন গ্লানি থাকে না। অর্থাৎ, শত পাপী হলেও কোন সমস্যা নেই। মানুষ হলেই সে সম্মানীয়, আদরণীয়। কবির মতে এ হল 'মানুষের বাণী'।

'শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোন গ্লানি!'

এটা কিছু মানুষের বাণী হলে হতে পারে, কিন্তু মহামানবদের বাণী অথবা সৃষ্টিকর্তার বাণী তা নয়। মানবের মাঝে যদি মানবতা না থাকে, তাহলে সে নামে মানব থাকলেও কামে মানব থাকে না। মনুষ্যের মাঝে যদি মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে সে মানুষ থাকে কীভাবে?

একই পিতার দুটি সন্তান। যে পিতাকে চেনে এবং তার অধিকার আদায় ও আনুগত্য করে, সে সুসন্তান। আর যে পিতাকে অস্বীকার করে এবং তার অধিকার আদায় ও আনুগত্য করে না, সে হয় কুসন্তান। নিশ্চয় গ্লানি থাকে কুসন্তানের মাঝে। অনুরূপই বিভেদ সৃষ্টি হয় মানুষে-মানুষে। 'জাতের নামে বজ্জাত' হয় অনেকে।

মহান আল্লাহ সে বিভেদের কথা মানব-সৃষ্টির সূচনাতেই বলে দিয়েছেন এবং মানুষকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

{قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

অর্থাৎ, আমি (আদম-হাওয়া ও শয়তানকে) বললাম, তোমরা সকলেই এ স্থান (জান্নাত) হতে নেমে যাও, পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। আর যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তারাই অগ্নিবাসী সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *(সূরা বাক্বারাহ ৩৮-৩৯ আয়াত)*

মানুষের মাঝে গ্লানি আসে, মানুষ কলঙ্কিত হয়। পাপ ক'রে পাপী হয়। এটাও মানুষের প্রকৃতি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)).

"প্রত্যেক আদম সন্তান ত্রুটিশীল ও অপরাধী, আর অপরাধীদের মধ্যে উত্তম লোক তারা যারা তওবা করে।" *(আহমাদ ১৩০৪৯, তিরমিযী ২৪৯৯, ইবনে মাজাহ ৪২৫১, দারেমী ২৭২৭, আবূ য়্যা'লা ২৯২২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭১২৭নং)*

যে অপরাধ করে, সে অপরাধী। যে পাপ করে, সে পাপী। তার শাস্তি আছে। মানুষ বলেই সে গ্লানিশূন্য ও পাপহীন নয়, পাপ করলেও সে শাস্তির অনুপযুক্ত নয়। অপরাধ করলেও সে আদরণীয় নয়।

হ্যাঁ, মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী, জন্মের জন্য নয়---এ কথা ঠিক। যেমন কবির এ কথাও ঠিক,

'মান আছে হুঁশ আছে সেই তো মানুষ,
মানুষের মুখোশ পরে কত অমানুষ!'

নিশ্চয়ই মানুষ হয়ে যদি মানুষের পাশে কেউ না দাঁড়ায়, তাহলে তার নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেওয়াটা বড় লজ্জাকর।

একজন হাকীম দিবালোকে হাতে বাতি নিয়ে কী যেন খুঁজছিলেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই দিনের বেলায় আলো নিয়ে আপনি কী খুঁজছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'একটি মানুষ!' তার মানে, মানুষের মতো মানুষ, প্রকৃত মানুষ।

হ্যাঁ, প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না। মানুষ হওয়ার জন্য মন ও মনুষ্যত্ব চাই।

তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

প্রসিদ্ধ আছে যে, 'সঙ্কটের মধ্যেই প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি হয়। আর প্রাচুর্যের মধ্যে (অধিকাংশ) জন্ম নেয় অমানুষ।'

'ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষই মানুষ।'

'নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে।'

মানবের মাঝেও তারতম্য আছে, যে মানব একটি জাতির মনে শান্তি দিতে

পারে, সে নিঃসন্দেহে মহামানব।

মানবের পাঁচটি অধিকার ঃ ঈমান, প্রাণ, জ্ঞান, মান ও ধন রক্ষার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। অতএব মানবের এই পাঁচটির মধ্যে যে কোনও একটি কোন মানব কোনভাবে নষ্ট করলে সে মানবাধিকার লাভের যোগ্য থাকতে পারে না।

ইসলাম মানবকে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু যে মানব অন্য মানবকে বাঁচতে দিতে চায় না, তাকে বাঁচার অধিকার দেয়নি।

ইসলাম মানবকে সম্মান লাভের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু যে মানব অপর মানবের সম্মান নষ্ট করে, তার সে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ইসলাম মানবকে দ্বীনদারীর অধিকার দিয়েছে। কিন্তু যে মানব 'দ্বীনে হক' অবলম্বন করে না অথবা তার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তার নিকট থেকে মানবের কিছু অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ইসলাম মানবকে স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু যে মানব নিজের স্বাধীনতা প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা নষ্ট করে, সে মানবের সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

ইসলামে প্রত্যেক মানুষের রুযী-রুটি, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার দিয়েছে। অধিকার দিয়েছে চিকিৎসা, শিক্ষা ও কর্মের। ইসলাম এসেছে মানবের মানবতার পরিপূর্ণতা দানের জন্য। ইসলামে কোন যুলম নেই। আসলে মানবমন্ডলী নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলম ক'রে থাকে।

মানবাধিকার মানে স্বেচ্ছাচারিতা বা অবাধ স্বাধীনতার অধিকার নয়। মানবাধিকার মানে যে কোন অপরাধ ও পাপ করার অধিকার নয়। ইচ্ছামতো অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা, ব্যভিচার, লাম্পট্য ও বিকৃত যৌনাচার নয়। মানবাধিকার হল সুশৃঙ্খলিত ও বৈধ স্বাদ ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকার।

সমলিঙ্গী ব্যভিচার বা সমকাম, পশুগমন, বেশ্যাগমন অথবা বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের ব্যভিচারে মানবাধিকার নেই, বৈধ বিবাহে মানবাধিকার আছে। যার স্বামী নেই অথবা যার স্ত্রী নেই, তাকে যে বৈধ বিবাহে বাধা দেয়, সেই আসলে মানবাধিকার লংঘন করে।

মহান স্রষ্টার অনুগত যে মানব, সেই প্রকৃত মানব, সেই 'সফল মানব'।

পশুবৎ মানব

এ জগতে বহু মানুষ আছে, যারা মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে চলে না। ফলে তাদেরকে পশুর সাথে তুলনা করা হয়। সর্বদিক দিয়ে নয়, বরং কোন এক প্রকার সাদৃশ্য থাকলে তার উপমা উপস্থাপন করা হয়।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ} (١٢) محمد

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর-পূর্তি করে। আর তাদের নিবাস হল জাহান্নাম।" *(মুহাম্মাদ ঃ ১২)*

'রাজ্যভোগের মধুর স্বপ্ন কেউ-বা চরম ভাবে,
কেউ ভাবে চিরকাম্য স্বর্গ কবে এ জীবনে পাবে।
হাতে হাতে নাও নগদ যা পাও শূন্য বাকির খাতা,
আহা! সুদূরের ঢাকের বাদ্য সুদূরেই ভেসে যাবে।'
'এই বেলা ভাই মদ খেয়ে নাও কাল নিশিথের ভরসা কই,
চাঁদনী জাগিবে যুগ-যুগ ধরে আমরা তো আর রব না সই!'
'মিশ্‌ব ধুলায় তার আগেতে সময়টুকুর সদ্‌-ব্যভার,
স্ফূর্তি ক'রে নাই করি কেন দিন কয়েকেই সব কাবার?'

যেভাবে জীব-জন্তুদের উদর এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না, অনুরূপ অবস্থা হল কাফেরদের। তাদের জীবনের উদ্দেশ্যও (ইহকালে) খাওয়া-পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরকালের ব্যাপারে তারা একেবারে উদাসীন। আর এই সাদৃশ্যের কারণে তাদেরকে জীব-জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। পরন্তু জীব-জন্তুরা দোযখে যাবে না, কিন্তু তার মতো মানুষেরা দোযখে যাবে!

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}

"আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না।

এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন।" *(আ'রাফঃ ১৭৯)*

অন্তর, চোখ, কান এগুলি মহান আল্লাহ এই জন্য দান করেছেন, যাতে মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়ে নিজ স্রষ্টা, প্রতিপালক ও প্রভুকে চিনতে পারে, তার নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করে এবং সত্যের বাণী মন দিয়ে শ্রবণ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উপকার নেয় না, সে ব্যক্তি উপকার না নেওয়ার কারণে পশুর মতো; বরং তার থেকেও অধম। কারণ পশুরা নিজের লাভ-নোকসান কিছুটা বোঝে। উপকারী জিনিস হতে উপকার নেয় এবং ক্ষতিকারক জিনিস হতে দূরে থাকে। কিন্তু আল্লাহর হিদায়াত হতে বিমুখতা প্রকাশকারী ব্যক্তির মধ্যে এই পার্থক্য করার শক্তিই এমনভাবে শেষ হয়ে যায় যে, কোন্‌টি তার জন্য লাভদায়ক, আর কোন্‌টি ক্ষতিকারক, তা নির্ণয় করতে পারে না। আর সেই কারণেই আয়াতের শেষাংশে তাদেরকে গাফিল বা উদাসীন বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا}

"তুমি কি মনে কর যে, ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুরই মতো; বরং ওরা আরও অধম।" *(ফুরক্বানঃ ৪৪)*

চতুস্পদ জীব যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা তা বোঝে। কিন্তু মানুষ, যাদেরকে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা নবীগণের মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে শির্ক করে এবং বিভিন্ন স্থানে নিজেদের (তুলনায় উত্তম অথবা অধম সৃষ্টির সামনে) মাথা নত করে। এই দিক দিয়ে তারা অবশ্যই জীবজন্তুর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট এবং পথভ্রষ্ট।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢٠) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ (٢١) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ} (٢٢) سورة الأنفال

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর এবং (তার কথা) শ্রবণ করার পরেও তার (আনুগত্য) হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বলে, 'শ্রবণ করলাম' অথচ তারা শ্রবণ করে না। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব কালা ও বোবা; যারা কিছুই বোঝে না।" *(আন্‌ফালঃ ২০-২২)*

শোনার পরও আমল না করা, এটি কাফেরদের অভ্যাস। এই শ্রেণীর অভ্যাস থেকে তোমরা বিরত থাক। পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে কালা, বোবা, বিবেকহীন ও

নিকৃষ্টতম জীব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরা সকল জীব হতে নিকৃষ্ট, যারা সত্যের ব্যাপারে কালা, বোবা ও বিবেকহীন।

তিনি আরো বলেছেন,

{إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (٥٥) الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ} (٥٦) سورة الأنفال

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব তারাই, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান (কুফরী) করেছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস (ঈমান আনয়ন) করবে না। ওদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ, তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা সাবধান হয় না।" *(আনফাল ঃ ৫৫-৫৬)*

'নিকৃষ্টতম মানুষ' না বলে তার পরিবর্তে তাদেরকে 'নিকৃষ্টতম জীব' বলা হয়েছে; যা আভিধানিক অর্থ হিসাবে এটা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এর ব্যবহার চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। বুঝা যায় যে, কাফেরদের সম্পর্ক মানুষের সাথে নয়। (বরং জন্তুর সাথে। নিজের সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার ও অমান্য ক'রে) কুফরে পতিত হয়ে তারা চতুষ্পদ জন্তু; বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট জীব হয়ে গেছে।

আল-কুরআনের অন্যত্র আছে,

{وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ } (١٧١) سورة البقرة

"এই অমান্যকারীদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে (পশুকে) ডাকে, যা ডাক-হাঁক ছাড়া আর কিছুই শোনে (বোঝে) না, তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। তাই তো (তারা) কিছুই বুঝতে পারে না।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৭১)*

যে কাফেররা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে অকেজো ক'রে রেখেছে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই পশুদের মত, যাদেরকে রাখাল ডাকে ও আওয়াজ দেয় এবং তারা সেই ডাক ও আওয়াজ তো শোনে, কিন্তু বোঝে না যে, তাদেরকে কেন ডাকা ও আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে? অনুরূপ এই অন্ধ অনুকরণকারীরা বধির, তাই সত্যের ডাক শোনে না। বোবা, তাই হক কথা তাদের জবান থেকে বের হয় না। অন্ধ, তাই সত্য দেখতে তারা অক্ষম এবং জ্ঞানশূন্য, তাই সত্যের দাওয়াত এবং তাওহীদ ও সুন্নতকে তারা বুঝতে পারে না।

ফিরিশ্তার জ্ঞান আছে, প্রবৃত্তি নেই। জন্তুর জ্ঞান নেই, প্রবৃত্তি আছে। মানুষের জ্ঞান আছে, প্রবৃত্তিও আছে। সুতরাং যে মানুষের প্রবৃত্তি সংযত ও জ্ঞান আলোকিত, সে ফিরিশ্তার ন্যায়। পক্ষান্তরে যার জ্ঞান পরাভূত এবং প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল, সে পশুর ন্যায়। *(তফসীর কুশাইরী ৫/৩৭৮)*

বিশেষ বিশেষ আচরণের জন্য বিশেষ বিশেষ পশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে কিছু মানুষকে। যেমন আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার নির্দেশানুযায়ী আমল না করা, পরকাল আছে জানা সত্ত্বেও তার উপর ইহকালকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি। এমন জ্ঞানপাপী ও বেআমল আলেম শ্রেণীর মানুষেরা কুকুরের মতো। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ} (١٧٧)

"তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দান করেছিলাম, অতঃপর সে সেগুলিকে বর্জন করে, তারপর শয়তান তার পিছনে লাগে, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে ঐ (আয়াতসমূহ) দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ কুকুরের মত, ওকে তুমি তাড়া করলে সে জিভ বের করে হাঁপায় এবং তুমি ওকে এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তাদের উদাহরণ এটা। সুতরাং তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে ও নিজেদের প্রতি অনাচার করে, তাদের উদাহরণ কত নিকৃষ্ট!" *(আ'রাফঃ ১৭৫-১৭৭)*

তফসীরকারগণ এটিকে এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখত; কিন্তু পরে পার্থিব ভোগ-বিলাস ও শয়তানের পিছে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কে ছিল? তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এ ব্যাপারে কষ্টকল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। এটি সাধারণ ব্যাপার, এমন মানুষ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগে জন্ম নেয়। যে ব্যক্তিই অনুরূপ প্রকৃতির হবে, তাকে এর দলভুক্ত করা হবে।

সাধারণতঃ ক্লান্তি ও পিপাসার তাড়নায় জিহ্বা বের হয়ে আসে। কিন্তু কুকুরের অভ্যাস এই যে, তাকে আপনি ধমক দিন, তাড়িয়ে দিন অথবা তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিন, সকল অবস্থাতেই সে ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। অনুরূপ তার পেট পূর্ণ থাক বা খালি, সুস্থ থাক বা অসুস্থ, ক্লান্ত থাক বা তাজা, সব সময় সে জিভ বের ক'রে হাঁপাতে থাকবে। অনুরূপ অবস্থা ঐ ব্যক্তির; তাকে উপদেশ দিন বা না দিন, তার অবস্থা একই থাকবে এবং পৃথিবীর সুখ-সম্পদের জন্য সে লালায়িত থাকবে।

আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে।

দ্বীন বিক্রয় ক'রে দুনিয়া ক্রয় করবে।

আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে ভোগ-বিলাস ক্রয় করবে।

নিকৃষ্ট সেই জ্ঞানী, নিকৃষ্ট সে আলেম।

অনুরূপ কাছাকাছি আরও এক শ্রেণীর মানুষ, যাদেরকে মহান আল্লাহ কিতাববাহী গাধার সাথে তুলনা করেছে। তিনি বলেছেন,

{مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥) سورة الجمعة

"যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" *(জুমুআহঃ ৫)*

উক্ত আয়াতে আমলবিহীন ইয়াহুদীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল একটি কিতাববাহী গাধা; তার পিঠে যে কিতাবগুলো বোঝাই করা আছে, তাতে কী লেখা আছে অথবা তার উপর যা বোঝাই করা হয়েছে তা কিতাব, না ঘাস-ভুসি তা জানে না। অনুরূপ এই ইয়াহুদীরাও; তাদের কাছে তওরাত আছে। তা পড়া ও মুখস্থ করার দাবীও করে, কিন্তু তারা না তা বোঝে, আর না তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে। বরং তার অপব্যাখ্যা এবং তাতে হেরফের, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে এরা গাধার থেকেও বেশী নিকৃষ্ট। কারণ, গাধা জন্মগতভাবেই বিবেক ও বোধশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়, আর এদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি বিদ্যমান, কিন্তু এরা তার সঠিক ব্যবহার করে না। এই জন্য পরে বলা হয়েছে যে, এদের দৃষ্টান্ত বড়ই নিকৃষ্ট।

হুবহু দৃষ্টান্ত সেই মুসলিমদের---বিশেষ ক'রে হাফেয-ক্বারী ও আলেমদেরও, যারা কুরআন পড়ে ও মুখস্থ করে, কিন্তু তার মানে বোঝে না এবং বুঝলেও তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে না।

অংশীবাদী মুশরিকদের উপমা হল মাকড়সা। মহান আল্লাহ তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

{مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (٤١) سورة العنكبوت

"যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা; যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে। আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বলতম; যদি ওরা জানত।" *(আনকাবূতঃ ৪১)*

যেমন মাকড়সার জাল নিতান্ত দুর্বল, ক্ষীণ ও অস্থায়ী হয়; যা হাতের সামান্য ছোঁয়ায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তেমনই আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মাবূদ (উপাস্য) মানা, দুঃখ-দুর্দশা দূরকারী মনে করা হুবহু মাকড়সার জালের মতো, যাতে মুশরিকের কোন লাভ নেই। কারণ, তার সেই উপাস্য কোন প্রকার উপকার করতে পারে না। এই জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা মাকড়সার জালের মতোই দুর্বল ও নিষ্ফল। যদি সে সকল মাবূদ স্থায়ী হতো বা কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখত, তাহলে পূর্বের জাতিসমূহকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচাতে পারত। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ সাক্ষী যে, তারা তাদেরকে বাঁচাতে পারেনি।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, মানুষকে পশুর সাথে তুলনা কেন?

উত্তরে বলি, আমরাও আমাদের কথাবার্তায় ভালো-মন্দে মানুষকে পশুর সাথে তুলনা ক'রে থাকি। যেমন বলি,

'লোকটা বাঘের মতো। বাঘের যোগ্য বাঘিনী।

মোগল-পাঠান হদ্দ হল ফারসী পড়ে তাঁতী, বাঘ পালাল বিড়াল এল শিকার করতে হাতী!

শকুনের মন ভাগাড়ের দিকে।

দুই বিড়ালের ঝগড়াতে কুকুর পালায় মাংস নিয়ে।

ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে, গোয়ালের গরু টেঁকে বসে।

আদার গাঁয়ে শিয়াল বাঘ।

দেখতে খেঁকশিয়ালি, যুদ্ধের সময় বাঘ।

শিয়ালের গু কাজে লাগে, শিয়াল গিয়ে পর্বতে হাগে।

সব শিয়ালে খেল কাঁঠাল, বকের ঠোঁটে আঠা।

ইঁদুরে দর করে, সাপে ভোগ করে।

উদ্-বিড়ালে মাছ ধরে, খটাশে তিন ভাগ করে।

ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাসে।

নরমের বাঘ, গরমের বিড়াল।' ইত্যাদি।

যেমন হাদীসে এসেছে,

((الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كالجَمَلِ الأَنِفِ إِنْ قِيدَ انْقَادَ ، وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ)).

"মুমিনগণ সরল-বিনম্র হয়। ঠিক লাগাম দেওয়া উটের মতো; তাকে টানা হলে চলতে লাগে এবং পাথরের উপরে বসতে ইঙ্গিত করলে বসে যায়।" *(বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৮ ১২৯, সহীহুল জামে ৬৬৬৯নং)*

« تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً ».

"মনুষ্য-সমাজ হল শত উটের মতো; যার মধ্যে একটা ভালো সওয়ার-যোগ্য উট খুঁজে পাওয়া মুশকিল।" *(আহমাদ, বুখারী ৬৪৯৮, মুসলিম ৬৬৬৩, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ২৩৩২ নং)*

((يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَقْوامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثلُ أَفْئِدَةِ الطَّيرِ)).

"জান্নাতে এমন লোক প্রবেশ করবে, যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের মতো।" *(মুসলিম ৭৩৪১নং)*

((الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ)) . متفق عَلَيْهِ . وفي رواية : ((مَثَـلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ)) .

"যে ব্যক্তি নিজের দান ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মতো, যে বমি করে, তারপর তা আবার খেয়ে ফেলে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি সাদকার মাল ফেরৎ নেয় তার উদাহরণ ঠিক ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তারপর আবার তা ভক্ষণ করে।" *(বুখারী ২৫৮৯, ২৬২২, ৬৯৭৫, মুসলিম ৪২৫৫, ৪২৫৮, ৪২৬১নং)*

((إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً لَـا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ)).

"মুনাফিকের উদাহরণ যেমন দুই ছাগপালের মাঝে যাতায়াতকারী বিপথগামী ছাগ। যা এ পালে একবার আসে আবার ও পালে একবার যায়। স্থির করতে পারে না যে সে কোন পালের অনুসরণ করবে।" *(আহমাদ ৫৭৯০, মুসলিম ৭২২০, নাসাঈ ৫০৩৭নং)*

কেবল পশুই নয়, মানুষকে গাছ ও ফসলের মতোও বলে উপমা দেওয়া হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْـدِلُهَا حَتَّـى يَأْتِيَـهُ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ الَّتِى لاَ يُصِيبُهَا شَىْءٌ حَتَّى يَكُـونَ انْجِعَافُهَـا مَـرَّةً وَاحِدَةً ».

"মু'মিনের উদাহরণ হল নরম ফসলের মত, বাতাস তা হিলাতে-দুলাতে থাকে। মু'মিন বিপদগ্রস্ত হয় (আবার উঠে দাঁড়ায়)। পক্ষান্তরে (কাফের) মুনাফিকের উদাহরণ হল 'আরযা' (বিশাল সীডার) গাছের মত। তা বাতাসে হিলে না। কিন্তু (ঝড়ে) ভেঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(বুখারী ৭৪৬৬, মুসলিম ৭২৭৩নং)*

মহান স্রষ্টাকে অস্বীকারকারী ও অমান্যকারী মানুষ শুধু পশু বা গাছপালাই নয়, সে হল সারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অধম জীব। আর এ অবস্থা মহান প্রতিপালককে না মানার ফলে, এ খেতাব তাদের নিজেদের নেওয়া।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} (٦) سورة البينة

"নিশ্চয় আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা দোযখের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম।" *(বাইয়েনাহ ঃ ৬)*

মহানবী ﷺ এক শ্রেণীর মুশরিকদের ব্যাপারে বলেছেন,

« إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

"ওরা এমন লোক, যাদের কোন নেক লোক মারা গেলে ওরা তাঁর কবরের উপর মসজিদ বানাত এবং তার মাঝে তাঁর ছবি বা মূর্তি বানিয়ে রাখত। ওরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।" *(বুখারী ৪২৭, মুসলিম ১২০৯নং)*

খাওয়ারেজ বা বিদ্রোহীদল ঃ যারা মুসলিম রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। মহানবী ﷺ তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

(سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيقُ).

"আমার উম্মতের মাঝে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। একদল হবে যাদের কথাবার্তা সুন্দর হবে এবং কর্ম হবে অসুন্দর। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তোমাদের কেউ নিজ নামাযকে তাদের নামাযের কাছে এবং তার রোযাকে তাদের রোযার কাছে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়। তারা (সেইরূপ দ্বীনে) ফিরে আসবে না, যেরূপ তীর ধনুকে ফিরে আসে না। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। শুভ পরিণাম তার জন্য, যে তাদেরকে হত্যা করবে এবং যাকে তারা হত্যা করবে। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে

মানুষকে আহবান করবে, অথচ তারা (সঠিকভাবে) তার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে হবে বাকী উম্মত অপেক্ষা আল্লাহর নিকটবর্তী। তাদের চিহ্ন হবে মাথা নেড়া।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬৬৮-নং)*

এরা সেই খাওয়ারেজ দল, যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তৃতীয় খলীফা উষমান ﷺ-এর যুগে। অথচ ইসলামের নির্দেশ ছিল, ক্ষমতাসীন মুসলিম রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।

আর এক শ্রেণীর নিকৃষ্ট মানুষের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

«مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ سَبَّحَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمِدَهُ ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الشَّيَطِان وَأَعْتَى بَنِي آدَمَ».

অর্থাৎ, সূর্য উপরে উঠলেই কেবল শয়তান ও সবচেয়ে বেশি অবাধ্য আদম-সন্তান ছাড়া আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করতে অবশিষ্ট থাকে না।

বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'অবাধ্য আদম-সন্তান কারা?' উত্তরে তিনি বললেন,

«شِرَارُ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

অর্থাৎ, আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। *(আমালুল য়্যাউমি অল্লাইলাহ ১৪৮, সিঃ সহীহাহ ২২২৪নং)*

সুতরাং নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষদেরকে কি 'সফল মানব' বলা যাবে? কোন কোন ক্ষেত্রে দুনিয়াতে সফল হলেও পরকালে যে নেহাতই বিফল-মনোরথ, তা সুস্পষ্ট।

ঈমান অমূল্য ধন

মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস হল ঈমান। যেহেতু ঈমানই মানুষকে 'মানুষ' ক'রে গড়ে তোলে। প্রকৃত মু'মিনই একজন প্রকৃত মানব।

ঈমানের বহুমুখী উপকারিতা রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে কতিপয় উপকারিতার কথা এখানে আলোচনা করব।

১। ঈমান মু'মিনকে মহান আল্লাহর বন্ধুত্ব প্রদান করে। ঈমানদার মহান আল্লাহর অলী হয়ে যায়। তিনি বলেছেন,

{أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ}

"মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সাবধানতা অবলম্বন ক'রে থাকে।" *(ইউনুস ঃ ৬২-৬৩)*

আর তিনি নিজ অলীগণকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে আলোতে আনীত করেন। তিনি বলেছেন,

{اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٥٧) البقرة

"আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে (মু'মিন)। তিনি তাদেরকে (কুফরীর) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত (শয়তান সহ অন্যান্য উপাস্য)। এরা তাদেরকে (ঈমানের) আলোক থেকে (কুফরীর) অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৭)*

তিনি মু'মিনগণকে কুফরীর অন্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে ঈমানের আলোতে আনীত করেন।

তিনি মু'মিনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে জ্ঞানের আলোতে আনীত করেন।

তিনি মু'মিনগণকে পাপের অন্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে পুণ্যের আলোতে আনীত করেন।

তিনি মু'মিনগণকে ঔদাস্যের অন্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে চেতনার আলোতে আনীত করেন।

তিনি মু'মিনগণকে অকল্যাণের অন্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে চিরকল্যাণের আলোতে আনীত করেন।

তিনি মু'মিনগণকে অসাফল্যের অন্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে মহাসাফলের আলোতে আনীত করেন।

২। ঈমানের অন্যতম উপকারিতা হল, তার মাধমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চির সুখময় বেহেশ্ত লাভ হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

"বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর যথাযথভাবে নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতিই আল্লাহ অতি সত্বর করুণা বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা। আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদনে) পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে অতি বড় সফলতা। *(তাওবাহ ঃ ৭১-৭২)*

৩। পরিপূর্ণ ঈমান জাহান্নামে যাওয়ার অন্তরায় হবে। আর অসম্পূর্ণ ঈমান জাহান্নামে চিরকাল বসবাস করা হতে নিষ্কৃতি দান করবে। অর্থাৎ, কোন কোন পাপের জন্য জাহান্নামে গেলেও শাস্তি ভোগার পর ঈমান ও তওহীদের গুণে পরিশেষে এক সময় জান্নাতে স্থান লাভ করবে।

৪। ঈমানদারদেরকে মহান আল্লাহ রক্ষা করেন। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ} (٣٨) الحج

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করেন (তাদের দুশমন হতে)। নিশ্চয় তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।" *(হাজ্জ ঃ ৩৮)*

পরীক্ষার ইচ্ছা না থাকলে তিনি মু'মিনদেরকে প্রত্যেক অপ্রিয় জিনিস থেকে রক্ষা করেন।

তিনি মু'মিনদেরকে প্রত্যেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন।

তিনি মু'মিনদেরকে প্রত্যেক জিন ও মানবরূপী শয়তান থেকে রক্ষা করেন।

তিনি মু'মিনদেরকে প্রত্যেক শত্রুর ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন।
তিনি মু'মিনদেরকে বিপদমুক্ত করেন।
নবী ইউনুস ﷺ-কে তিমি গিলে ফেলল।

{فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٧) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ} (٨٨) سورة الأنبياء

"অতঃপর সে অনেক অন্ধকার হতে আহবান করল, 'তুমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, মহান। নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী।' তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে উদ্ধার করলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার ক'রে থাকি।" *(আম্বিয়াঃ ৮৭-৮৮)*

সুতরাং পরহেযগার ঈমানদারকে মহান আল্লাহ বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তার সকল কাজ সহজ ক'রে দেন। প্রত্যেক কঠিনতা থেকে তাকে দূরে রাখেন। তার সংকীর্ণতাকে প্রশস্ততায় পরিণত করেন। তার সকল দুশ্চিন্তা দূর করেন। তার সকল সমস্যার সমাধান সহজ ক'রে দেন, সংকট মুহূর্তে তার নিষ্কৃতির পথ বের ক'রে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করেন।

৫। যে ব্যক্তি সঠিক ঈমান-সহ সৎকর্ম সম্পাদন করবে, মহান আল্লাহ তাকে সুন্দর জীবন দান করবেন। তিনি বলেছেন,

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٩٧) سورة النحل

"পুরুষ ও নারী যে কেউই মু'মিন হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই সুখী জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" *(নাহলঃ ৯৭)*

হ্যাঁ, ঈমান মানবের বুকে প্রশান্তি দান করে, স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে। যা পেয়েছে তা নিয়েই সে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়। ধনের ধনী না হলেও মনের ধনী হয়ে সে সুখময় জীবনযাপন করে।

৬। প্রত্যেক সৎকর্মের জন্য ঈমান হল মৌলিক শর্ত। যে যত বেশি বা বড় ভালো কাজ করুক না কেন, সে যদি মু'মিন বা বিশ্বাসী না হয়, তাহলে তার কর্ম নিষ্ফল ও ব্যর্থ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا} (١١٢) طه

"যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে, তার কোন অবিচার ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চনার আশঙ্কা নেই।" *(ত্বা-হাঃ ১১২)*

{فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ} (٩٤)

"সুতরাং যদি কেউ বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করে, তবে তার কর্ম-প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না এবং নিশ্চয় আমি তা লিখে রাখি।" *(আম্বিয়াঃ ৯৪)*

{وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا}

"যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।" *(বানী ইস্রাঈলঃ ১৯)*

{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} (١٢٤) سورة النساء

"পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক, যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি (খেজুরের আঁটির পিঠে) বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।" *(নিসাঃ ১২৪)*

{مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} (٤٠) سورة غافر

"কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং স্ত্রী কিংবা পুরুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে অপরিমিত রুযী দান করা হবে।" *(মু'মিনঃ ৪০)*

{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا} (٢٣) سورة الفرقان

"আমি ওদের কৃতকর্মগুলির প্রতি অভিমুখ ক'রে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (স্বরূপ নিষ্ফল) ক'রে দেব।" *(ফুরক্বানঃ ২৩)*

{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} (١٠٥) سورة الكهف

"তুমি বল, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব তাদের, যারা কর্মে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ?' ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে ক'রে যে, তারা সৎকর্ম করছে। ওরাই তারা যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে; ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন ওজন রাখব না।" *(কাহফঃ ১০৩-১০৫)*

আমল কবুলের মূল ভিত্তি হল ঈমান ও তওহীদ। আমলকারীর মধ্যে শির্ক থাকলে তার আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٦٥) سورة الزمر

"তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত।" *(যুমার ঃ ৬৫)*

{ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٨٨) سورة الأنعام

"এ আল্লাহর পথ নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ দ্বারা পরিচালিত করেন, তারা যদি অংশী স্থাপন (শির্ক) করত, তাহলে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত।" *(আন্‌আম ঃ ৮৮)*

বলা বাহুল্য, কুফ্‌র বা শির্ক নেক আমলকে ধ্বংস ও নিষ্ফল ক'রে দেয়। যেমন ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ পূর্বকৃত সকল পাপকে মোচন ক'রে দেয়।

৭। ঈমান মু'মিনকে সরল পথ প্রদর্শন করে। মহান প্রতিপালক তাকে হকের সন্ধান দান করেন। সঠিক আমল করার তওফীক দান ক'রে থাকেন। সমস্যা ও সংকটে সঠিক পদক্ষেপ করতে প্রয়াস দান করেন। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ} (٩) سورة يونس

"নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে।" *(ইউনুস ঃ ৯)*

{مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

"আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না। আর যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।" *(তাগাবুন ঃ ১১)*

মু'মিনকে মহান আল্লাহ সফলতার পথ প্রদর্শন করেন। আর স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যাকে পথ দেখান, সে অবশ্যই সফল মানব।

পক্ষান্তরে তিনি কোন অবিশ্বাসীকে প্রকৃত সাফল্যের পথ দেখান না। তিনি বলেছেন,

{كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٨٦) سورة آل عمران

"ঈমানের পর ও রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে, (সে সম্প্রদায়কে) আল্লাহ কিরূপে সৎপথ প্রদর্শন করবেন? আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" *(আলে ইমরান ঃ ৮৬)*

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}

"এটা এ জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এই জন্য যে, আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।" *(নাহল ঃ ১০৭)*

বিপদাপদে মু'মিন ঈমান নিয়ে সান্ত্বনা পায় এবং ধৈর্য ধরার প্রেরণা পায়। পক্ষান্তরে নাস্তিক বা কাফের তা পায় না।

মু'মিন শোকে-দুঃখে-বিপদাপদে নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে, তাঁর প্রতি আশা ও আস্থা রাখে, তাঁর সওয়াবের লোভ রাখে। সুতরাং ঈমানের এই মিষ্টতা দুঃখ ও শোকের তিক্ততাকে অপসারণ করে।

পক্ষান্তরে কাফের নিজ তিক্ততায় ক্ষিপ্ত হয়, নিজ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়। না পায় সান্ত্বনা, আর না পায় কোন আশা-ভরসা। মহান আল্লাহ এই পার্থক্যের কথা কুরআনে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

{إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُـونَ وَكَـانَ اللّـهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (١٠٤) سورة النساء

"যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও, তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহর কাছে তোমরা যা আশা কর, তারা তা করে না। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(নিসা ঃ ১০৪)*

৮। ঈমানের একটি সাফল্য এই যে, ঈমান ভালোবাসা সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ মু'মিনকে ভালোবাসেন এবং সৃষ্টির মনে মু'মিনের প্রতি সম্প্রীতি প্রক্ষিপ্ত করেন। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} (٩٦) سورة مريم

"যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, পরম দয়াময় তাদের জন্য (পারস্পরিক) সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন।" *(মারয়্যাম ঃ ৯৬)*

অবশ্যই, স্বয়ং আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, সৃষ্টিও তাকে ভালোবাসবেন।

মু'মিনের ঈমান ও ঈমানী কর্মাবলীর কারণে আল্লাহ-ওয়ালা মানুষরা তাকে ভালোবাসবে, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবে। সে তাদের দুআ ও সমর্থন লাভ করবে, সেই সমাজে সে ইমামতি ও নেতৃত্ব লাভ করবে।

৯। ঈমানের গুণে ঈমানদারগণ ইহ-পরকালে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়, যেমন হন দ্বীনী ইলমের উলামাগণ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" *(মুজাদালাহ ঃ ১১)*

১০। ঈমানের ফলে মু'মিনদের জন্য ইহ-পরকালে রয়েছে ব্যাপক ও সার্বিক নিরাপত্তা। তারা ভীত-শঙ্কিত হবে না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} (٨٢)

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।" *(আন্আম ঃ ৮২)*

{وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (٤٨) سورة الأنعام

"রসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। সুতরাং যে ঈমান আনবে ও নিজেকে সংশোধন করবে, তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।" *(আন্আম ঃ ৪৮)*

তারা আগামী কোন বিপদের জন্য ভয় পাবে না এবং গত হওয়া কোন কর্মের জন্য তারা চিন্তিত হবে না।

মু'মিন ঈমানের মাহাত্ম্যে দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যাপক নিরাপত্তা লাভ করবে। দুনিয়াতে কোন গযব ও শাস্তির ভয় তাদেরকে গ্রাস করবে না এবং আখেরাতে আল্লাহর আযাব ও জাহান্নামের ত্রাস তাদেরকে সন্ত্রস্ত করবে না।

১১। ঈমানের ফলে মু'মিনরা সুসংবাদ লাভ ক'রে থাকে। শুভ খবর তাদেরকে আনন্দিত করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}

"মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও।" *(বাক্বারাহ ঃ ২২৩, তাওবাহ ঃ ১১২, ইউনুস ঃ ৮৭, স্বাফ ঃ ১৩)*

এ হল ব্যাপক সুসংবাদ। এতে রয়েছে বিলম্ব ও অবিলম্বের সার্বিক সুসংবাদ। আর বিশেষ সুসংবাদ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا} (٤٧) سورة الأحزاب

"তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মহা অনুগ্রহ রয়েছে।" *(আহযাবঃ৪৭)*

{لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٦٤) سورة يونس

"তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা।" *(ইউনুসঃ ৬৪)*

কী সে মহা অনুগ্রহ? কিসের সে সুসংবাদ ইহ-পরকালে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ} [فصلت: ٣٠ – ٣٢]

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' তারপর তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও; সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন।" *(হা-মীম সাজদাহঃ ৩০-৩২)*

{وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٥) سورة البقرة

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে (পৃথিবীতে অথবা জান্নাতে) পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত, এ তো তাই।' তাদেরকে পরস্পর একই সদৃশ ফল দান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সহধর্মিণীগণ রয়েছে, অধিকন্তু তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।" *(বাক্বারাহঃ ২৫)*

{يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١٢) الحديد

"সেদিন তুমি বিশ্বাসী নর-নারীদেরকে দেখবে, তাদের সামনে ও ডানে তাদের আলো প্রবাহিত হবে। (বলা হবে,) 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের; যার নিম্নে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।" *(হাদীদ ঃ ১২)*

ঈমান ও ইলমের আলোকে পৃথিবীতে পথ চললে সে আলোর চমক কাল পরকালেও পথ দেখাবে। আর সুসংবাদ মিলবে সাফল্যের, মহাসাফল্যের।

১২। ঈমানের অন্যতম উপকারিতা হল, মু'মিন সাফল্য লাভ করবে। যে সাফল্য সর্বশেষ অভীষ্ট। যে সাফল্যে লাভ হবে প্রত্যেক শঙ্কা থেকে নিরাপত্তা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা থেকে নিষ্কৃতি।

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের শুরুতেই মু'মিনদের কথা আলোচনা করার পর বলেছেন,

{أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٥) سورة البقرة

"তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।" *(বাক্বারাহ ঃ ৫)*

সুপথ প্রাপ্তি ও সাফল্যই তো প্রদর্শন করবে চির সুখের ঠিকানা। আর তা ঈমান ছাড়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

১৩। হৃদয়ে ঈমান থাকলে উপদেশ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। হক গ্রহণ ও বাতিল বর্জন মু'মিনের জন্য সহজ হয়ে যায়। ঈমানের চৈতন্য থাকলে হকের আলো লাভ করতে কোন বাধা থাকে না। পক্ষান্তরে যার বুকে ঈমান নেই, কোন উপদেশ তাকে উপকৃত করতে পারে না। সে থাকে অন্ধ হয়ে, কোন আলো অথবা কোন নিদর্শন তাকে পথ দেখাতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} (٥٥) سورة الذاريات

"তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে।" *(যারিয়াত ঃ ৫৫)*

{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ} (٧٧) سورة الحجر

"অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।" *(হিজ্‌র ঃ ৭৭)*

১৪। মু'মিনের সবটাই মঙ্গলই মঙ্গল। সর্বাবস্থায় সে মঙ্গলময়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((عَجَباً لأَمْرِ المُؤمن إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ ولَيسَ ذلِكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤْمِن : إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكانَ خَيراً لَهُ ، وإنْ أصَابَتْهُ ضرَاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً لَهُ)).

"মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।" *(মুসলিম ৭৬৯২নং)*

১৫। ঈমান মানুষকে বলিয়ান করে, ভয় ও বিপদের সময় আরো ঈমান বৃদ্ধি করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (١٧٣) سورة آل عمران

"যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।" *(আলে ইমরান ঃ ১৭৩)*

{وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} (٢٢) سورة الأحزاب

"মু'মিনরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন ওরা বলে উঠল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল তো আমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছিলেন।' এতে তো তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।" *(আহযাব ঃ ২২)*

১৬। ঈমান মানুষকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা দান করে। সঠিক ঈমানদার হলে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান রাখে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব দান করবেন; যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে---যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন---সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোন অংশী করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ (বা অবিশ্বাসী) হবে, তারাই সত্যত্যাগী। *(নূর ঃ ৫৫)*

{وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } (١٣٩) سورة آل عمران

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে সর্বোপরি

(বিজয়ী); যদি তোমরা মু'মিন হও।" *(আলে ইমরান ঃ ১৩৯)*

১৭। ঈমান মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সওয়াব লাভের কারণ হয়। তিনি বলেছেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (٢٩) الفتح

"ওদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের।" *(ফাত্হ ঃ ২৯)*

১৮। সঠিক ঈমান মানুষকে সর্বনাশী পাপাচরণে বাধা দান করে। প্রকৃত মু'মিন জঘন্য পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত হতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لاَ يَزْنِى الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ».

"কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।" *(বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ২১১নং, আসহাবে সুনান)*

যেহেতু পরিপূর্ণ ঈমান মু'মিনের আলো, সুতরাং কোন আলোকপ্রাপ্ত কোন কদাচরণে লিপ্ত হতে পারে না। পরিপূর্ণ মু'মিন হয় লজ্জাশীল। আর কোন লজ্জাশীল নির্লজ্জতায় জড়িত হতে পারে না। পরিপূর্ণ মু'মিন মহান প্রতিপালককে ভয় করে, আর যে তাঁকে ভয় করে, সে কোনদিন তাঁর অবাধ্যাচরণ করতে পারে না।

১৯। মু'মিন হয় উপকারী। মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার জন্য উপকারী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِى مَا هِىَ ».

"বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে, যার পাতা ঝরে না। সেটা হল (মু'মিন) মুসলিমের উপমা। তোমরা আমাকে বল তো, কী সেটা?"

সুতরাং লোকেরা মরু অঞ্চলের বৃক্ষসমূহের কথা ভাবতে লাগল। আর আমার মনে উদয় হল, সেটা হল খেজুর গাছ। কিন্তু তা বলতে আমি লজ্জা করলাম। অতঃপর সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, সেটা কোন্ গাছ?' তিনি বললেন, "সেটা হল খেজুর গাছ।" *(বুখারী ১৩১, ৬১২২, মুসলিম ৭২৭৬নং)*

তিনি আরো একটি উদাহরণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ : لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ

يَقرَأُ القُرآنَ كَمَثلِ الرَّيحَانَةِ : ريحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثلِ الحَنْظَلَةِ : لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ)).

"কুরআন পাঠকারী মু'মিনের উদাহরণ হচ্ছে ঠিক বাতাবী লেবুর মত; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক খেজুরের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ তো নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট। (অন্যদিকে) কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধিময় (তুলসী) গাছের মত; যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক মাকাল ফলের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত।" *(বুখারী ৫০২০, মুসলিম ১৮৯৬নং)*

লক্ষণীয় যে, উক্ত হাদীসে চার শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে ঃ-

এক ঃ যে নিজের জন্য ভালো এবং অপরের জন্যও ভালো। আর সে হল সেই মু'মিন, যে কুরআন পড়ে এবং তার কাছে দ্বীনের জ্ঞান আছে। যার দ্বারা সে নিজে উপকৃত হয় এবং পরের জন্যও উপকারী হয়। সে যেখানেই থাকে, সেখানেই বর্কতময় হয়।

দুই ঃ যে নিজের জন্য ভালো, তবে অপরের জন্য উপকারী হতে পারে না। আর সে হল সেই মু'মিন, যার কাছে কুরআন ও শরয়ী ইল্ম নেই। কিন্তু তবুও সে ভালো, যেহেতু সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

আর এই দুই শ্রেণীরই মু'মিন হল সৃষ্টির সেরা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} (٧) سورة البينة

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।" *(বাইয়িনাহ ঃ ৭)*

তিন ঃ যে মন্দ, তবে তার মন্দ দ্বারা অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

চার ঃ যে মন্দ এবং তার মন্দ দ্বারা অন্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এ হল নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} (٦) سورة البينة

"নিশ্চয় আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা দোযখের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম।" *(বাইয়িনাহ ঃ ৬)*

এতদ্সত্ত্বেও যারা অপর মানুষের ক্ষতি করে, অপরকে আল্লাহর পথে আসতে বাধাদান করে, হকপথে ফিরতে এবং বেহেশ্তের পথে চলতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তারাই হল অশান্তি সৃষ্টিকারী ও সবার চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। তাদের শাস্তিও তাই অনুরূপ বর্ধমান হতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ}

"আমি অবিশ্বাসীদের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।" *(নাহলঃ ৮৮)*

বলা বাহুল্য, উপকারিতার সকল দিক রয়েছে ঈমান আনয়নের মধ্যে এবং অপকারিতার সকল দিকে রয়েছে ঈমানকে অস্বীকার ও বর্জন করার মধ্যে।

অনুরূপ এ কথাও জানা গেল যে, মু'মিনদের মধ্যে তারতম্য ও পার্থক্য আছে। সবাই এক পর্যায়ের মু'মিন হয় না। কেউ পরিপূর্ণ, কেউ অসম্পূর্ণ। কারো ঈমান সবল, কারো ঈমান দুর্বল।

যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعيفِ وَفِي كُلٍّ خَيرٌ)).

"(দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।" *(মুসলিম ৬৯৪৫নং)*

যেমন তিনি বলেছেন,

((الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ، أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّـذِي لا يُخَـالِطُ النَّاسَ ، وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ)).

"যে মু'মিন মানুষের মাঝে মিশে তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে, সেই মু'মিন ঐ মু'মিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে লোকেদের সাথে মেশে না এবং তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে না।" *(আহমাদ ৫০২২, তিরমিযী ২৫০৭, ইবনে মাজাহ ৪০৩২, সহীহুল জামে' ৬৬৫১ নং)*

তবুও জানতে হবে, প্রত্যেক মু'মিনের মাঝেই কল্যাণ আছে।

এইভাবে ঈমানের আরো কত শত উপকারিতা আছে, যা সীমাবদ্ধ নয়। যার কোন উপকারিতা লাভ হয় দ্রুত, কিছু লাভ হয় দেরিতে।

ঈমান মানুষের দেহ-মনের জন্য উপকারী, শান্তি ও সুখের জন্য উপকারী। দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী। বৈয়াক্তিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক সকল জীবনের ক্ষেত্রে ফলদায়ক।

সেই ঈমানের উপমা একটি উৎকৃষ্ট বৃক্ষ; যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। যা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব সময়ে ফল দান করে। *(ইব্রাহীমঃ ২৪-২৫)*

প্রাণরক্ষার সফলতা

মহান সৃষ্টিকর্তা সারা সৃষ্টি রচনার পর মানব সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফল হতে হলে অবশ্যই মানবের প্রাণ রক্ষার অতি প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে তার বংশ রক্ষার।

প্রাণই তো আসল। তা না হলে ঈমান-জ্ঞান-মান-ধন কিসের ভিত্তিতে অবশিষ্ট থাকবে? সুতরাং প্রাণ রক্ষার তাকীদে বিধান এসেছে ইসলামে।

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} (٣٢) سورة المائدة

"এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল।" *(মায়িদাহ ঃ ৩২)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ».

"তিন ব্যক্তি ছাড়া 'আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথায় সাক্ষ্যদাতা কোন মুসলিমের খুন (কারো জন্য) বৈধ নয়; বিবাহিত ব্যভিচারী, খুনের বদলে হত্যাযোগ্য খুনী এবং দ্বীন ও জামাআত ত্যাগী।" *(বুখারী ৬৮৭৮, মুসলিম ৪৪৬৮-৪৪৭০নং আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

একান্ত অনিবার্য কারণ ব্যতীত মায়ের পেটে ভ্রূণ হত্যা করাও নিষিদ্ধ ইসলামে।

প্রাণ ও দ্বীন বাঁচানোর তাকীদেই জিহাদ ফরয করা হয়েছে ইসলামে। যেমন খুনের বদলে খুন (ক্বিস্বাস)এ রয়েছে মানুষের জীবন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٧٩) سورة البقرة

"হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসে (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৭৯)*

জীবনের ব্যথা-বেদনা যতই হোক, আত্মহত্যাকে ইসলাম বৈধ করেনি। যেহেতু প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা যার নেই, প্রাণ নষ্ট করার অধিকারও তার নেই।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)).

"যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ৩১৩নং প্রমুখ)*

প্রাণ রক্ষার তাকীদেই এমন সকল জিনিস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়েছে ইসলামে যার ফলে বিলম্বে বা অবিলম্বে মানুষকে মরণের দিকে টেনে নিয়ে যায়। মাদকদ্রব্যাদি সেবন নিষিদ্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ হল প্রাণ বাঁচানোর পরোক্ষ তাকীদ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢٩) سورة النساء

"তোমরা আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" *(নিসাঃ ২৯)*

প্রাণকে হিফাযত করার তাকীদেই ইসলাম মুসলিমকে সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত রোগীর কাছে যেতে বারণ করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((.... وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ)).

"তোমরা কুষ্ঠরোগী হতে দূরে থেকো; যেমন বাঘ হতে দূরে পলায়ন কর।" *(বুখারী ৫৭০৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)).

"চর্মরোগাক্রান্ত উটের মালিক যেন সুস্থ উট দলে তার উট না নিয়ে যায়।" *(বুখারী ৫৭৭১, মুসলিম ৫৯২২নং)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١٩٥) سورة البقرة

"তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না।" (বাক্বারাহ ঃ ১৯৫)

ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যেমন রয়েছে সম্ভ্রম বাঁচানোর তাকীদ, তেমনই তাতে রয়েছে প্রাণ বাঁচানোর তাকীদ। যেহেতু তাতে নানা সর্বনাশী রোগ হয়।

তালাক ও বৈধব্যের জন্য ইদ্দত পালনে রয়েছে তারই তাকীদ। নচেৎ সাথে সাথে বিবাহ ও স্বামী-সহবাস হলে নারীর ক্ষতির আশঙ্কা আছে।

মহিলার জন্য একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে রয়েছে তারই তাকীদ।

অনেকটা যেন কম্পিউটারের মতো; তার ইউএসবিতে অপরিচিত ফ্লাশ দিলেই ভাইরাস-আক্রান্ত হয়!

প্রাণ রক্ষার তাকীদেই ইসলাম নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করাকেও বৈধতা দান করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ}

"তোমাদের কী হয়েছে যে, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে না? অথচ তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" *(আন্‌আমঃ ১১৯)*

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٧٣) سورة البقرة

"নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবেহ কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" *(বাক্বারাহঃ ১৭৩)*

কেবল প্রাণ রক্ষাই বিরাট সাফল্য নয়। বরং সুস্থ ও নিরাপদ জীবন লাভ করাই বিরাট সাফল্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا (بحذافيرها).

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে প্রতি দিনের খাবার আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে।" *(তিরমিযী ২৩৪৬, ইবনে মাজাহ ৪১৪১নং)*

নিরাপদ জীবন না হলে, সে জীবনের সুখ কোথায়? নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়, এমন জীবনের সাফল্য কোথায়?

তাই প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে অন্য মুসলিমকে নিরাপদে বাস করতে দেয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ)).

"আমি কি তোমাদেরকে 'মুমিন' কে---তা বলে দেব না? (প্রকৃত মুমিন হল সেই), যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি, যার জিব ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হল সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত পাপাচরণকে হিজরত (বর্জন) করে।" *(আহমাদ ৬/২১, হাকেম ২৪, ত্বাবারানী ১৫১৯১, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান , সিলসিলাহ সহীহহাহ ৫৪৯নং)*

প্রাণটা রক্ষা না পেলে ঈমানই বা থাকবে কোত্থেকে? জ্ঞান, মান, ধনই বা আসবে কোন্ কাজে?

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ জীবন লাভ করাই সাফল্য নয়। সাফল্য হল কল্যাণময় নিরাপদ দীর্ঘ জীবন লাভ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((خَيرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ)).

"সর্বোত্তম মানুষ সেই ব্যক্তি, যার বয়স দীর্ঘ হয় এবং আমল সুন্দর হয়।" *(তিরমিযী ২৩২৯নং)*

জ্ঞান-সাফল্য

বহু মানুষ বুদ্ধি ও জ্ঞানে সাফল্য লাভ ক'রে থাকে। তাছাড়া এই জ্ঞান-বুদ্ধির কারণেই তো মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এই জন্যই ইসলামে জ্ঞানের লালন করতে বলা হয়েছে এবং জ্ঞানশূন্য ক'রে দেয় এমন সকল বস্তু ভক্ষণ করাকে হারাম করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٩٠) سورة المائدة

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(মায়িদাহ ঃ ৯০)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ)).

"মদ হল যাবতীয় অশ্লীলতার প্রধান এবং সবচেয়ে বড় পাপ। যে ব্যক্তি তা পান করে, সে (নেশার ঘোরে) নিজ মা, খালা ও ফুফুর সাথে ব্যভিচার করে!" *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৩৩৪৫নং)*

((الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً)).

"মদ যাবতীয় নোংরামির মূল। যে কেউ তা পান করবে, তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। (যে ব্যক্তি তার মূত্রথলিতে ঐ মদের কিছু পরিমাণ রাখা অবস্থায় মারা যাবে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে এবং) যে কেউ তা নিজ পেটে রেখে মারা যাবে, সে জাহেলী যুগের মরণ মরবে।" *(ত্বাবারানী ১৫৪৩, দারাক্বুত্বনী ৪/২৪৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৯৫নং)*

আবূ দারদা ﷺ বলেন, আমাকে আমার বন্ধু ﷺ বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন যে,

((لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ)).

"তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না---যদিও (এ ব্যাপারে) তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে, তার উপর থেকে (আল্লাহর)

দায়িত্ব উঠে যায়। আর মদ পান করো না, কারণ মদ হল প্রত্যেক অমঙ্গলের (পাপাচারের) চাবিকাঠি।" *(ইবনে মাজাহ ৪০৩৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৫৯নং)*

হৃদয়ের দরজায় যখন ক্রোধ অথবা আবেগ প্রবেশ করে, তখন বিবেক-বুদ্ধি তার জানালা দিয়ে পলায়ন করে। ক্রোধ হল এমন ঝড়, যা জ্ঞানের বাতি নিভিয়ে ফেলে। এই জন্য মহানবী ﷺ-এর বিশেষ উপদেশ হল, "তুমি রাগ করো না।" *(বুখারী ৬১১৬নং)*

আবেগ নিয়ন্ত্রণ ক'রে বিবেক প্রয়োগ করা জ্ঞানীর কাজ। যেহেতু বিবেক মানুষকে সত্যের পথ দেখায় আর আবেগ পথভ্রষ্ট করে।

খেয়ালখুশী মানুষকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করে, হক গ্রহণে বাধাদান করে এবং ন্যায় বিচারে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেই জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা দাঊদ ﷺ-কে বলেছিলেন,

{يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (٢٦) سورة ص

"হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, করলে এ তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে থাকে।" *(স্বাদ ঃ ২৬)*

শেখ সা'দী বলেছেন, "বুদ্ধি প্রবৃত্তির হাতে সেই মতো বন্দী, যে মতো কোন পুরুষ থাকে বেশ্যার হাতে।"

ফিরিশ্তার জ্ঞান আছে, প্রবৃত্তি নেই। জন্তুর জ্ঞান নেই, প্রবৃত্তি আছে। মানুষের জ্ঞান আছে, প্রবৃত্তিও আছে। সুতরাং যার প্রবৃত্তি সংযত ও জ্ঞান আলোকিত, সে ফিরিশ্তার ন্যায়। পক্ষান্তরে যার জ্ঞান পরাভূত এবং প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল, সে পশুর ন্যায়। *(তাফসীর কুশাইরী ৫/৩৭৮)*

ইবনে আত্বা বলেছেন, 'যে ব্যক্তির প্রবৃত্তি তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে এবং অস্থিরতা ধৈর্যশীলতাকে পরাজিত করে, সে লাঞ্ছিত হয়।' *(যাম্মুল হাওয়া ২৭পৃঃ)*

অন্ধ ভালোবাসা ও অন্ধভক্তি মানুষকে ন্যায়-অন্যায় দেখার ও বেছে নেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। অনুরূপ কুপ্রবৃত্তি ও মনের খেয়ালখুশী মানুষকে অন্ধ ও গোঁড়া ক'রে তোলে। আর তা হলে সে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা সাফল্যের পাহাড়-চূড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হয় না।

জ্ঞানিগণ বলেছেন, 'প্রবৃত্তি জ্ঞান-বুদ্ধিকে প্রবঞ্চিত করে, সঠিকতা থেকে দূরে রাখে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সুস্থতা থেকে পীড়া-দুর্বলতার দিকে এবং স্বচ্ছতা থেকে অস্বচ্ছতার দিকে বের ক'রে নিয়ে যায়। সুতরাং তখন সে অন্ধাবস্থায় দর্শন করে এবং বধিরাবস্থায় শ্রবণ করে।'

অনেকে বলেছেন, 'বুদ্ধিমত্তার আলোকে মানুষ সব কিছু দর্শন ক'রে থাকে। সুতরাং যার বুদ্ধিমত্তা খেয়ালখুশী থেকে নিরাপদ থাকে, সে প্রত্যেক জিনিসকে তার প্রকৃত অবস্থায় দর্শন করতে পারে। পক্ষান্তরে যার মন খেয়ালখুশীর অনুসারী, সে প্রত্যেক জিনিসকে নিজের মতো ক'রে দর্শন করে।'

ইবনে দুরাইদ বলেছেন, 'বুদ্ধিমত্তার আপদ হল কুপ্রবৃত্তি। সুতরাং যার বুদ্ধিমত্তা তার কুপ্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হয়, সে পরিত্রাণ লাভ করে।' *(সাবীলুল হুদা ৩/৩৪)*

মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশী যখন তার জ্ঞানের মাথা খায়, তখন কোন দলীল-প্রমাণ কাজে আসে না, কোন যুক্তি তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। আর তখন সে নিজেরটা ছাড়া অন্যেরটা ভালো মনে করে না, নিজের বুঝটাকেই সঠিক ধারণা করে এবং তার ফলে সে সত্য ও সরল পথ থেকে দূরে সরে যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥٠) سورة القصص

"অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।" *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ৫০)*

প্রকৃত জ্ঞানী ও সফল বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যার বুদ্ধিমত্তা তার প্রবৃত্তির উপর এবং যার ধৈর্যশীলতা তার অস্থিরতার উপর বিজয়ী হয়। কোন অন্ধ প্রেম ও প্রলোভন তাকে প্রলুব্ধ করতে এবং তুচ্ছ কোন কাজ তাকে ব্যস্ত করতে পারে না।

সম্মান-সাফল্য

মানুষের ইজ্জত-সম্মান লাভে সফলতা একটি বড় সফলতা। এমনিতে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব।

'শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোন গ্লানি!'

কিন্তু মানুষ নিজ কর্মদোষে নিজের মধ্যে গ্লানি আনয়ন করে এবং নিজেকে কলুষিত করে। নিজের সম্মান নিজে নষ্ট করে।

তাই ইসলাম বিধান দিয়েছে আত্মশুদ্ধির। আত্মশুদ্ধির মাঝে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ ক'রে সম্মানের মহাসাফল্য লাভ করতে পারে।

তদনুরূপ বিবাহের মাধ্যমে নিজেকে চারিত্রিক অপবিত্রতা ও নোংরামি থেকে নির্মল রাখতে পারে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي)).

"যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করে, অতএব বাকী অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৭৬৪৭, ৮৭৯৪, সঃ জামে' ৬১৪৮নং)*

এ ছাড়া অনৈতিক কোন কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়লে মানুষ নিজের মান-সম্ভ্রম হারিয়ে বসে। চরিত্র হারিয়ে মানুষ নিম্নগামী হয়।

এই জন্য ইসলাম বলেছে, 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না।' কারণ তাতে মানুষের চরিত্রে দাগ পড়ে। তার শাস্তি ভোগ ক'রেও মানহারা হয়। জনগণের সামনে অবিবাহিত ব্যভিচারী যুবক-যুবতীকে ১০০ বেত্রাঘাত করা হয়। আর তাতে অপমানে তারা প্রচন্ড লাঞ্ছিত হয়। আর বিবাহিত হলে তো সরকার তাদেরকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে।

মান রক্ষার তাকীদেই ইসলাম মুসলিমকে ব্যভিচারের কোন ভূমিকায় পদক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে।

নারী-পুরুষ যেন নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।
তারা যেন একে অপরের প্রতি সকাম দৃষ্টিপাত না করে।
মহিলা যেন যথার্থ পর্দানশীন হয়। মাথায় খোঁপা না বাঁধে।
গোপন অলঙ্কারের শব্দ যেন প্রকাশ না করে।
মোহনীয় কণ্ঠে পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপ না করে।
বেগানা নারীপুরুষে যেন একাকিত্ব বা নির্জনতা অবলম্বন না করে।
তারা যেন একে অন্যের দেহ স্পর্শ বা মুসাফাহাহ না করে।

মহিলা যেন স্বামী বা এগানা পুরুষ ছাড়া একাকিনী সফর না করে।

বেগানা পুরুষদের মাঝে যেন নিজের দেহ বা পোশাকের সুবাস বিতরণ না করে।

গোসলের আম জায়গায় (সমুদ্র, নদী বা পুকুর ঘাটে) যেন গোসল না করে।

পরস্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্য অথবা দেহাঙ্গ-সৌষ্ঠবের কথা যেন নিজ স্বামীর কাছে না বলে।

হ্যাঁ, ব্যভিচারের এ সকল ভূমিকা থেকে দূরে থাকতে পারলে মহিলা ইভটিজিং ও ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। ব্যভিচারের অবতরণিকায় পা না রাখলে অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা-ঘটিত নানা মান-সম্মান নষ্টকারী কর্মকান্ড থেকে রক্ষা পেয়ে প্রত্যেক নারী-পুরুষ চারিত্রিক সাফল্যলাভ করতে পারে।

যে বিকৃত যৌনাচারী সমকামিতা অথবা পশুগমনে অভ্যাসী, তারা এত নিকৃষ্ট যে, তাদের তো এ সুন্দর ধরাতে বেঁচে থাকার অধিকারই নেই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ ».

"যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।" *(তিরমিযী ১৪৫৫, ইবনে মাজাহ ২৫৬৪, হাকেম ৮০৪৯, বাইহাক্বী ১৭৪৯১, ১৭৪৯২, সহীহুল জামে' ৬৫৮৮নং)*

চরিত্রহীন সমকামীদের ব্যাপারে নির্দেশ হল,

« مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ».

"তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেলো।" *(আহমাদ ২৭৩২, আবূ দাউদ ৪৪৬৪, তিরমিযী ১৪৫৬, ইবনে মাজাহ ২৫৬১, বাইহাকী ১৭৪৭৫, সহীহুল জামে' ৬৫৮৯নং)*

লম্পট তো চরিত্রহীনই, তার আবার মান-সম্মান কিসের? তেমনি মান-সম্মান নেই মেড়া পুরুষের, যে পরকালে জান্নাতী হতেও পারবে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثُ...)).

"তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তাদের প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং দাইয়ূস (মেড়া) পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।) *(আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈ ২৫৬২, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

ইসলামে মান-সম্মানের গুরুত্ব আছে বলেই পর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং ৮০ চাবুক তার শাস্তি নির্ধারণ করেছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤) سورة النـور

"যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।" *(নূর ঃ ৪)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الرِّبا اثْنان وَسَبْعُونَ بَاباً أدْنَاهَا مِثْـلُ إتْيـانِ الرَّجُـلِ أُمَّـهُ . وَإنَّ أرْبَـى الرِّبَـا اسْـتِطالَةُ الرَّجُلِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ)).

"সূদ (খাওয়ার পাপ হল) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সূদ হল নিজ (মুসলিম) ভাইয়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৭১৫১, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৭১নং)*

নিশ্চয়ই, এ সংসারে যার মান-সম্ভ্রম উচ্চ, যার চরিত্রে কলঙ্কের কোন দাগ নেই, সমাজের মানুষ যাকে সচ্চরিত্রতার কারণে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, সে একজন সফল মানব।

ধন-সাফল্য

মানুষের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস এই মাল। দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হয় এই জিনিসকে। ইসলামে রয়েছে এই ধনরক্ষার নানা বিধান।

বলা বাহুল্য ধন-সাফল্য বিশাল সাফল্য। তবে তাতে কিছু শর্ত আছে। যেমন ঃ-

১। ধন হালাল পথে উপার্জিত হতে হবে।

যেহেতু মহানবী ﷺ সাহাবী কা'ব ﷺ-কে বলেছিলেন,

((يا كعب بن عجرة ! إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت)).

"হে কা'ব বিন উজরাহ! সে মাংস কোন দিন বেহেশ্ত প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে।" *(দারেমী ২৭৭৬নং)*

"--- হে কা'ব বিন উজরাহ! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।" *(সহীহ তিরমিযী ৫০১নং)*

অতএব যে ধনী হারাম উপায়ে ধনোপার্জন করেছে, চুরি-ডাকাতি ক'রে, সূদ-ঘুস খেয়ে, আমানতে খিয়ানত ক'রে, অবৈধ ব্যবসা ক'রে, মাদকদ্রব্য বা নারীদেহের ব্যবসা ক'রে ধনপতি হয়েছে অথবা অন্য কোন নিষিদ্ধ উপায়ে অর্থোপার্জন ক'রে বড়লোক হয়েছে, তাকে সফল ধনী বা ধন-সাফল্য বলা যায় না।

২। যথানিয়মে তার হক আদায় করতে হবে।

অর্থাৎ, যেভাবে সেই ধন ব্যয় করতে ধনী আদিষ্ট, তা ব্যয় করতে হবে। পরিজনের যথাযথ হক আদায় করতে হবে। নিয়মিত ওশর-যাকাত আদায় করতে হবে। তা না করলে সে ধন অবৈধ ধনে পরিণত হয়ে যাবে।

৩। বিধেয় ও বৈধ পথে তা ব্যয় করতে হবে।

অর্থাৎ, কোন অবৈধ পথে ব্যয় করা যাবে না এবং বৈধ পথেও তাতে অপচয় বা অপব্যয় করা যাবে না।

৪। ধনদাসে পরিণত হওয়া যাবে না।

ডঃ মুস্তফা সিবাঈ বলেন, 'যার জীবন অপেক্ষা তার মালধন অধিক প্রাধান্যযোগ্য সে একজন আহাম্মক। যার মান-সম্মান অপেক্ষা তার মালধন অধিক প্রাধান্যযোগ্য সে একজন নিকৃষ্ট। যার জাতি ও দেশ অপেক্ষা তার মালধন অধিক প্রাধান্যযোগ্য সে একজন সমাজ-বিরোধী। আর যার ধর্ম অপেক্ষা তার মালধন অধিক প্রাধান্যযোগ্য সে একজন এমন লোক যার হৃদয়কে আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত দেওয়া যাবে।'

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ)).

"ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, লাঞ্ছিত হোক! তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে তা বের করতে না পারুক।" *(বুখারী ২৮৮৭, মিশকাত ৫১৬১নং)*

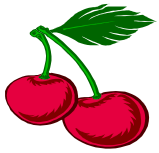

সার্বিক সাফল্যের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা

কিছু নীতি আছে, যা অবলম্বন করলে সাফল্য অর্জন সহজ হয়ে যায়। নিম্নে তার কিছু উল্লিখিত হল।

১। মনছবি

সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির সাধ। সাধ-সাধ্য-সাধনা, তবেই পুরবে বাসনা। সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষা, বাসনা ও স্পৃহা মনের মধ্যে জাগরূক না থাকলে সাফল্যের নাগাল পাওয়া সুকঠিন।

মনের মাঝে সাফল্যের মনছবি প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমি ক্লাশের ফার্স্ট হতে চাই।

আমি প্রসিদ্ধ ডাক্তার হতে চাই।

আমি বড় আলেম হতে চাই।

আমি বড় সাহিত্যিক হতে চাই।

আমি বড় ধনী হতে চাই। ইত্যাদি

মনের ভিতরে সেই সাধের ছবি তৈরি থাকলে সেই অনুযায়ী সাধনা কাজ করবে এবং সাধ্যাধীন হলে অবশ্যই সাফল্যকে শিকার করা যাবে।

সাফল্যের লক্ষ্যস্থল নির্ণয় করতে হবে। নচেৎ লক্ষ্যহীন সাধনায় ফললাভ সম্ভব নয়। যেমন অজানা গন্তব্যস্থলের দিকে পদযাত্রা নিরুদ্দেশ বা উন্মাদের আচরণ। কবি বলেছেন,

'এসেছি, তবে জানি না আমি এসেছি কোথা হতে,
চোখের সামনে পথ দেখেছি চলিতেছি সেই পথে।
এমনি ভাবে চলতে র'ব ইচ্ছে আমার যত,
কোথায় যাব তাও জানিনে পথই বা আর কত?'

মনের গতি যদি এমন হয়, তাহলে সাফল্যের রাজ্যে পদার্পণ করার স্বপ্ন কেবল নিদ্রার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

হ্যাঁ, যে জিনিসের স্বপ্ন আপনি দেখতে পারেন, সে জিনিসকে বাস্তবে আপনি লাভ করতে পারেন। সুতরাং শুরু করার আগে প্রত্যেক কর্মের মনছবি প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

মনছবি তৈরি করুন। মনের মাঝে সাফল্যের বিরাট আকাঙ্ক্ষা জাগরিত রাখুন। মনকে প্রতিশ্রুতি দিন যে, আপনি সাফল্য পাবেনই। সফলতা অবশ্যই আপনার পদচুম্বন করবে।

আর খবরদার! মনের ভিতরে দুর্বলতা আনবেন না, সন্দেহ, সংশয় ও দ্বিধা আনবেন না, ব্যর্থতার আশঙ্কা এনে মনকে শঙ্কিত করবেন না। নচেৎ সাফল্য আপনাকে ধরা দেবে না।

আপনি মনের মাঝে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারেন যে, আপনি সফল, তাহলে আপনি সফল। আর যদি আপনার মন আপনাকে বলে, আপনি বিফল, তাহলে আপনি বিফল।

'এই সংসার সুখের কুটী,
যার যেমন মন তেম্নি ধন,
মনকে কর পরিপাটী।'

মানুষের মন অনুযায়ী মহান সৃষ্টিকর্তা ফল দিয়ে থাকেন। মানুষ যে নিয়ত করে, সে নিয়ত অনুযায়ী নিজ কর্মের ফলাফল প্রাপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ} (١٤٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যে কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইবে আমি তাকে তা হতে (কিছু) প্রদান করব এবং যে কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইবে আমি তাকে তা হতে প্রদান করব। আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব। *(আলে ইমরান ঃ ১৪৫)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا}

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। *(সূরা ইসরা' ১৯ আয়াত)*

{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (٣٩) سورة النجم

অর্থাৎ, মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে। *(সূরা নাজ্‌ম ৩৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। সে আমাকে ভালো ধারণা করলে ভালো পাবে। আর মন্দ ধারণা করলে মন্দ পাবে।" *(সহীহুল জামে' ১৯০৫নং)*

সে ছাত্র কোনদিন সফল ছাত্র হতে পারে না, যতদিন না তার মনে সফলতার প্রবল ইচ্ছা বাসা বেঁধেছে। সে ব্যক্তি কোনদিন সফল হতে পারে না, যতদিন না সাফল্য লাভের লোভ তার মনকে লোভাতুর ক'রে তুলেছে।

পঞ্চম খলীফা উমার বিন আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমার আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন। আমীর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করলে আমীর হয়ে গেলাম। রাজকন্যা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করলে ফাতেমা বিন্তে আব্দুল মালেককে স্ত্রীরূপে লাভ করলাম। খলীফা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করলে খলীফা হলাম। এখন আমি

জান্নাতী হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। আশা করি আমি তাও হতে পারব।' *(উয়ূনুল আখবার ১/৯৯, অফিয়াতুল আ'য়ান ২/৩০১)*

২। লক্ষ্য স্থির করা

আপনি আপনার জীবনের লক্ষ্য স্থির করুন। আপনার জানা থাকা দরকার,

আপনি কে?

আপনি কোথায় ছিলেন?

আপনি এ ধরাধামে কেন এসেছেন?

আপনি কি নিজে এসেছেন, নাকি আপনাকে পাঠানো হয়েছে?

আপনার জীবন কি ইহকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, নাকি মরণের পরেও অনন্তকালের জীবন আছে?

আপনি মুসলিম হলে অবশ্যই বিশ্বাস করেন, মরণের পর অনন্তকালের একটি জীবন আছে। ইহকালের জীবনে কেউ দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না। আর পরকালের জীবনকে সুন্দর ও সুখের করার ব্যবস্থা ইহকালেই নিতে হবে।

তাহলে আপনার লক্ষ্য হবে, পরকালের সুখী জীবন। আর সেই সাথে ইহকালেরও সুখী জীবন।

আমরা প্রার্থনায় নিত্য কামনা ক'রে থাকি,

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।'

পরন্তু যদি দুটি জীবনের মধ্যে একটি জীবনে সফল হতে হয়, তাহলে আপনি কোন্‌টিকে প্রাধান্য দেবেন? সত্তর-একশ' বছরের জীবনকে, নাকি অনন্ত কালের জীবনকে?

একটাকে বিক্রয় ক'রে যদি অন্যটাকে ক্রয় করতে হয়, তাহলে নিশ্চয় আপনি জ্ঞানী হলে দুনিয়াকে বিক্রয় ক'রে আখেরাতকে ক্রয় করবেন।

দুটোর মধ্যে একটার এখতিয়ার দেওয়া হলে, নিশ্চয় আপনি ক্ষণস্থায়ী জীবনকে বর্জন ক'রে চিরসুখের জীবনকে প্রাধান্য দেবেন।

তবুও আপনার টার্গেট হোক, উভয় জীবনের সুখ। লক্ষ্যস্থল হোক, উভয় জীবনের সাফল্য।

পার্থিব জীবনে সুখী হতে হলে মানবের পঞ্চপ্রয়োজনে আপনাকে অভাবমুক্ত থাকতে হবে। আর পঞ্চপ্রয়োজন সঠিকভাবে সংরক্ষিত হলে আপনি পারলৌকিক জীবন সুখের হবে।

সুতরাং আপনার জীবনের প্রথম লক্ষ্য হোক সাফল্যের জন্য পড়াশোনা করা। আর তাতে সাফল্য লাভ ক'রে আপনি কী হতে চান, তা নির্ধারণ করুন। দুনিয়ার সাফল্যমূলক কোন্ কর্ম আপনার লক্ষ্য, তা নির্ণয় করুন। আপনি ডাক্তার হয়ে, নাকি আলেম হয়ে, নাকি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সফল হতে চান, তা ঠিক করুন এবং আপনি আপনার মনের খাতায় সে কথা লিপিবদ্ধ করুন।

অভিজ্ঞগণ বলেছেন, কাগজের খাতায় লিপিবদ্ধ উদ্দেশ্য ৯০ শতাংশ পূর্ণ হয়। উদ্দেশ্য লেখা থাকলে তা পূরণের জন্য মানুষ বেশি সচেষ্ট ও উদ্যোগী হয়। লেখা দেখে ও পড়ে উদ্দেশ্য সাধনে মানুষ বেশি মনোযোগী হয়।

আপনি আপনার জীবনের মহান লক্ষ্য স্থির করুন। তাহলে আপনি আপনার জীবনের অর্থ বুঝতে পারবেন। আপনার সম্মুখে চলার পথ স্পষ্ট হয়ে যাবে। জীবনে বেঁচে থাকার স্বাদ অনুভব করবেন এবং জীবন আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হবে না।

লক্ষ্যই আপনার সেই চ্যানেল, যার মাধ্যমে আপনি লাভ করবেন অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্যম।

লক্ষ্যই আপনাকে প্রত্যহ সকালে ঘুম থেকে উঠতে তাকীদ করবে, বিছানা ত্যাগ ক'রে কর্মস্থলে যেতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং যথেষ্ট সময়ই তাতে ব্যয় করতে বাধ্য করবে।

লক্ষ্যই হল আপনার সেই ইন্ধন, যেখান থেকে আপনি আপনার কর্মে শক্তি, সামর্থ্য, স্ফূর্তি, সক্রিয়তা ও সজীবতা লাভ করতে থাকবেন।

লক্ষ্যহীন মানুষ জীবজন্তুর মতো জীবনধারণ করে। যেহেতু তার লক্ষ্য কেবল আহার করা ও নিদ্রা যাওয়া। লক্ষ্যহীন জীবন অনুর্বর ভূমির মতো, যাতে কোন উদ্ভিদ জন্মে না।

লক্ষ্যস্থল ঠিক রেখে তাতে প্রচেষ্টার তীর অবিরাম নিক্ষেপ করতে থাকুন। জিত আপনার হবেই।

বল খেলার ময়দানে খেলতে নেমে গোলপোস্টটা খেয়াল রেখে বলে কিক করতে থাকুন। অবশ্যই আপনি গোল করতে পারবেন।

লক্ষ্য স্থির হলে তবেই আপনি আপনার সাফল্য অর্জনে সাহস পাবেন, বীরত্ব ও দুর্দমতা পাবেন। নির্ভিক পদক্ষেপ করবেন।

লক্ষ্যস্থল একাধিক হওয়াতে দোষ নেই। সকল সম্ভাব্য লক্ষ্যেই আপনি পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

পরকালের জীবনের সাথে ইহকালের লক্ষ্য, উভয় জগতে জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্য আপনার স্থির থাক। তবে পরকালের উপর ইহকালকে প্রাধান্য দেবেন না। পরকাল যেন আপনার গৌণ বিষয় না হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে আপনি আপনার পেশাকে নেশায় পরিণত করুন। ঠিক একদিন আপনি আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবেন।

সামাজিক কর্মের লক্ষ্যস্থল ঠিক রাখুন, যাতে আপনি আপনার পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও দেশ গড়তে সক্ষম ও সফল নাগরিক হন।

মানব-জীবনের লক্ষ্য বহুমুখী হতে পারে। আশার কি কোন শেষ আছে? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। লক্ষ্যস্থলই জীবনকে গতিশীল ও কর্মময় ক'রে তোলে।

জীবনের বিভিন্ন স্তরে লক্ষ্য পরিবর্তনে দোষ নেই। কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য---প্রত্যেক স্তরে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য হতে পারে।

মহান লক্ষ্যই আপনাকে আপনার জীবনের সকল পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ফলদান করতে পারে।

লক্ষ্য ঠিক থাকলে সাফল্য একদিন আসবেই। শত বিফলতার পরেও সাফল্য অর্জন করা কোন উপকথা বা রূপকথার কাহিনী নয়।

৩। পরিকল্পনা ও সুকৌশল

সাফল্যের লক্ষ্য স্থির হয়ে তার মনছবি প্রস্তুত হলে তা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা চাই। বিনা পরিকল্পনায় যেমন একটি নির্মাণকাজ সুদৃঢ় ও সফল হতে পারে না, তেমনি যে কোনও সাফল্য লাভের কাজ পরিকল্পনাবিহীন হলে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

জীবনের লক্ষ্যপথে চলার পরিকল্পনা, কীভাবে চললে অভীষ্ট লাভ হবে, কীভাবে করলে সাফল্য অর্জন হবে, তার সুচিন্তিত পদ্ধতি গ্রহণ এবং কর্ম-প্রণালীর নকশা তৈরি করা কাজ শুরু করার পূর্বে জরুরী। নচেৎ পরিকল্পনাহীন কাজে ব্যর্থতা অনিবার্য।

অভিজ্ঞগণ বলেছেন, 'বিফল মানুষ দুই শ্রেণীর; এক শ্রেণীর মানুষ করার ভাবনা-চিন্তা করে কাজ না ক'রে বিফল হয়। আর অন্য শ্রেণীর মানুষ চিন্তা-ভাবনা না ক'রে কাজ করার ফলে বিফল হয়।'

'পরিকল্পনার অসফলতা, অসফলতারই এক পরিকল্পনা।'

'কোন কাজে যার নিজস্ব পরিকল্পনা নেই, তার সাফল্য অনিশ্চিত।'

পরিকল্পনার সাথে সাথে কৌশল অবলম্বনও আবশ্যক। ঠিক সেই পথ ও মাধ্যম অবলম্বন করা জরুরী, যাতে সাফল্যের নিশ্চয়তা আছে। যেমন হরিণ শিকার করতে জঙ্গলে যেতে হবে, মাছ শিকার করতে পানিতে। ডাঙায় বসে কুমীর দর্শন হয়, শিকার হয় না।

আরবী কবি বলেছেন,

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها * إن السفينة لا تجري على اليبس

পরিত্রাণ পেতে চাহ, চল না তার পথে,
পানির জাহাজ কভু চলে না ডাঙ্গাতে।

৪। অনুরাগ ও আসক্তি

যে কাজ আপনি করবেন, তার প্রতি আপনার অনুরাগ ও আসক্তি চাই। সে কাজ যেন আপনার ঘাড়ে চাপানো কোন দায়িত্ব না হয়। অতঃপর যখন সেটা আপনি করবেন, তখন এক প্রকার তৃপ্তি অনুভব করবেন। সে কাজ করতে কোন কষ্ট হলেও আপনি তাতে কোন প্রকার কষ্টবোধ করবেন না। কারণ, আপনি সে কাজকে খুব ভালোবাসেন।

জ্ঞানিগণ বলেছেন, 'যে কর্তব্য আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, তা শেষ পর্যন্ত আনন্দের উৎস হয়। তাই কোন কাজ শুরু করতে হলে শুরু করতে হয় একটি জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। অল্প আগুন যেমন অনেক উত্তাপ দিতে পারে না, তেমনি দুর্বল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কোন মহৎ সিদ্ধিলাভ করা যেতে পারে না।

জীবনের রহস্য এই নয় যে, আপনি আপনার পছন্দনীয় কাজটি করবেন; বরং যে কাজই করবেন, তা পছন্দ করবেন।

জীবনে যেটা চেয়েছেন, সেটা যদি না পান, তাহলে যেটা পেয়েছেন, সেটাকেই জীবনের চাহিদা বানিয়ে নিন।'

পক্ষান্তরে যে কাজ আপনি করেন, তা করতে যদি নিজেকে ছোট বোধ করেন, তাহলে তাতে কোন প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা নেই। বরং মনে রাখতে হবে,

'জীবিকার নাই উচ্চ বা নীচ, কোন কাজ নয় হীন,
আলস্য পাপ, তাই সঞ্চিত পুণ্যেও করে ক্ষীণ।'

ওই দেখুন না,

'জাল কহে, পঙ্ক আমি উঠাব না আর,
জেলে কহে, মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।'

সুতরাং সকলের উচিত, সাফল্যের জন্য নিজ নিজ কর্ম, জীবিকা ও পেশাকে খুব ক'রে ভালোবাসা।

'অন্নের লাগি মাঠে
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের ফসল ফলে।'

৫। বাস্তবিকতা

সাফল্য লাভের বাস্তব পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। কেবল খেয়াল ও কল্পনার জগতে সাফল্যের রঙিন স্বপ্ন নিয়ে পড়ে থাকায় লাভ নেই। বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ও সংকল্প মানুষকে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে সহযোগিতা করে। আকাশ-কুসুম অবাস্তব কল্পনার জগতে থেকে সাফল্যের সোনার হরিণ ধরা যায় না। খেয়ালী পোলাও খাওয়া যায়, কিন্তু তাতে তৃপ্তি হয় না, পেট ভরে না, ক্ষুধা যায় না। অসম্ভব আশা ও দুরাশা নিরাশা ছাড়া আর কী দিতে পারে?

যার বাসনা ও কামনা অবাস্তব দীর্ঘ ও বিশাল হয়, তার কর্ম মন্দ হয়। আর যার কর্ম মন্দ হয়, তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ ও পন্ড হয়।

৬। নমনীয়তা বা নম্যতা

সাফল্য লাভের পথে বহু জায়গায় নমনীয়তা স্বীকার করার প্রয়োজন পড়বে। সে ক্ষেত্রে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে তা স্বীকার করার জন্য। কারণ আপনি আপনার মতো পথ চলবেন, তা নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হলে করতে হবে, তবেই সাফল্যের নাগাল পাবেন।

না না, আমি ঈমান ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্যাগ স্বীকার করার কথা বলছি না, এটা তো সম্ভবই নয়। আপনার অর্থ, আরাম-আয়েশ, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদির ব্যাপারে কিছু ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হবে। কিছু পেতে হলে কিছু তো দিতেই হবে---এ রীতি তো চিরন্তন। সুতরাং ব্যথা-বেদনা ও বিপদ-দুর্ঘটনার সময় নিজেকে স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখতে হবে।

সাফল্য অর্জনের পথে যে কোন পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক জ্ঞান করতে হবে। পথ পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়লে পরিবর্তন করতে হবে। আর সে নতুন পথকেও সাফল্যের পথ বলেই অবলম্বন করতে হবে। প্রাপ্তিতে টক এলেও তা মিঠা শরবতে দিয়ে পান করতে হবে।

পথ চলতে শুধু সামনেই তাকালে হয় না, প্রয়োজনে পিছন ফিরেও দেখতে হয়। জীবনে উঁচুতে উঠতে হলে একটু নিচুতে নামতে হয়।

পিঠ বাঁকানো ছাড়া পাহাড়ে ওঠা সম্ভবই নয়। মহৎ কিছু করতে গেলে কখনো কখনো এক-আধটুকু আঘাত সহ্য করতে হয় বৈকি। জীবন-ঝড়ে কখনো কখনো নুয়ে পড়তে হয়। আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয় সাফল্যের আশায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ الَّتِى لاَ يُصِيبُهَا شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ».

"মু'মিনের উদাহরণ হল নরম ফসলের মত, বাতাস তা হিলাতে-দুলাতে থাকে। মু'মিন বিপদগ্রস্ত হয় (আবার উঠে দাঁড়ায়)। পক্ষান্তরে (কাফের) মুনাফিকের উদাহরণ হল 'আরযা' (বিশাল সীডার) গাছের মত। তা বাতাসে হিলে না। কিন্তু (ঝড়ে) ভেঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(বুখারী ৭৪৬৬, মুসলিম ৭২৭৩নং)*

৭। ঝুঁকি

সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ফুল-বিছানো পথ কাউকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারে না। জীবন চলার পথে পড়ে আছে অসংখ্য পাথর। এতে আপনার চলার গতি যেন থেমে না যায়। বরং পাথরগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তৈরি করুন সাফল্যের সিঁড়ি।

আপনি সাফল্য অর্জনের পথে চলবেন, আর তাতে ঝুঁকি থাকবে না? কোন বাধা আসবে না, এমন হতে পারে না। অতএব আপনি হবেন সেই অদম্য উৎসাহী মানুষের মতো, যে 'আসুক যত বাধা পথে, হারবে না সে কোন মতে।' আর

'একটি কথা ভেবে বলুন, কোন্ পথে নেই ঝুঁকি?
জীবন চলার পথে ঝুঁকি সবখানে দেয় উঁকি।'

যে জাহাজ মহাসমুদ্রে যাত্রা করে, তার ঝড়ের মুখে পড়ার ঝুঁকি আছে। কিন্তু যে জাহাজ বন্দরে থাকে, সে জাহাজেরও ধীরে ধীরে মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যাবার ঝুঁকি থাকে। ঝুঁকি না নিয়ে বিজয় লাভ হয় না। বাস দুর্ঘটনায় লোক মরছে দেখে যদি কেউ বাসে না চড়ে, ট্রেন দুর্ঘটনায় মানুষ মরছে দেখে যদি কেউ ট্রেনে না চড়ে, সে চালাক হতে পারে। কিন্তু বহু লোক বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় মারা যেতে দেখে যদি কেউ বিছানায় না শোয়, তাহলে তাকে আপনি কী বলবেন?

লোকে বলে, 'কামার লোহা চুরি করে' তবুও অস্ত্র গড়তে হবে। বলে, 'স্বর্ণকার স্বর্ণ চুরি করে' তবুও অলংকার গড়াতে হবে।

প্রত্যেক ব্যবসাতে যে লাভই হবে এবং নোকসান হবে না, সে কথার নিশ্চয়তা নেই। সাফল্য অনুসন্ধানের পথে ঝুঁকি আসবেই, দুঃখ-কষ্ট আসবেই। কিন্তু গৌরবলাভের পথে কষ্ট বড় মিষ্ট।

সাফল্য লাভ করতে হবে ঝুঁকির মধ্য দিয়েই, বিপদ ও বাধা উল্লংঘন করেই। শান্ত সমুদ্রে কখনো সুদক্ষ নাবিক হওয়া যায় না।

মধু পেতে হলে মৌমাছির হুল খেতে হয়। যারা মধুচোর, তারা মৌমাছিকে বশ করেই মধু আহরণ করে।

'বিফলতা আমাদের অকেজো করে, কিন্তু জীবনে যারা জয়ী হয়েছে, বিফলতার উপর ভিত্তি করেই তাদের সৌভাগ্যের প্রাসাদ রচিত।'

নিশ্চয় শুনে থাকবেন, বিদ্যুতের আলো ইত্যাদি আবিষ্কারকারী বিজ্ঞানী ১৮০০ বার তাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবুও তিনি নিরাশ হননি, পিছু হটেননি। পরিশেষে এই বিশাল উপকারী জিনিসটি আবিষ্কার করতে সফল হয়েছিলেন।

ব্যর্থতার ঝুঁকি মাথায় রেখেই চেষ্টার পর চেষ্টা চালিয়ে গেলে তবেই সাফল্যের তালা খোলা যায়। মনে রাখবেন, একমাত্র সেই ব্যর্থ হয় না, যে কর্ম করে না। আপনি ব্যর্থ না হলে কখনই সফল হবেন না। ব্যর্থতা হল সফলতার সুযোগ ও অভিজ্ঞতা। ব্যর্থতাকে ভয় পাবেন না। ব্যর্থ প্রয়াসকে পুনরায় সফল করতে পিছপা হবেন না। ব্যর্থতা হল সাময়িক পরাজয়, যা সাফল্য সৃষ্টি করে।

ব্যর্থতাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। ব্যর্থ লোকেরাই ব্যর্থতাকে ভয় পায়। ব্যর্থতার সিঁড়ি বেয়েই সফলতার চূড়ায় পৌঁছনো সম্ভব হয়।

যে পতনকে ভয় করে, সে কোন দিন জয়লাভ করতে পারে না। কোন কোন অসফলতা সফলতার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে এবং সফলতার চাইতে অসফলতাই মানুষকে অধিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। অতএব নির্ভয়ে কবির ভাষায় বলুন,

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে,
মাঝে মাঝে তুফান মেলে---
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না।'

সৎ লোক ৭ বার বিপদে পড়লেও আবার ওঠে, কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একেবারেই নিপাত হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ الَّتِى لاَ يُصِيبُهَا شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ».

"মু'মিনের উদাহরণ হল নরম ফসলের মত, বাতাস তা হিলাতে-দুলাতে থাকে। মু'মিন বিপদগ্রস্ত হয় (আবার উঠে দাঁড়ায়)। পক্ষান্তরে (কাফের) মুনাফিকের উদাহরণ হল 'আরযা' (বিশাল সীডার) গাছের মত। তা বাতাসে হিলে না। কিন্তু (ঝড়ে) ভেঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(বুখারী ৭৪৬৬, মুসলিম ৭২৭৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ».

"সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা প্রিয়তর ও ভালো। অবশ্য উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে উপকার আছে তাতে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অক্ষম হয়ে বসে পড়ো না। কোন মসীবত এলে এ কথা বলো না যে, '(হায়) যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে এরূপ হতো। (বা যদি আমি এরূপ না করতাম, তাহলে এরূপ হতো না।)' বরং বলো, 'আল্লাহ তকদীরে লিখেছিলেন। তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।' (আর তিনি যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন; যদিও তুমি তা বুঝতে না পার।) পক্ষান্তরে 'যদি-যদি না' (বলে আক্ষেপ) করায় শয়তানের কর্মদ্বার খুলে যায়।" *(আহমাদ ৮৭৯১, ৮৮২৯, মুসলিম ৬৯৪৫, ইবনে মাজাহ ৭৯, সহীহুল জামে' ৬৬৫০ নং)*

অসফলতা মানে ঘুরে দাঁড়াবার প্রস্তুতি। বিফলতা দুর্বলদের পথ-সমাপ্তি, কিন্তু সবলদের পথের শুরু।

পরাজয় মানেই সমাপ্তি নয়, যাত্রা একটু দীর্ঘ হওয়া মাত্র।

ব্যর্থতা একটু ঘুর-পথ। পথের শেষ নয়। এর ফলে সাফল্যে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু পরাজয় ঘটে না। আমাদের ভুলগুলি আমাদের অভিজ্ঞতাকেই সমৃদ্ধ করে।

'আসছে পথে আঁধার নেমে তাই বলে কি রইবি থেমে
বারে বারে জ্বালবি বাতি হয়তো বাতি জ্বলবে না,
তাই বলে তোর ভীরুর মত বসে থাকা চলবে না।'

বলা বাহুল্য, পথ চলতে চলতে পড়ে যাওয়াটা মানুষের বিফলতা নয়, বিফলতা হল যেখানে সে পড়ে যায়, সেখানেই পড়ে থাকাটা।

'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে,
বারেক হতাশ হয়ে কে কোথায় মরে?
বিপদে পতিত তবু ছাড়িব না হাল,
আজিকে বিফল হলে হতে পারে কাল।'

নিশ্চয় আপনি সকল বিপদ ও বাধায় আশায় বুক বেঁধে বলতে পারেন,

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে,
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।'

নিশ্চয়ই অন্ধকার স্থায়ী হয় না। অন্ধকারের পর আলো আসে। তাই রাত-দিন হয়। সূর্য ডোবে বলেই সকাল হয়। সুতরাং রাত্রির অন্ধকার দেখে আপনি ভয়

করবেন না, কারণ রাত্রির অন্ধকারের পর আপনার জন্য একটি সুন্দর দিন অপেক্ষা করছে।

আকাশের মেঘের ঘনঘটা দেখে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। কারণ সময় হলে মেঘ সরে যাবে।

'মেঘ দেখে কেউ করিস্‌নে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে।'

অনেক সময় এমনও হতে পারে, সাফল্যের নাগাল দূর মনে হয়ে আপনি নিরাশ হয়ে যাবেন। দুর্নাম রটেছে বলে অথবা অন্য কোন সাময়িক কারণে হয়তো আপনি আর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবেন না, হয়তো আপনি আর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারবেন না ধারণা হবে। হয়তো আপনি ঘুরপথে ফিরে আসতে চাইবেন, বিফলতা লক্ষ্য ক'রে হয়তো আপনি আপনার বই-পত্র বিক্রয় করতে চাইবেন, আপনার যন্ত্রাদি ও গবেষণাগার বিক্রয় করতে চাইবেন, আপনার সাফল্যের সকল মাধ্যম থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইবেন। কিন্তু কবি আপনাকে আশা দিয়ে বলেছেন,

'শীতে ফুলের গাছ গেছে শুকাইয়া,
পাতাগুলি সমুদয় পড়েছে ঝরিয়া।
করো না করো না ভাই তাহারে ইন্ধন,
ভিতরে দেখহ তার মধুর কেমন।
বহিবে অচিরে যবে বসন্তের বায়,
হাসিবে গোলাপ তার শাখায় শাখায়।
গৌরবে তাহার হবে কানন উজ্জ্বল,
ভাবিও না আজি তার জীবন বিফল।
অন্তর নয়নে দেখ, ভিতরের রূপ।
বাহির দেখিয়া শুধু হয়ো না বিরূপ।'

৮। অগ্রাধিকার

সফল ব্যক্তিবর্গ কেবল একটাই কাজ করেন না। সুতরাং বিভিন্ন কাজের ভিড় জমলে তাঁরা সেই কাজটাকে আগে করেন, যেটা আগে করা দরকার। সেই কাজটা তাঁদের কাছে গুরুত্ব পায় না, যেটা করলে লাভ আছে। বরং তাঁরা সেই কাজকে অগ্রাধিকার দেন, যা না করলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তাঁরা সর্বদা অপেক্ষাকৃত লাভ-ক্ষতির খতিয়ান দেখে কাজ করেন। যে কাজটা আগে করা জরুরী সে কাজটা আগে করেন, তারপর তার পরেরটা, তারপর তার পরেরটা।

জীবনের একাধিক লক্ষ্য হলে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে সর্বপ্রথম পৌঁছতে সচেষ্ট হন। বড় লক্ষ্যের আগে ছোটগুলির দিকে মন দেবেন না। নচেৎ বড় ছেড়ে ছোট লক্ষ্যের পিছনে দৌড় দিলে এমনও হতে পারে, তাতেই আপনার জীবন ফুরিয়ে যাবে।

বিদ্বানগণ বলেন, 'যে ব্যক্তি ছোট ছোট লক্ষ্যগুলির প্রতি নিজ মনোযোগিতা ব্যয় করে, সে ব্যক্তি সেই সব উল্লেখযোগ্য কোন লক্ষ্যে পৌঁছনোর পূর্বেই নিজের আয়ু ক্ষয় ক'রে বসে। যেমন তিমি সমুদ্রের ছোট ছোট সার্ডিন মাছের পিছনে মনোযোগ রেখে ছুটতে থাকে। যে মাছের দল ছুটতে থাকে উপকুলের দিকে। অবশেষে উপকুলের বালিতেই আটকে পড়ে জীবন নষ্ট ক'রে ফেলে।

বলা বাহুল্য, একটার পর একটা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছনোর চেষ্টায় নিরত হন। ছোটগুলির প্রতি মন দিলে পরে দিতে পারেন।

অনেক সময় কোন কাজ অসম্ভব মনে হলে সফল ব্যক্তি যা অতি প্রয়োজনীয় কাজ তা দিয়ে শুরু করেন, তারপর যা সম্ভবপর তা শুরু করেন, অবশেষে দেখা যায় যে, অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

'এক পা দুই পা করি ধীরে ধীরে অগ্রসরি
করে নর অতি উচ্চ গিরি উল্লঙ্ঘন।'

সফল ব্যক্তি আজকে যে কাজ করা জরুরী, সে কাজ কালকের জন্য অবশিষ্ট রাখেন না। দীর্ঘসূত্রতা তাঁর কাজে বাধ সাধতে পারে না। কারণ দীর্ঘসূত্রতা ও অলসতা বিফলতার সিংহদ্বার।

৯। উন্নতির আগ্রহ

করণীয় কাজের জন্য গর্ববোধ থাকলে সেই কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। নিজ কর্মে ভালোবাসা থাকলে উৎপাদন ভালো হয়। প্রত্যেক কর্মের মধ্যে কর্মীর দক্ষতা ও মনোভাবের ছায়া থাকে। তা দেখলেই অনুমান করা যাবে, কর্মীর কাজে আগ্রহ ছিল কি না?

যে কাজই করুন, তার মধ্যে আপনার আগ্রহ থাকা উচিত। মনকে বাধ্য ক'রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে কাজে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় তাতে সাফল্য লাভ।

সাফল্যের মান যেমনই হোক, যদি তাতে আপনার আগামী কাল আজকের মতো হয়, তাহলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত। যদি আপনার আগামী কাল গতকালের মতো হয়, তাহলে আপনি ব্যর্থ, আর যদি আপনার আগামী কাল অধিক ভালো হয়, তাহলে আপনি আপনার কর্মকে ভালোবাসেন, আপনি অগ্রগতি ও উন্নতি পছন্দ করেন এবং আপনি সফল।

কবি বলেছেন,

'আগে চল্ আগে চল্ ভাই,
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে কী ফল ভাই।'

মনে রাখবেন, কাজের ভিতরে উন্নতির লোভ থাক। কিন্তু তাতে যেন 'রিয়া' এসে বাসা না বাঁধে। তাতে যেন সুখ্যাতি, সুনাম ও প্রসিদ্ধির লোভ না থাকে। নচেৎ জানেন তো, কর্মটাই আপনার বিফল যাবে।

১০। আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা

প্রত্যেক যুদ্ধের জন্য বীরত্ব আবশ্যক। সফলতার জীবন-যুদ্ধ তার থেকে আলাদা কিছু নয়। তাতেও প্রয়োজন প্রচন্ড সাহস ও বীরত্বের। দরকার আত্মবিশ্বাস ও সকল ভয়কে জয় করার সুদৃঢ় সংকল্প।

একজন মু'মিন মানুষের মাঝে থাকে মহাশক্তিমান আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ ভরসা। এই ভরসাই তাকে পথ দেখায়, এই ভরসাই তার চলার পথে আলো দেখায়, এই ভরসাই তাকে শক্তি ও সাহস যোগায়।

আত্মবিশ্বাস মানুষকে সাফল্যের স্বপ্ন দেখায়। কর্ম তা বাস্তবে পরিণত করে। আত্মবিশ্বাসই গাড়ির ইন্ধন, যা সফলতার গন্তব্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর করে।

সুতরাং সাফল্যের জন্য আত্মবিশ্বাস ও তার অনুভব একান্ত জরুরী জিনিস। সকল বাধাকে উল্লংঘন করার সাহসিকতা ও মানসিক প্রস্তুতি অবশ্যই প্রয়োজন। জীবন-সফরে ভয় আসতে পারে, মনে ভয় হতে পারে, সেটা ভীরুতা নয়। ভীরুতা হল আমরণ অশ্বারোহী না থেকে বিজয়ের আশা ত্যাগ করা।

আপনি হয়তো জানেন না, আপনার মাঝে কী কল্যাণ আছে? আপনিও কোন বিষয়ে চরম সাফল্য অর্জন করতে পারেন। আপনি নিজেকে চিনুন এবং সে সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করুন এবং সাফল্যের দুয়ারের কড়া নাড়ুন।

আপনার মধ্যে যে প্রতিভাগুলি আছে, তার লালন করুন। যে পরিবেশে তার যথার্থ প্রতিপালন ও বাড়-বাড়ন্ত হতে পারে সেখানে গিয়ে বাসা বাঁধুন। সাফল্যের পাখি আপনার জীবন-বৃক্ষে বাসা বাঁধবে।

অবশ্য কর্মের শুরুতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তার জন্য সৎ সাহসের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে আল্লাহ-ভরসা ও অন্যের অনুপ্রেরণার।

পথ চলতে চলতে অন্ধকারে আপনি সাহস হারিয়ে ফেলবেন না। বিশ্বাস রাখুন, আলোর সন্ধান পাবেনই।

দুর্বল হয়ে বসে যাবেন না বা ভেঙ্গে পড়বেন না। কারণ মনের দিক দিয়ে যে দুর্বল, কর্মক্ষেত্রেও সে দুর্বল।

আর আপনি যদি জ্ঞানী হন, তাহলে মনে রাখুন, জ্ঞানী লোকেরা কখনো পরাজয়ের পর নিরাশ হয়ে অলসভাবে বসে থাকে না। তারা চেষ্টা করে পরাজয়ের ফলে যে ক্ষতিটা হয়ে গেছে, তা পূরণ করতে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, 'সাধ থাকলে সাহস এসে যায়।' সুতরাং সাফল্যের প্রতি আপনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে অবশ্যই সাহসশূন্য ও নিরুৎসাহ হয়ে ঝিমিয়ে যাবেন না। আর বিজ্ঞদের পরামর্শ মনে রাখবেন, 'পরাজয়কে মেনে নিলে তুমি পরাজিত। মনে যদি তোমার সাহস না থাকে, তবে জেতার আশা করো না। যদি মনে দ্বিধা থাকে তুমি পারবে কি না, তাহলে মনে রেখো তুমি হেরেই গেছ। হারবে ভাবলে, হার তোমার হবেই। কারণ সাফল্য থাকে মনের ইচ্ছা শক্তিতে, মনের কাঠামোতে। যদি ভাব অন্যদের তুলনায় তোমার কাজের মান নিচু, তাহলে তুমি নিচেই থাকবে। যদি তুমি ওপরে উঠতে চাও, তাহলে নিজের মনে সংশয় রেখো না। জীবনযুদ্ধে সব সময় বলবান ও দ্রুতগামীরা জেতে না, যে আত্মবিশ্বাসে অটল, সে আজ হোক, কাল হোক, জিতবেই। আত্মবিশ্বাসই প্রত্যেক সফলতার প্রধান কারণ।'

১১। আশাবাদিতা

আশাবাদী মানুষ চারিদিক অন্ধকারের মাঝে আলো দেখতে পায়। পক্ষান্তরে যে আশাবাদী নয়, সে চারিদিক আলোর মাঝে অন্ধকার দেখতে পায়।

জীবনে সাফল্য, হৃদয়ে প্রশান্তি ও সুখলাভের একমাত্র মাধ্যম হল আশাবাদিতা। আশাই মানুষকে বাঁচার প্রেরণা দেয়, আশাই মানুষকে উচ্চতার দিকে উড্ডীন করে।

পক্ষান্তরে নিরাশাবাদিতা হল বুদ্ধির ক্ষয়রোগ। মনের মাটিতে সাফল্যের চারা গাছকে ধীরে ধীরে নষ্ট ক'রে ফেলে।

অবশ্য আশাবাদিতার মানে এই নয় যে, আপনি বাস্তবকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করবেন; বরং আশাবাদিতা হল হতাশার অন্ধকার অগ্রাহ্য ক'রে আশার আলো জ্বালিয়ে আপনি কাজের পথে অগ্রসর হবেন।

আশাবাদিতা মানে সর্বদা ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করা। আশাবাদিতা মানে ঘটনার নেতিবাচক ব্যাখ্যা না করা।

'আমি পারব না। আমার দ্বারা হবে না। আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আমার ভাগ্য মন্দ। আমার কপালে সাফল্য নেই। আমার কষ্ট ঘুচবে না।' ইত্যাদি নেতিবাচক কথা মাথায় না রেখে এর বিপরীত কথাকে মনে-মগজে স্থান দিতে হবে। 'আমি পারব। আমার দ্বারা হবে। আমি ধ্বংস হয়ে যাব না। আমার ভাগ্য মন্দ নয়। আমার কপালে সাফল্য আছে। আমার কষ্ট ঘুচবে ইন শাআল্লাহ।'

একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। এক সংসারে জমজ ভাই ছিল। তাদের মধ্যে একজন কিশোর ছিল আশাবাদী, সর্বদা ইতিবাচক চিন্তা করত, ইতিবাচক কথা বলত। দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসকে সুন্দর বলত। কোন জিনিসের মধ্যে সুন্দর-অসুন্দর উভয়ই থাকলেও সে তার সুন্দর দিকটা দেখে মুগ্ধ হতো।

পক্ষান্তরে অপর কিশোরটি ছিল সহোদরের বিপরীত। সে ছিল নিরাশাবাদী এবং সর্বদা নেতিবাচক চিন্তা করত ও নেতিবাচক কথা বলত। দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসকে অসুন্দর বলত। কোন জিনিসের মধ্যে সুন্দর-অসুন্দর উভয়ই থাকলেও সে তার অসুন্দর দিকটা দেখে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হতো।

একদা তাদের পিতামাতা উভয়কে একটি ক'রে উপহার দিল। নিরাশাবাদী তার উপহারের প্যাকেট খুলে দেখল, তাতে রয়েছে ল্যাপটপ। তা দেখে তার খুশী হওয়ার কথা। কিন্তু না। সে তার নেতিবাচক চিন্তাধারা নিয়ে বলতে লাগল, 'এটা ভালো নয়। এর রঙটা বিশ্রী। এটা ভেঙ্গে যাবে। এটা দামী নয়। আমি এ উপহার পছন্দ করি না। অমুকের বাবা এর থেকে ভালো উপহার আনে।' ইত্যাদি।

আশাবাদী কিশোরটি তার উপহারের প্যাকেট খুলে দেখল, তাতে রয়েছে ঘোড়ার খাবার। সে তা হাতে নিয়ে খুশীতে বাতাসে উড়াতে লাগল এবং সহাস্যে বলতে লাগল, 'আমি জানি, তোমরা আমাকে ধোঁকা দেবে না। নিশ্চয় ছোট্ট ঘোড়ার বাচ্চা আমার জন্য লুকিয়ে রেখেছ।'

নিঃসন্দেহে আশাবাদী ও ইতিবাচক ব্যক্তিত্বরাই সুখের সন্ধান পায়, সাফল্যের নাগাল পায়। মন্দের ভালো দিকটা দেখে তার মাধ্যমেই বিজয়ের সুসংবাদ শোনার চেষ্টা করে এবং পরিশেষে সে বিজয়ী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আশাবাদী নিজের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি সুধারণা রাখে। আর সুধারণা রাখলে সেই মতো সুফল লাভ করে। যেমন মহান আল্লাহর প্রতি যে সুধারণা রাখে, সে তাঁকে সেই রূপ পায় এবং যে কুধারণা রাখে, সে ধ্বংস হয়। হাদীসে কুদসীতে আছে, মহান আল্লাহ বলেন,

((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي)).

'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে।' *(বুখারী ৭৮০৫ নং, মুসলিম ৭ ১২৮নং)*

'বান্দা যদি আমাকে ভালো ধারণা করে, তাহলে আমি (তার জন্য) ভালো। আর সে যদি আমাকে মন্দ ধারণা করে, তাহলে আমি (তার জন্য) মন্দ।' *(সিঃ সহীহাহ ১৬৬৩নং)*

বলা বাহুল্য, আশাবাদী হয়ে কর্মের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

প্রথম স্থান অধিকার করার আশায় পড়াশোনায় মন দিতে হবে পড়ুয়াকে।

বেশী লাভের আশায় ব্যবসায় মন দিতে হবে ব্যবসায়ীকে।

জয়ী হওয়ার আশায় নেমে পড়তে হবে জীবন-যুদ্ধে।

একজন মু'মিন কোন জিনিসে অশুভ ধারণা করে না। কারণ তা শির্ক। অবশ্য শুভ ধারণা ক'রে কর্মে অগ্রসর হয়। তাঁর ভরসা থাকে নিজ প্রতিপালকের উপর। তাঁর কাছেই আস্থা রাখে সকল সাফল্যের।

অতএব আল্লাহর কাছে আশা রেখে, তাঁর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রেখে, সকল বাধা লংঘন ক'রে সাফল্যের রাজ্য জয়লাভ করতেই হবে আপনাকে। অবশ্যই আপনি সফল হবেন। অবশ্যই আপনি 'সফল মানব'।

১২। ভালোবাসা ও সম্প্রীতি

সাফল্যের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় ভালোবাসা। মানুষকে ভালোবাসা। অবশ্য অবৈধ প্রণয়ের কথা বলছি না। মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতির কথা বলছি।

পরিবেশের মানুষকে ভালোবাসলে সুপরামর্শ পাওয়া যায়।

পরিমন্ডলের মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করলে উৎসাহ পাওয়া যায়।

চারিপাশের মানুষকে ভালোবাসলে সহযোগিতা পাওয়া যায়।

আর যে কোন সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন অপরের সুপরামর্শ, উৎসাহ ও সহযোগিতার। আর তা ভালোবাসা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়।

আমাদের মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ)).

"তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? (তা হচ্ছে) তোমরা আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।" *(মুসলিম ২০৩নং)*

সে সাফল্যের লাভ কী, যে সাফল্যের কথা শুনে অপরে আনন্দ পাবে না। যে সাফল্যের খুশীতে অন্যে শরীক হবে না ?

১৩। উদ্যম ও সাধনা

মহান প্রতিপালক বলেছেন,

{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (٣٩) سورة النجم

"আর এই যে, মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে।" *(নাজ্‌ম ঃ ৩৯)*

সাধ-সাধ্য-সাধনা, তবেই পুরবে বাসনা। সাফল্য অর্জনের পথে অবিরাম সাধনা চাই। সাধ ১ শতাংশ থাকলেও সাধনা চাই ৯৯ শতাংশ।

আরবী কবি বলেছেন,

لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

অর্থাৎ, তুমি গৌরবকে খেজুর ভেবো না, যা তুমি ভক্ষণ করবে। তুমি মুসব্বর (ঘৃতকুমারী) না চাঁটলে গৌরবে পৌঁছতেই পারবে না।

নৌকা ডাঙ্গায় সাজিয়ে রাখার জন্য নয়, পানিতে নামিয়ে তরঙ্গের সাথে যুদ্ধের জন্য। জীবনটাও তাই। জীবনে যুদ্ধ আছে। কর্মচেষ্টাই তার যুদ্ধ। তার জন্য লেখাপড়া করাও যুদ্ধ।

জীবনটাই কষ্ট দিয়ে ঘেরা। আশা তা চাপা রাখে। আর কর্ম আশা পূরণ করে। যে কষ্ট করে, সে একদিন ইষ্টলাভ করে। যে তার পালঙ্গের কষ্ট সহ্য করতে পারে, সে আরামে ঘুমায়।

পারবেন না কষ্ট স্বীকার করতে? পারবেন না সাফল্য অর্জনের পথে আঘাত ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে? না, অসম্ভব কিছু নয়। আঘাত-খাওয়া মানুষই পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে। যে মানুষ দিনের পর দিন আঘাত খেয়ে অপমান সহ্য ক'রেও জীবন-যুদ্ধে নির্বিচল থাকে, অসম্ভবকে সম্ভব সেই করতে পারে।

একদা সম্ভব অসম্ভবকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় বাস কর?' অসম্ভব উত্তরে বলল, 'অক্ষমের স্বপ্নে।'

শিকারী কষ্ট আপনাকে তাড়া করে, আপনাকে তার চাইতে বেশি দৌড় দিতে হবে। যেহেতু 'শিকার শিকারীর চাইতে বেশি জোরে দৌড় দেয়। কারণ শিকারী দৌড়ে খাদ্যের প্রয়োজনে। আর শিকার দৌড়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।'

কষ্ট করলে দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করা যায়। কারণ পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।

পরিশ্রম ছাড়া ধূলির ধরায় সুখ লাভ হয় না। আমরা যা কিছু ভোগ করি, তা কারো না কারোর কঠিন পরিশ্রমের ফল। এত শত-সহস্র বিলাস সামগ্রী ব্যবহার ক'রে আজ আমরা কত সুখে আছি, তার আবিষ্কার ও উৎপাদনে অনেক জ্ঞানীগুণী কঠোর পরিশ্রম ক'রে গেছেন। তাঁরা যদি অলস হয়ে আরামে বসে থাকতেন, তাহলে আমরা আজ কষ্টভোগ করতাম।

'পরিশ্রমে ধন আনে পুণ্যে আনে সুখ,
আলস্যে দারিদ্র আনে পাপে আনে দুখ।'

খবরদার কর্মবিমুখ হবেন না। কারণ 'কর্মবিমুখতা মরিচার মতো, তা সবচেয়ে উজ্জ্বল ধাতুকেও মলিন ও ক্ষয় করে।'

আমরা অভিযোগ করি, সমাজে দুষ্কতীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে।

নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাদের হাতে।

পরিচালনা ও পরিবেশন তাদের হাতে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য তাদের হাতে।

এমনকি উপাসনালয় এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও তাদেরই হাতে!

কেন হবে না? পুণ্যাচারীরা যদি কর্মবিমুখ হন, তাহলে কি পাপাচারীরা সমাজে সক্রিয়রূপে প্রকাশ পাবে না? তাদের হাতে ডোর ছেড়ে দিলে তারা তো খেলা

দেখাবেই। আর তার ফলে সমাজ তো ধ্বংস হবেই। আসলেই 'দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের জন্য সমাজ ধ্বংস হয় না; সৎ মানুষের অকর্মণ্যতার জন্য সমাজের ক্ষতি হয় বেশি। যদি সৎ ব্যক্তিরা কিছুই না করেন, তাহলে সমাজে দুষ্কৃতীরাই প্রাধান্য লাভ করে।'

বহু মানুষ আছে, যারা পরগাছা আলোকলতার মতো অপরের গলগ্রহ হয়ে জীবনযাপন করতে চায়। অনেকে বাঘের মতো শিকার করতে আলস্য প্রদর্শন করে এবং শিয়ালের মতো উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্টাংশ খেয়ে গর্ববোধ করে। তারা আসলে সমাজ ও সংসারের পরগাছা। 'এ সংসারে কিছু মানুষ আছে, যাদের জন্য এ জীবন বড় বোঝা। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা এ জীবনের জন্য বড় বোঝা।'

শ্রমবিমুখতার কারণেই অভাব আসে। শ্রমবিমুখতাই অপরাধ সৃষ্টি করে। 'আলস্য বা পরিশ্রম-বিমুখতা হল মা, তার ছেলের নাম ক্ষুধা এবং মেয়ের নাম চুরি।'

জ্ঞানিগণ বলেন, 'তোমার উন্নতির পথে ৫টি প্রতিবন্ধক আছে; আলস্য, নারী-প্রেম, অসুস্থতা, দেশের টান এবং আত্মগর্ব।'

সুতরাং (১) আলস্য দূর ক'রে পরিশ্রম ও কাজ করুন।

(২) স্ত্রীর বৈধ অতিরিক্ত প্রেম বা অবৈধ নারী-প্রেম থাকলে তা বর্জন করুন। নচেৎ আঁচলধরা অথবা প্রেম-পাগলা হলে না পড়াশোনা হবে, না জ্ঞান-গবেষণা, আর না চাকরির উন্নতি।

(৩) শরীরটাকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। তাছাড়া পরিশ্রম করবেন কাকে নিয়ে?

(৪) মা ও মাটির টান কার না আছে বলুন? সাফল্য অর্জনের তাকীদে বিদেশ যাত্রা করতে হলেও সেই টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। বিদেশের মাটি কামড়ে মা-কে যদি সুখী দেখতে পারেন, তাহলে তার পাশে থেকে অভাব-পীড়নে তাকে কষ্ট দেওয়ার চাইতে কি তা ভালো নয়?

পক্ষান্তরে মা-বাপ বলুন, আর বউ-সন্তানই বলুন, এ দুনিয়ায় এবং সে দুনিয়ায়ও কেউ কারো নয়। অধিকাংশ আত্মীয়তা কমার্সিয়াল লেনদেনের মতো টিকে আছে। দিতে না পারলে কেউ আপনাকে ভালোবাসা বা স্নেহ দেবে না। যতদিন দিতে পারবেন, ততদিন আপনি ভালো মানুষ। দেওয়া বন্ধ হলেই আপনি কালো মানুষ। তাই ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করতে অর্থের প্রয়োজন, আয়-উন্নতির প্রয়োজন।

'মামা বল, চাচা বল কেহ কারো নহে,
স্বার্থের সম্পর্ক শুধু তার তরে রহে।'

সুতরাং ভেবে দেখুন,

'আপন কেউ নয় সবাই তোমার পর,
উন্নতি করিতে চাও হও ধুরন্ধর।'

স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা মানুষ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে দেখে, বরং সেটাই হল স্বপ্ন যার বাস্তবায়নের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। নিশ্চয় তেমন কোন স্বপ্ন আপনার থাকবে। আর আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সবচেয়ে সুন্দর উপায় হল, ঘুম ছেড়ে জেগে ওঠা।

কর্মই মানুষকে বড় করে। কর্মের মাধ্যমেই মানুষ উন্নত হয়। কর্ম-দক্ষতাই মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু। আর কর্মোজ্জ্বল দিনগুলিই প্রকৃতপক্ষে সোনালী দিন।

জীবন হচ্ছে কর্ম এবং কর্ম করতে না চাওয়া মরণ। কর্ম না ক'রে সুন্দর জীবনের অপেক্ষা করা ভুল।

সুন্দর দিন সবার জন্য অপেক্ষা করে। কেউ চেষ্টা ক'রে তা আনে, কেউ আনে না।

নিরাশার কিছু নেই, আকাশে যেমন তারা আছে, জীবনে তেমনি সম্ভাবনা আছে। তবে সচেষ্ট হয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়।

জ্ঞানিগণ বলেছেন, 'জীবন হল সাইকেল চালানোর মত। তুমি যতক্ষণ প্যাডেলে পা রেখে চালাতে থাকবে, ততক্ষণ সাইকেল হতে পড়ে যাবে না। কিন্তু প্যাডেল থামালেই পড়ে যাবে।'

সুতরাং অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকা জীবন নয়। কর্মময় জীবনই প্রকৃত জীবন।

জেনে রাখুন, ভাগ্য বলে একটা জিনিস আছে, তা মানতেই হবে। তবে 'যে শুইয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে।'

'সুখ চাই, সুখ চাই' কেবল মুখে বললেই চলবে না। 'চিনি-চিনি' বললেই মুখ মিষ্টি হবে না। সুখ অর্জনের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন আছে। সুখ অর্জনের পথে দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হবে। কষ্ট দেখে পিছপা হলে কি সুখলাভ হবে?

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?'

শেখ সা'দী বলেছেন, 'সমুদ্র-গর্ভে মূল্যবান রত্ন বর্তমান। কিন্তু আরাম ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাইলে সমুদ্র-তীরে বসে থাক।'

যে সয়, সে রয়। যে কাঁটার আঘাত সইবে, সে ফুল লাভ করবে। সুতরাং দৃঢ় সংকল্প হতে হবে,

'পথের কাঁটা মানব না নীরবে যাব,
হৃদয়-ব্যথায় কাঁদব না নীরবে যাব।'

অবশ্যই যাদের সত্যিকারের সুখ ও সাফল্য লাভের উদ্যম ও আগ্রহ আছে, আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা আছে, তারা পিছনের দিকে পা ফেলবে না।

'পুণ্য-পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভে,
কন্টক ভয়ে ফিরবে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপবে।'

আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, 'সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, উদ্যমের সাথে ব্যর্থতা অতিক্রমের পরই আসে সফলতা।'

সফলতার পথ মই-এর মতো, যা পকেটে হাত রেখে চড়া যায় না। বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে সুখ লাভ হয় না।

সাফল্য অর্জনের পথে বাধা আসতে পারে, তা উল্লংঘন করতে হবে। সে পথে চলতে গিয়ে সঙ্গের সঙ্গী সঙ্গ ছাড়তে পারে, তা মেনে নিতে হবে। সংকল্প হতে হবে,

'বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
তবু একা বসে রব উদ্দেশ্য সাধিতে।'

সুখলাভে তাড়াহুড়া ক'রে লাভ নেই। যথাসময়েই সুখের আগমন ঘটে। বিলম্ব হতে দেখে হতোদ্যম ও ভগ্নোৎসাহ হওয়াও জ্ঞানীর কাজ নয়।

'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?'

কবির কথায় মনে প্রেরণা সৃষ্টি করুন এবং সুখ ও সাফল্য লাভের পথে অগ্রসর হতে থাকুন।

'ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!'

১৪। অপরের দেখে শিক্ষা গ্রহণ

সাফল্য অর্জনের জন্য অপরের দেখে শিক্ষা নেওয়া অবশ্যই জরুরী। অপরের অভিজ্ঞতা থেকে চয়ন করা, অপরের জ্ঞানভান্ডার থেকে জ্ঞানমধু আহরণ করা কর্তব্য।

অপরের সাফল্যের কারণসমূহ অধ্যয়ন ক'রে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত।

অপরের বিফলতার ভুল ইত্যাদি থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজে সতর্ক হওয়া উচিত।

আমাদের কেউ কেউ তার বুদ্ধিমত্তার বলে সফলতা লাভ করে, আর কেউ সফলতা লাভ করে অপরের বোকামি দেখে।

কোন সফল ব্যক্তির যদি ভালোমন্দ উভয়ই থাকে, তাহলে তার ভালোটা গ্রহণ ও মন্দটা বর্জন করা উচিত।

গোবরে মানিক পড়ে থাকতে দেখে তুচ্ছ ক'রে বর্জন করা জ্ঞানীর কাজ নয়। মানিক তুলে নিয়ে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া অবশ্যই জ্ঞানী মানুষের কাজ।

মানুষ হিসাবে সাফল্যের পথে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া অনেক সময় মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

একবার অভিজ্ঞতা ছাড়াই সফল হলে সত্বর দ্বিতীয়বার অভিজ্ঞদের সহযোগিতা নিলে সফলতা আরো সুনিশ্চিত ও পাকাপোক্ত হবে।

সফল জ্ঞানীদের পরিশ্রমের কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং আমাদেরকেও তাদের মতো পরিশ্রম করতে হবে। তাহলে আমরাও হব সফল মানব---ইন শাআল্লাহ।

১৫। ফললাভে ধৈর্যশীলতা

প্রচেষ্টা ও ধৈর্য সফলতার জনক-জননী। সাফল্য অর্জনের পথে ধৈর্যহারা হলে এবং ফললাভে বিলম্ব দেখে হাল ছেড়ে দিলে সাফল্য ধরা দেবে না।

ফল পাওয়ার জন্য শেষ সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষাই হল সফলতার রহস্য।

মূসা ﷺ-কে আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছিলেন যে, সমুদ্র সঙ্গমস্থলে এক বড় আলেম বান্দা আছে, তার নিকট উপস্থিত হয়ে ইল্ম অনুসন্ধান কর। মূসা ﷺ তাঁর সন্ধানে বের হলেন। সফরে সঙ্গীকে বললেন,

{لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} (٦٠) سورة الكهف

'দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমি থামব না, আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।' *(কাহফঃ ৬০)*

সুতরাং 'সফলতা এক বিরামহীন সফরের নাম। সফলতা কোন গন্তব্যস্থল নয়। সফলতা গন্তবে পৌঁছনোর একটি পথ। সফলতার পথে কোন ট্রাফিক সিগন্যাল নেই, যা তার গতি নির্দিষ্ট করতে পারে।'

আপনি ফললাভে তাড়াহুড়া করবেন না। শোনা যায়, চীনে এক ধরনের বাঁশ আছে, যা লাগানোর পর প্রথম চার বছর পানি, সার দেওয়ার পরেও বাড়ে না। কিন্তু পঞ্চম বছরে বাঁশ গাছটি হঠাৎ ছয় সপ্তাহে ৯০ ফুট লম্বা হয়ে যায়। আমাদেরও কোন কোন কাজের ফল দেরীতে এবং পূর্ণমাত্রায় লাভ হয়। আপনারও তাই হতে পারে। সুতরাং সতর্ক থাকুন।

পক্ষান্তরে ফল পাকার পূর্বে যদি তা পেতে বা খেতে চান, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞানী মানুষ নন। আরবী প্রবাদে আছে,

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ.

অর্থাৎ, যে কেউ সময় আসার আগে কিছু পেতে চাইবে, তাকে তা হতে বঞ্চিত ক'রে শাস্তি দেওয়া হবে।

আর সেই সোনার ডিম-পাড়া হাঁস-ওয়ালার গল্প অবশ্যই আপনার শোনা থাকবে, যে এক সাথে সকল ডিম পেতে চেয়েছিল এবং অবশেষে তার কী আফসোস ও হায়-পস্তানি হয়েছিল।

১৬। সময়ের কদর করুন

জীবনে সাফল্য লাভ করতে চাইলে সময়ের কদর করুন। সময়কে ফালতু বয়ে যেতে দেবেন না। সময়ের অপচয় ঘটাবেন না। জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত্য আপনার জন্য ফলপ্রসূ হোক। যথাসময়ে আপনার সকল কাজ সমাধা হোক।

সময় নষ্টকারী সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে বর্জন করুন। সময়-চোর থেকে সর্বদা সাবধানে থাকুন।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সময়ের হিসাব দিতে হবে। সুতরাং আপনিও হিসাবমতো সময়কে ব্যয় করুন। বিনা লাভে সময়কে মোটেই অতিক্রম করতে দেবেন না।

সময় হল তরবারির মতো। আপনি তাকে কাটতে না পারলে, সে আপনাকে কেটে ফেলবে।

সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এ মূল্য থেকে টাকা-পয়সার মূল্যের পার্থক্য আছে। টাকা-পয়সা সঞ্চয় করা যায়, ধার দেওয়া যায় এবং প্রয়োজনে ধার নেওয়া যায়। কিন্তু সময় ধার দেওয়াও যায় না এবং ধার নেওয়াও যায় না।

সময় আমাদের বন্ধু নয়; বরং শত্রু। সে তার নিজের মতো বয়ে চলে। আর আমাদের জীবনের পরিসরকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ক'রে তোলে।

সুতরাং সময়ের অপব্যয় না ঘটিয়ে অবসরকে কাজে লাগান। অবকাশকে উপকারী কিছু দিয়ে পরিপূর্ণ করুন। সাফল্য আপনাকে স্বাগত জানাবে।

সাফল্যের রহস্য

এ জগতে বহু সফল মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অনেকে অতি সহজে সাফল্য লাভ করেছেন, অনেকে করেছেন অতি কষ্টে। অবশ্য প্রত্যেকের সাফল্যের পিছে একাধিক কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান যে কারণে মানুষ সফল হয়, তাকে তার সাফল্যের রহস্য বলা যেতে পারে।

তার মধ্যে একটি হল সততা ও সত্যবাদিতা।

অভিজ্ঞগণ বলেন, 'কোনও কাজ নিষ্পত্তি করার দৃঢ় অঙ্গীকার করতে হয় দুটি স্তম্ভের উপর। সে দুটি হল ঃ সততা ও বিজ্ঞতা। যদি তোমার আর্থিক ক্ষতিও হয়, তবু তোমার অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকার নামই সততা। আর বিজ্ঞতা হচ্ছে, যেখানে

ক্ষতি হবে সেই রকম বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ না হওয়া।'

প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর হলে মানুষের সততা প্রকাশ পায়। আর তারই উর্বর মাটিতে উদ্‌গত হয় সাফল্যের কচি কিশলয়।

পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, দুর্নীতি প্রভৃতি মানুষকে সাফল্যের পথ প্রদর্শন করে না।

প্রাচীন কালে প্রাচ্যের এক দেশের রাজা অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তিনি ঠিক করলেন, এবার দেশের পরবর্তী রাজা তিনি নিজেই নির্বাচন ক'রে যাবেন। কিন্তু তিনি এ নির্বাচনে একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন।

তিনি রাজ-পরিবারের কাউকে নির্বাচন করলেন না।

নৈকট্যপ্রাপ্ত কোন মানুষকেও না।

তিনি তাঁর দেশের বাছাই করা যোগ্য তরুণদেরকে রাজদরবারে উপস্থিত করলেন। তাদেরকে আপ্যায়ন ক'রে বললেন, 'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। এখন এ দেশের একটি নতুন রাজা নির্বাচনের সময় এসেছে। আমি আশা করব, সে রাজা হবে তোমাদেরই মধ্য হতে একজন। তবে আমি একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে এখতিয়ার করব।'

অতঃপর রাজা তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে কোন গাছের বীজ দিয়ে বললেন, 'এই বীজটি তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ টবে রোপণ করবে। অতঃপর রীতিমতো তার সিঞ্চন ও পরিচর্যা করবে। তারপর এক বছর পরে তোমরা আমার সাথে ঠিক এই জায়গায় দেখা করবে। আমি তোমাদের মধ্যে যার গাছ সুন্দর ও ফুল-ফলে সুশোভিত দেখব, তাকে এ রাজ্যের রাজা নির্বাচন করব।'

তরুণদের মধ্যে একজনের নাম ছিল লঞ্জ। খুশীতে মাতোয়ারা হয়ে বীজ নিয়ে বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলল। মা কাজটিকে অতি সহজ মনে করল। যেহেতু তার বাড়িতে এমনিই কত গাছ টবে লাগানো আছে এবং ফুল-ফলে সুশোভিত আছে। বড় আনন্দের সাথে ছেলেকে আশা প্রদান করল। ছেলের গাছ লাগানোতে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করল। প্রত্যহ তার যথাযথ সিঞ্চন করতে ও যত্ন নিতে লাগল। যাতে তার ছেলে দেশের পরবর্তী রাজা হয় এবং সে হয় রাজমাতা।

কিন্তু কোথায়? রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেল। লঞ্জের টবে রোপিত বীজ অঙ্কুরিত হল না। মা ও ছেলে অবাক হল। ওদিকে অন্যান্যদের খবর নিতে শোনা গেল সকলের গাছ সুন্দরভাবে যথা নিয়মে বৃদ্ধিলাভ করছে। কেবল লঞ্জেরই চারা এখনও মাটি ঠেলে পৃথিবীর মুখ দেখল না।

কেন? কী ব্যাপার? লঞ্জ নিজেকে বিফল ও ব্যর্থ মনে ক'রে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল।

আরো কিছুদিন অতিবাহিত হলে সে ও তার মা নিশ্চিত হল যে, তাদের সেই বীজ থেকে কোন গাছ হবে না। যেহেতু পচে মাটির সাথে তা মিশে গেছে।

দেখতে দেখতে রাজার সাথে সাক্ষাতের দিন এসে উপস্থিত হল। সকলেই তাদের নিজ নিজ টবে সুন্দর সুন্দর ফুল-ফলে সুশোভিত গাছ নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হল। সকলের গাছ ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার মতো। কিন্তু লঞ্জের টবে কোন গাছ ছিল না।

সবাই আগেভাগে নিজ নিজ গাছ রাজার সম্মুখে পেশ করল। আর লঞ্জ ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনার ভয়ে সকলের পিছনে লুকোচুরি খেলছিল।

একটার পর একটা তরুণ নিজ নিজ গাছ প্রদর্শন ক'রে দরবারের এক পাশে আসন গ্রহণ করল।

পরিশেষে লঞ্জকে দেখা দিতেই হল। না জানি রাজা কী হুকুম ক'রে বসেন, এই ভয়ে সে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। হয়তো-বা তার গর্দানই কাটা যায়। তবুও সে নিজেকে প্রকৃতিস্থ ক'রে রাজার সম্মুখে দন্ডায়মাণ হল।

রাজা তার দিকে এক নজর তাকিয়ে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী নাম তোমার?'

লঞ্জ তার নাম বললে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার গাছ কোথায়?'

সে বলল, 'মহাশয়! আমার বীজটি সম্ভবতঃ খারাপ ছিল। তাই অঙ্কুরিত হয়নি।'

সভাস্থ সকলেই হো-হো শব্দে হেসে উঠল। কিন্তু রাজা মশায় সকলকে চুপ থাকতে আদেশ ক'রে বললেন, 'তোমরা তোমাদের দেশের নতুন রাজাকে মোবারকবাদ জানাও।'

সকলেই অবাক, হতবাক। খোদ লঞ্জও। কেউই এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। ব্যাপার কী?

রাজা মশায় রহস্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, 'আমি এক বছর আগে তোমাদের প্রত্যেককে একটি ক'রে বীজ দিয়ে বিশেষ প্রযত্নে গাছ ফলিয়ে দেখানোর কথা বলেছিলাম। কিন্তু এ কথা বলিনি যে, বীজগুলি গরম পানিতে সিদ্ধ করা এবং অঙ্কুরিত হওয়ার অযোগ্য। কিন্তু তোমরা আমাকে প্রতারিত করার জন্য মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে অন্য বীজ দিয়ে গাছ লাগিয়ে তা ফুলফলে সুশোভিত ক'রে এনে দেখিয়েছ। তোমরা ধারণা করেছ, ধোঁকাবাজি ও ছলনা তোমাদেরকে রাজা বানিয়ে দেবে!

কিন্তু লঞ্জ তা করেনি। ইচ্ছা করলে সেও তোমাদের মতো কিছুদিন পরে বীজ অঙ্কুরিত হতে না দেখে অন্য বীজ বপন ক'রে গাছ এনে দেখাতে পারত। কিন্তু সে রাজাকে প্রতারিত করতে চায়নি। আশা করি সে আমার প্রজাদেরকেও প্রতারিত

করবে না। অতএব আমার নিকট তার আমানতদারি, সততা ও সাহসিকতা প্রমাণিত হওয়ার ফলে আমি তাকে এ দেশের ভাবী রাজা নির্বাচন করলাম।'

হ্যাঁ, রাজা সঠিকভাবে সঠিক প্রতিনিধিই নির্বাচন করলেন। নচেৎ আমরা যদি মিথ্যাবাদিতা ও প্রতারণার বীজ বপন করি, তাহলে যথাসময়ে বিফলতা ও ব্যর্থতার কাঁটাই কর্তন করব। আর আমরা যদি যথাসময়ে সততা, সত্যবাদিতা ও আন্তরিকতার বীজ বপন করি, তাহলে যথাসময়ে আমরা ভালোবাসা ও সাফল্যের ফসল কর্তন করব।

সাফল্যকামীর সর্বদা মনে রাখা উচিত, আমরা আজ যা বপন করব, আগামী কাল তাই কর্তন করব। নিম গাছ লাগিয়ে আঙুর ফলের আশা করা ভুল।

সাফল্যের অন্যতম রহস্য হল আশাবাদিতা। তার মানে বিফলতার মাঝেও সফলতার আলো খুঁজে নেওয়া এবং ব্যর্থতায় নিরাশ না হওয়া। অপ্রিয় কিছু সামনে এলেও তাকে প্রিয় বানিয়ে নিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কোনও ঘটন-অঘটনের নেতিবাচক ফল না নিয়ে ইতিবাচক ফল নিতে চেষ্টা করা।

একজন সফল ব্যক্তিকে তাঁর সাফল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'নিয়মানুবর্তিতা বা সময়ানুবর্তিতা।'

আর একজন বলেছেন, 'আমার সাফলের রহস্য হল অবিরাম প্রচেষ্টা।'

একজন সফল চিন্তাবিদ বলেছেন, 'সাফল্য কেবল সৌভাগ্যই নয়। তা পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হয়।'

সাফল্য লাভের চেষ্টায় এক সাথে সব কিছুতে সাফল্য লাভ করতে চাওয়াটা ভুল পদক্ষেপ হবে। সুতরাং যেটা সহজ ও সাধ্যাধীন তা দিয়েই শুরু করা কর্তব্য। নচেৎ এমনও হতে পারে যে, সবগুলি এক সাথে পেতে গিয়ে সবগুলিই হারিয়ে যাবে।

দুনিয়ার সাফল্য

দুনিয়ার সাফল্য আমরা হাতে হাতে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

নিজ পেশায় অনেকেই সফল মানব।

নিজ বৈবাহিক জীবনে অনেকে সফল দম্পতি।

সংসার জীবনে অনেকেই সফল পিতামাতা।

ধনোপার্জনে অনেকেই সফল ধনী। অনেকে লেবু বেচতে বেচতে কোটিপতি, পেপার বেচতে বেচতে দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন।

অনেকে রাজনৈতিক জীবনে খুদে কমরেড থেকে প্রধান মন্ত্রী হতে সফল হয়েছেন।

অল্প পড়াশোনা ক'রে সাহিত্য চর্চায় সফল হয়ে অনেকে কবি, সাহিত্যিক ও লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

জ্ঞান-গবেষণায় সাফল্য লাভ ক'রে অনেকে বিজ্ঞানী হয়েছেন।

চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে অনেকে সফল চিকিৎসক হয়েছেন।

অনেকে অবৈধ পথে মানুষের কাছে সফল মানুষ রূপে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

অনেকে দুনিয়ার বাদশা, আমীর বা রাষ্ট্রনেতা হয়ে সফল মানব হয়েছেন।

অনেকেই দুনিয়ায় বিলাসবহুল বাড়ি ও গাড়ি, রকমারি পানাহার, রকমারি লেবাস-পোশাক, নানা বর্ণের নারী সম্ভোগ ক'রে সাফল্যের দাবীদার হয়েছে।

অনেকেই কারূনের মতো সাফল্যের পাহাড়-চূড়ায় আরোহন করেছে। তার ঘটনা ছিল,

{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} (٧٩) سورة القصص

"কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে, সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।' *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭৯)*

অনেকেই দুনিয়াদারি দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস কামনা করে। হয়তো-বা তারা পরকালের জীবনে বিশ্বাসটুকুও রাখে না। সুতরাং তাদের অবস্থা হল এই যে,

{يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ } (٧) سورة الروم

"ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, অথচ পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে ওরা উদাসীন।" *(রূম ঃ ৭)*

তারা জানে না অথবা মানে না যে,

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ}

"নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে।" *(আলে ইমরান ঃ ১৪)*

{اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ} (٢٦) سورة الرعد

"আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত; অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় নগণ্য ভোগ মাত্র।" *(রা'দঃ ২৬)*

{وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ} (٦٠) سورة القصص

"তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য এবং যা আল্লাহর নিকট আছে, তা উত্তম এবং স্থায়ী । তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" *(ক্বাস্বাস্বঃ ৬০)*

{فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٣٦) سورة الشورى

"বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ; কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।" *(শূরাঃ ৩৬)*

{يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} (٣٩) سورة غافر

"হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।" *(মু'মিনঃ ৩৯)*

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}

"তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" *(হাদীদঃ ২০)*

পক্ষান্তরে যারা প্রকৃতত্ব জানে, তারা অপরের পার্থিব সাফল্য দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ} (٨٠) سورة القصص

"যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা (কারূনের ধন-সাফল্য দেখে) বলল, 'ধিক্ তোমাদের! যারা ঈমান রাখে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না।' *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ৮০)*

প্রকৃত সফল মানব

সফল মানব অনেক আছে এ পৃথিবীতে। কিন্তু প্রকৃত দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, আসলে তারা অসফল। বহুমুখী সাফল্যের অধিকারী হয়েও বাস্তবে সে বিফল মনোরথ। অধিকাংশ মানুষের সাফল্য এক শতাব্দীব্যাপী। আসলে তাদের বিশ্বাসই শতাব্দীকালীন। মরণের পরেও যে অন্তহীন শতাব্দীর জীবন আছে, তা তারা বিশ্বাস করে না অথবা বিশ্বাস করলেও সঠিকভাবে করে না অথবা সঠিকভাবে করলেও তার জন্য প্রস্তুতি নেয় না এবং সে জীবনে সাফল্যের জন্য কোন প্রয়াস চালাতে অনুপ্রাণিত হয় না।

আমরা যারা পরকালে বিশ্বাস রাখি, তাদের প্রকৃত সাফল্য হল পরকালে। পরকালের সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য। সে সাফল্য কাদের জন্য? মহান আল্লাহ তার উত্তর দিয়েছেন।

যারা মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُوْلَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (١١) المؤمنون

"অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। যারা যাকাত দানে সক্রিয়। যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। আর যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে। তারাই হবে

উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের; যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।" *(মু'মিনূন ঃ ১-১১)*

{الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٥) البقرة

"আলিফ লা-ম মী-ম। এ গ্রন্থ; (কুরআন) এতে কোন সন্দেহ নেই, সাবধানীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ-নির্দেশক। যারা অদেখা বিষয়ে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে ও তাদেরকে যা প্রদান করেছি, তা হতে দান করে। এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।" *(বাক্বারাহ ঃ ১-৫)*

{الم (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (٢) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٥) سورة لقمان

"আলিফ, লাম, মীম ; এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বাক্য, সৎকর্মপরায়ণদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা স্বরূপ; যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। ওরাই ওদের প্রতিপালক কর্তৃক নির্দেশিত পথে আছে এবং ওরাই সফলকাম।" *(লুক্বমান ঃ ১-৫)*

{وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ (٦٥) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَايَتَسَاءَلُونَ (٦٦) فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ} (٦٧)

"সেদিন আল্লাহ ওদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা রসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?' সেদিন তাদের সকল দলীল বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, ঈমান আনয়ন করে ও সৎকাজ করে, সে অবশ্যই সফলকাম হবে।" *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ৬৫-৬৭)*

যারা আত্মশুদ্ধি করবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} (١٠) سورة الشمس

"সে সফলকাম হবে, যে তা (আত্মা)কে পরিশুদ্ধ করবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে।" *(শাম্স ঃ ৯-১০)*

যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٠٤) سورة آل عمران

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম।" *(আলে ইমরান ঃ ১০৪)*

যারা সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনের অনুসারী হবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٥٧) سورة الأعراف

"যারা নিরক্ষর রসূল ও নবীর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম।" *(আ'রাফ ঃ ১৫৭)*

যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত ও জিহাদ করবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} (٢٠) سورة التوبة

"যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্য স্বদেশত্যাগ) হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় বড়। আর তারাই হল সফলকাম।" *(তাওবাহ ঃ ২০)*

{لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٨٨) سورة التوبة

"কিন্তু রসূল ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল, তারা নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করল; তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।" *(তাওবাহ ঃ ৮৮)*

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ } (٥٢) سورة النور

"যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই হল সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই হল কৃতকার্য।" *(নূর ঃ ৫১-৫২)*

যারা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরের অধিকার আদায় করবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٣٨) سورة الروم

"অতএব আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দান কর। এ যারা আল্লাহর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) কামনা করে, তাদের জন্য শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।" *(রূম ঃ ৩৮)*

যারা ঈমানী বন্ধনের উপর আত্মীয়তার বন্ধনকে প্রাধান্য দেবে না ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٢٢) سورة المجادلة

"তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম।" *(মুজাদালাহ ঃ ২২)*

যারা মহান আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (٦١) الزمر

"আল্লাহ সাবধানীদেরকে তাদের সাফল্য সহ উদ্ধার করবেন; অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখও পাবে না।" *(যুমার ঃ ৬১)*

{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا} (٣١) سورة النبأ

"নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফলতা।" *(নাবা ঃ ৩১)*

যারা কার্পণ্যমুক্ত হবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٩) سورة الحشر

"(মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী (মদীনা)তে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না, বরং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (তাদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" *(হাশর ঃ ৯)*

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٦) سورة التغابن

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। আর যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" *(তাগাবুন ঃ ১৬)*

কিয়ামতে যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٨) سورة الأعراف

"সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে, সুতরাং যাদের ওজন ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে।" *(আ'রাফ ঃ ৮)*

{ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} (١٠٣) سورة المؤمنون

"যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।" *(মু'মিনূন ঃ ১০১-১০৩)*

যারা কিয়ামতে হওযে কাওযারের পানি পান করতে পারবে ঃ

যারা হওযে কাওযারের পানি পান করতে পারবে, তারা অবশ্যই সফল হবে। এ কথা বলেছেন মহানবী ﷺ। *(সিঃ সহীহাহ ৩০৮৭নং)*

যারা কিয়ামতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ} (١٨٥) سورة آل عمران

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" *(আলে ইমরান ঃ ১৮৫)*

{ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠٤) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٠٥) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ (١٠٦) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (١٠٧) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١٠) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ} (١١١) سورة المؤمنون

"আগুন তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হতো না? অথচ তোমরা সেগুলিকে মিথ্যা মনে করতে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় অবিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই আমরা সীমালংঘনকারী হব।' আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।' *(মু'মিনূনঃ ১০৪-১১১)*

{لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ} (٢٠)

"জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতের অধিবাসীরাই সফলকাম।" *(হাশ্‌রঃ ২০)*

প্রকৃত সাফল্য লাভের কারণ রয়েছে বহু। তার মধ্যে কতিপয় কারণ নিম্নরূপ ঃ

১। তাক্বওয়া, পরহেযগারি বা আল্লাহর ভয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَـأْتُوْاْ الْبُيُـوتَ مِـن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

"লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, (কেন তা বাড়ে এবং কমে) বল, তা লোকেদের (কাজ-কারবারের) এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা পুণ্যের কাজ নয়; কিন্তু পুণ্যের কাজ হল সংযম অবলম্বন করে চলা। অতএব তোমরা দরজাসমূহ দিয়েই ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা সফলতা পাবে।" *(বাক্বারাহঃ ১৮৯)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে (দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে) সূদ খেয়ো না, এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।" *(আলে ইমরানঃ ১৩০)*

(٢٠٠) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(আলে ইমরান ঃ ২০০)*

{قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١٠٠) سورة المائدة

"বল, 'অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়; যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(মায়িদাহ ঃ ১০০)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٣٥) سورة المائدة

"হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(মায়িদাহ ঃ ৩৫)*

২। শয়তানের কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٩٠) سورة المائدة

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(মায়িদাহ ঃ ৯০)*

৩। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাশি স্মরণ করা (তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা)।

তিনি তাঁর নবী হূদ ﷺ-এর কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

{أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

"তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে অবয়ব ও শক্তিতে (অন্য লোক অপেক্ষা অধিকতর) সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।" *(আ'রাফ ঃ ৬৯)*

৪। বেশি বেশি মহান আল্লাহর যিক্‌র করা।

তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ} (٤٥)

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচল থাক এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" *(আনফাল ঃ ৪৫)*

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (١٠) سورة الجمعة

"অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও।" *(জুমুআহ ঃ ১০)*

৫। ভালো কাজ করা, কল্যাণময় কাজ করা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(হাজ্জ ঃ ৭৭)*

৬। মহান আল্লাহর দিকে রুজু ও তওবা করা।

{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٣١) سورة النـور

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(নূর ঃ ৩১)*

প্রকৃত সাফল্যের মাঝে রয়েছে মহাসাফল্য, আর তা হল চিরসুখময় বেহেশ্‌ত লাভ। সে কথার উল্লেখ রয়েছে আল-কুরআনের বহু জায়গায়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّـهَ وَرَسُـولَهُ يُدْخِلْـهُ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأَنْهَـارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١٣) سورة النساء

"এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেশ্‌তে স্থান দান করবেন; যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য।" *(নিসা ঃ ১৩)*

{قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَـعُ الـصَّادِقِينَ صِـدْقُهُمْ لَهُـمْ جَنَّـاتٌ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأَنْهَـارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١١٩) المائدة

"আল্লাহ বলবেন, 'এ সেই (শেষ বিচারের) দিন; যেদিন সত্যবাদিগণকে তাদের সত্যবাদিতা উপকৃত করবে, তাদের জন্য আছে বেহেশ্ত্ যার পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট। এটি হল মহাসাফল্য।" *(মায়িদাহঃ ১১৯)*

{وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٧٢)

"আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদনে) পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে অতি বড় সফলতা।" *(তাওবাহঃ ৭২)*

{أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

"আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত; তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে। এটা হচ্ছে (তাদের) বিরাট সফলতা।" (তাওবাহঃ ৮৯)

{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা।" *(তাওবাহঃ ১০০)*

{إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١١١) سورة التوبة

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদসমূহকে বেহেশ্তের বিনিময়ে ক্রয় ক'রে নিয়েছেন; তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়ে যায়। এ (যুদ্ধে)র দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে; আর নিজের অঙ্গীকার পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কে আছে? অতএব

তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ। আর এটা হচ্ছে মহাসাফল্য।" *(তাওবাহঃ ১১১)*

{لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٦٤) سورة يونس

"তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা।" *(ইউনুসঃ ৬৪)*

{إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ} (٦١) الصافات

"নিশ্চয়ই এ মহাসাফল্য। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত।" *(স্বাফ্ফাতঃ ৬০-৬১)*

{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٩) سورة غافر

"যারা আরশ ধারণ ক'রে আছে এবং যারা এর চারিপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ দান কর; যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ (এবং তাদের) পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে (যারা) সৎকাজ করেছে, তাদেরকেও (জান্নাত প্রবেশের অধিকার দাও)। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা কর। সেদিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে, তাকে তো দয়াই করবে। আর এটিই তো মহাসাফল্য।" *(মু'মিনঃ ৭-৯)*

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (٥١) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٢) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (٥٣) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٥٤) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (٥٥) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٥٦) فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٥٧) سورة الدخان

"নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে--- বাগানসমূহে ও ঝরনারাজিতে, পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে ওদের; আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। (ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (এ প্রতিদান) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ। এটিই তো মহাসাফল্য।" *(দুখান ঃ ৫১-৫৭)*

{يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١٢) الحديد

"সেদিন তুমি বিশ্বাসী নর-নারীদেরকে দেখবে, তাদের সামনে ও ডানে তাদের আলো প্রবাহিত হবে। (বলা হবে,) 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের; যার নিম্নে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।" *(হাদীদ ঃ ১২)*

{يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١٢) سورة الصف

"আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা ক'রে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য।" *(স্বাফ্ ঃ ১২)*

{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

"(স্মরণ কর,) যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হবে হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং সৎকর্ম করবে, তিনি তার পাপরাশি মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহা সাফল্য।" *(তাগাবুন ঃ ৯)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (٧١) سورة الأحزاب

"হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আর

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" *(আহযাবঃ ৭০-৭১)*

{لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا} (٥) سورة الفتح

"এটা এ জন্য যে, তিনি বিশ্বাসী পুরুষদেরকে ও বিশ্বাসী নারীদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপরাশি মোচন করবেন; এটাই আল্লাহর নিকট মহা সাফল্য।" *(ফাত্হঃ ৫)*

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ} (١١) سورة البروج

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নে নদীমালা প্রবাহিত; এটাই মহা সাফল্য।" *(বুরুজঃ ১১)*

কোথাও কোথাও সে সাফল্যকে স্পষ্ট সাফল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ} (١٦) سورة الأنعام

"সে দিন যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে তার প্রতি তিনি তো দয়া করবেন এবং ঐটিই হল স্পষ্ট সফলতা।" *(আন্আমঃ ১৬)*

{فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ}

"সুতরাং যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ করুণায় প্রবেশ করাবেন। এটিই স্পষ্ট সাফল্য।" *(জাষিয়াহঃ ৩০)*

অবশ্যই জ্ঞানী মানুষ সাফল্য অনুসন্ধান করে এবং তার উচিত তা অনুসন্ধান করা এবং তা লাভের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তবে প্রকৃত জ্ঞানী কেবল সাফল্য লাভেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং সে আরো খোঁজ করে, মহাসাফল্য কোথায় আছে? অন্বেষণ চালায়, স্পষ্ট সফলতা কিসে আছে? আর যে আন্তরিকতার সাথে অনুসন্ধান চালায়, সে তা প্রাপ্ত হয়। নিশ্চয়ই প্রকৃত জ্ঞানীর সেটা প্রাপ্য।

ইহ-পরকালের সফলতা

নিশ্চয় মু'মিনের প্রধান লক্ষ্য হল পরকাল ও তার সাফল্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সে ইহকাল মোটেই চায় না। সে দুনিয়ার সাফল্য চায়, তবে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় না এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার যে সাফল্য চিরস্থায়ী আখেরাতের সাফল্যকে প্রভাবান্বিত করে অথবা নষ্ট করে, সে সাফল্য অবশ্যই সে চায় না।

এ দুনিয়ায় বহু মানুষ আছে, যারা কেবল বর্তমান জীবনে বিশ্বাস রাখে এবং পার্থিব জীবনের সাফল্য ও কল্যাণকেই সকল চাওয়া-পাওয়া ধারণা করে। মহান আল্লাহ তাদের অবস্থা ও পরিণতি বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

{فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ (٢٠٠)

"এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতে (সওয়াব) দান কর।' বস্তুতঃ তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই।" *(বাক্বারাহ ঃ ২০০)*

কিন্তু পরপরই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও পরকালের প্রতি ঈমানদার মানুষের অবস্থার বর্ণনা ও তার পরিণতির কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

((وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٢٠٢) سورة البقرة

"পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।' তারা যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্ত অংশ তাদেরই। বস্তুতঃ আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" *(বাক্বারাহ ঃ ২০১-২০২)*

বিশাল ধনবান কারূনকেও উপদেশ দিয়ে তার জাতির সৎ লোকেরা বলেছিল,

{لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} (٧٧) سورة القصص

'দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না।

আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।' *(ক্বাস্বাস্বঃ ৭৬-৭৭)*

পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য মু'মিনদের জন্য ত্যাজ্য ও নিষিদ্ধ নয়। নিষিদ্ধ হল, তাতে মুগ্ধ ও আসক্ত হয়ে পড়া এবং পরকালের জীবনের উপর ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া অথবা পরকালের জীবন বিস্মৃত হওয়া। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (٣٢)

"বল, 'আল্লাহ স্বীয় দাসদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে?' বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।' এরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।" *(আ'রাফঃ ৩২)*

এই পার্থিব সৌন্দর্য এবং হালাল ও পবিত্র জিনিসগুলো আসলে আল্লাহ ঈমানদারদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, যদিও কাফেররাও তার দ্বারা উপকারিতা এবং পরিতৃপ্তি লাভ ক'রে থাকে। বরং অনেক সময় পার্থিব সম্পদ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার ব্যাপারে তাদেরকে মুসলিমদের চেয়েও বেশী সফল দেখা যায়। তবে তা সাধারণ রীতিধারায় এবং সাময়িকভাবে। (অর্থাৎ, তারা তার হকদার বলে নয় এবং চিরস্থায়ীভাবে নয়।) এতে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও হিকমতও আছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন এ নিয়ামতসমূহ কেবল ঈমানদারদের জন্য হবে। কেননা, কাফেরদের উপর যেভাবে জান্নাত হারাম হবে, অনুরূপভাবে জান্নাতের যাবতীয় খাদ্য-পানিও তাদের জন্য হারাম হবে। *(আহসানুল বায়ান)*

আর প্রকৃত প্রস্তাবে মহান আল্লাহর কাছে পার্থিব জীবনের কোন মূল্য নেই। তাছাড়া এ পৃথিবী হল পরীক্ষাগার। তার জন্যই কাফেররা অস্বীকার ও অমান্য করেও এ জীবনে সাফল্য লাভ ক'রে থাকে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ)).

"যদি আল্লাহর নিকট মশার ডানার সমান দুনিয়ার (মূল্য বা ওজন) থাকত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।" *(তিরমিযী ২৩২০, ইবনে মাজাহ ৪১১০, মিশকাত ৫১৭৭ নং)*

সুতরাং পার্থিব সাফল্য মুসলিমের কাম্য, তবে তা প্রধান কাম্য নয়। পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সুন্দরভাবে জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সামগ্রী পাওয়া গেলে, সেটাই বিরাট সাফল্য। সাময়িকভাবে বসবাস ক'রে ছেড়ে যেতে হবে এমন মুসাফিরখানায় পরিমিত সুখসামগ্রী লাভে ধন্য হওয়াটাই সব কিছু পাওয়া। এই জন্য মহানবী ﷺ-এর মানবের পার্থিব সাফল্য হল, যথেষ্ট পরিমাণের সামগ্রী লাভ

ও তাতে মনের তুষ্টি। তিনি বলেছেন,

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ)).

"সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন।" *(মুসলিম ২৪৭৩নং)*

পার্থিব সাফল্য হল, সার্বিক নিরাপত্তা, শারীরিক সুস্থতা এবং পরিমিত পানাহারের ব্যবস্থা। এ সাফল্য যার লাভ হয়, সে হয় দুনিয়ার রাজা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بحذافيرها)).

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে প্রতি দিনের খাবার আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে।" *(তিরমিযী ২৩৪৬, ইবনে মাজাহ ৪১৪১নং)*

শরীয়ত মুসলিমকে বারবার সতর্ক করে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত সাফল্য চিরস্থায়ী সাফল্য, আখেরাতের সাফল্য। তবে পার্থিব সাফল্যকে দৃষ্টিচ্যুত করা যাবে না এবং তাতে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে পারলৌকিক সাফল্যকে অবজ্ঞা করা যাবে না।

উভয় সাফল্য লাভ হলে তো সোনায় সোহাগা বটেই। কিন্তু দুই সাফল্যের মাঝে সংঘর্ষ বাধলে পারলৌকিক সাফল্য যেন প্রাধান্য পায় মু'মিনের কাছে।

দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হল একটি পুণ্যময়ী জীবন-সঙ্গিনী। এমন সঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ হল,

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

"মহিলার চারটি জিনিস দেখে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, উচ্চ বংশ, রূপ ও দ্বীন দেখে। তুমি দ্বীনদার মহিলা পেতে সফল হও, তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক।" *(বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ৩৭০৮নং)*

((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)).

"তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি (বিবাহের পয়গাম নিয়ে) আসে; যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা মুগ্ধ, তখন তার সাথে (মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিৎনা ও মহাফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।" *(তিরমিযী ১০৮৪, ইবনে মাজাহ ১৯৬৭, মিশকাত ৩০৯০, সিঃ সহীহাহ ১০২২নং)*

এ হল দ্বীনদারীর পছন্দ। কিন্তু দুনিয়াদারী পছন্দ হল, দ্বীন থাক, বংশ দেখ, রূপ-সৌন্দর্য দেখ এবং কত কী পাওয়া যাবে দেখ। নামায, চরিত্র, পর্দা, দ্বীনদারী দেখা অপ্রয়োজন।

অনুরূপ জামাই পছন্দের সময়ও দুনিয়াদারীর দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বীনদারী বা নামাযাদি দেখার প্রয়োজন নেই। ধনী হলেই হবে। এই ধরনের কনের মন বলে,

'রসের নাগর, রূপের সাগর, যদি ধন পাই,
আদর ক'রে করি তারে বাপের জামাই।'

বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা করতে দেওয়ার সময়েও লক্ষ্য করতে পারেন। অধিকাংশ বাপ-মা তার পশ্চাতে কী চায়? দ্বীন না দুনিয়া? নাকি উভয়ই?

অধিকাংশ চায় দুনিয়া, চাকরি, অর্থোপার্জন।

অনেকে উভয়টাই চায়।

খাঁটিভাবে দ্বীন চায় কয় জন?

অনেকে দুনিয়ার মাথায় পা রেখে দ্বীন শিক্ষা করে। আর এমন কাজের কাজী নেহাতই কম। অধিকাংশ মানুষ দ্বীনের মাথায় পা রেখে দুনিয়া কামাতে চায়, মাদ্রাসায় থেকে-খেয়ে স্কুলের পড়া পড়ে ও পরীক্ষা দেয়। যাকাত-ফিতরা খেয়ে দ্বীনের খাদেম না হয়ে দুনিয়ার খাদেম হয়।

কিন্তু যারা দুনিয়ার সাফল্যের জন্য দ্বীনকে ব্যবহার করে, তাদের পরিণাম স্পষ্ট। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ)).

"যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।" *(আবূ দাউদ ৩৬৬৬নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ وَالنَّصْرِ وَالرِّفْعَةِ فِي الدِّينِ وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ)).

"এই উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য, সমুন্নতি, দ্বীন সহ সুউচ্চ মর্যাদা, দেশসমূহে তাদের ক্ষমতা বিস্তার এবং বিজয়ের সুসংবাদ দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরকালের কর্ম করবে তার জন্য পরকালে প্রাপ্য কোন অংশ নেই।" *(আহমাদ ২১২২৪, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৬৮৩৩ ইবনে হিব্বান ৪০৫,, সহীহ তারগীব ২১নং)*

প্রকৃত সাফল্য, পরকালের সাফল্য

এ ব্যক্তি দুনিয়ায় সফল নয়। মানুষের যে প্রয়োজনীয় জিনিস দুনিয়াতে লাভ করতে হয়, তা সে লাভ করেনি। না সে শিক্ষালাভে সফল, না ধন ও সম্মানলাভে কৃতকার্য। তবে সে এমন একটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরে জীবনযাপন করেছে, যার বদৌলতে সে নিশ্চিতরূপে মরণের পর কৃতকার্য হবে।

সে তার ঈমানকে বিশুদ্ধ রেখেছে।

মানবমন্ডলীর নানা মতবাদের ঝড়ে তার ঈমান উড়ে যায়নি।

ক্ষণিকের এ সংসারের নানা প্রলুব্ধকারী জিনিসে তার ঈমান বিকৃত ও কলুষিত হয়নি।

সে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রেখেছে এবং তাঁর প্রেরিত দ্বীনের উপর যথাসাধ্য অবিচল থেকেছে।

ঈমানের সকল আরকানকে সে মনেপ্রাণে শুদ্ধরূপে বিকষিত করেছে।

পুনরুত্থানে যথাযথ বিশ্বাস রেখেছে।

পরকালের অনন্ত জীবন তথা জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস রেখেছে।

শির্ক থেকে দূরে থেকেছে।

যথাসাধ্য মহান প্রতিপালকের ইবাদত করেছে।

ফরযসমূহ পালন করেছে, হারাম বর্জন করেছে এবং যথাসাধ্য অন্যান্য বিধান মেনে চলার চেষ্টা করেছে।

এ মানুষ দুনিয়াতে নামহীন হলেও, দুনিয়াতে তার নাম উচ্চারণকারী কেউ না থাকলেও, পার্থিব সকল ক্ষেত্রে বিফল হলেও, মরণের পর আখেরাতে সে সফল হবে।

দুনিয়ার ধন-সম্মানে অকৃতকার্য এবং আখেরাতে কৃতকার্য ব্যক্তি যে শ্রেষ্ঠ, সে কথা পরিষ্কার হয় নিম্নের হাদীস দ্বারা,

সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী?" সে বলল, 'এ ব্যক্তি তো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! সে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পার হয়ে গেল। তিনি ঐ (উপবিষ্ট) লোকটিকে বললেন, "এ লোকটির ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?" সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ তো একজন গরীব মুসলমান। সে এমন ব্যক্তি যে,

সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না এবং সে কোন কথা বললে, তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا)).

"এ ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি ঐরূপ লোকদের চাইতে বহু উত্তম।" *(বুখারী ৫০৯১, ৬৪৪৭, ইবনে মাজাহ ৪১২০নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((رُبَّ أَشْعَثَ أَغبَرَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ)).

"বহু এমন লোকও আছে যার মাথা উস্কখুস্ক ধুলোভরা, যাদেরকে দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। (কিন্তু সে আল্লাহর নিকট এত প্রিয় যে,) সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ ক'রে দেন।" *(মুসলিম ৬৮৪৮, ৭৩৬৯নং)*

দুনিয়ায় অধিকাংশ অসফল ব্যক্তিবর্গ পরকালে মহাসাফল্য লাভ করবে, সে কথা মহানবী ﷺ-এর একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন,

((قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ . وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ)).

"আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। অতঃপর দেখলাম যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশ গরীব-মিসকীন মানুষ। আর ধনবানদেরকে (তখনও হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে (অন্যান্য) জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের বেশীর ভাগই নারীর দল। *(বুখারী ৫১৯৬, ৬৫৪৭, মুসলিম ৭১১৩নং)*

বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক মানুষকে সফল মনে করা হয়, অথচ প্রকৃত দৃষ্টিতে সে তা নয়। অনেক পিতামাতাই আছে, যারা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে সন্তানের পার্থিব জীবনকে উজ্জ্বল ও সফল করতে চায় এবং পরকালের অনন্ত জীবন সম্বন্ধে উদাসীন থাকে অথবা দুনিয়ার জীবনকে তারা আখেরাতের জীবনের ওপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেয়।

সেই জন্য তারা বিনামূল্যেও দ্বীন শিক্ষা দেয় না, যেহেতু তাতে দুনিয়া নেই, চাকরি নেই, অর্থ নেই। বরং দুনিয়া শিক্ষা দেয় এবং তার জন্য পরিশ্রম করে ও অর্থ ব্যয় করে, যেহেতু তাতে নোট আছে এবং জাগতিক মান-মর্যাদা আছে। সে ক্ষেত্রে তারা মুনাফিকদের মতো কাফেরদেরকেও অভিভাবক ও বন্ধু মানতে রাজি,

যেহেতু তাদের কাছে ধন ও মান আছে। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا} (١٣٩) سورة النساء

"কপট (মুনাফিক)দেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি! যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? অথচ সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই।" *(নিসাঃ ১৩৮-১৩৯)*

কিন্তু যাদের ঈমানী দৃষ্টি আছে, তারা প্রকৃতত্ব বুঝে প্রকৃত সফলতা অনুধাবন করে এবং তার জন্য চেষ্টা ও প্রার্থনা করে।

বনী ইস্রাঈলের এক শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় তার পাশ দিয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারীতে আরোহী এক সুদর্শন পুরুষ চলে গেল। তার মা দুআ ক'রে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে ওর মত করো।' শিশুটি তখনি মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়ে সেই আরোহীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ আমাকে ওর মত করো না।' তারপর মায়ের দুধের দিকে ফিরে দুধ চুষতে লাগল। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের তর্জনী আঙ্গুলকে নিজ মুখে চুষে শিশুটির দুধ পান দেখাতে লাগলেন। আমি যেন তা এখনো দেখতে পাচ্ছি। পুনরায় (তাদের) পাশ দিয়ে একটি দাসীকে লোকেরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা বলছিল, 'তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস!' আর দাসীটি বলছিল, 'হাসবিয়াল্লাহু অনি'মাল অকীল।' (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।) তা দেখে মহিলাটি দুআ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না।' ছেলেটি সাথে সাথে মায়ের দুধ ছেড়ে দাসীটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো।' অতঃপর মা-বেটায় কথোপকথন করল। মা বলল, 'একটি সুন্দর আকৃতির লোক পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো। তখন তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আবার ওরা ঐ দাসীকে নিয়ে পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না। কিন্তু তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো! (এর কারণ কি?)' শিশুটি বলল, '(তুমি বাহির দেখে বলেছ, আর আমি ভিতর দেখে বলেছি।) ঐ লোকটি স্বৈরাচারী, তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আর ঐ দাসীটির জন্য ওরা বলছে, তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস, অথচ ও এ সব কিছুই করেনি। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো।' *(বুখারী ৩৪৩৬, ৬৬৭৩নং)*

দুনিয়াদার মানুষ জাগতিক চাকচিক্য ও বিলাস-ব্যসনকে প্রাধান্য দেয়। সাফল্যের

পুরস্কার-বিজয়ী হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। বিজয়ের গ্লাস নিয়ে গর্বিত হয়। কিন্তু মনে রাখে না যে, কিয়ামতের এক গ্লাস হওযে কওসারের পানি পেয়ে বিজয়ী না হলে আসল জীবনের কোন আনন্দ নেই, বরং লাঞ্ছনা ও কষ্টে চিরজীবন অতিবাহিত হবে।

এ পৃথিবীর বহু বিঘা জমি লাভ ক'রে জমিদার হয়ে গর্ব লাভ করার কথা। কিন্তু বেহেশ্‌তের এক ইঞ্চি জমি যদি কেনা না হয়ে থাকে অথবা অনুদানে না পাওয়া যায়, তাহলে অবশিষ্ট অনন্তকালের জীবনে পা রাখার জন্য আগুন ছাড়া অন্য কোন জমি থাকবে না।

দুনিয়াদার ৭০-১০০ বছর বসবাস করার জন্য বাড়িটিকে বেশ সুন্দর ক'রে সাজায়-গোছায়। কিন্তু যে বাড়িতে তাকে কোটি-কোটি বছর বরং অনন্তকালের জন্য বসবাস করতে হবে, তা বানানো ও সুসজ্জিত করার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। সুতরাং

((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ)).

"ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, লাঞ্ছিত হোক! তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে তা বের করতে না পারুক।

পক্ষান্তরে ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে আল্লাহর পথে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে। যার মাথার কেশ আলুথালু, যার পদযুগল ধূলিমলিন। তাকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলে, পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত করলে, সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকে। যদি সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে, তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।" *(বুখারী ২৮৮৭, মিশকাত ৫১৬১নং)*

তার দুনিয়ার বাড়ি সুন্দর না হলেও আখেরাতের বাড়িটি বেশ সুন্দর হয়। তার এ সংসারে কোন সম্মান না থাকলেও পরকালে সম্মানিত ও আপ্যায়িত হয়।

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ অত্যন্ত দুবলা-পাতলা দেহের মানুষ ছিলেন। লোকেরা তাঁর পায়ের সরু নলা দেখে হাসত। কিন্তু মহানবী ﷺ বলেছিলেন,

((والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد)).

অর্থাৎ, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! নিঃসন্দেহে ওই নলা দুটি মীযানে উহুদ পাহাড় অপেক্ষা বেশি ভারী হবে! *(সিঃ সহীহাহ ২৭৫০, ৩১৯২নং)*

হ্যাঁ, প্রকৃত সফলতা, পরকালের সফলতা। আসল পুরস্কার, পরকালের পুরস্কার।

পরকালের সফলতা লাভের মূল কারণ হল, মহান আল্লাহর বিধান পালনে সক্ষমতা। তবে কিছু আমলের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ এসেছে যে, তা সাফল্য ও পরিত্রাণ লাভের কারণ হবে। যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ)).

"প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গন্ডির ভিতরেই থাকে, সে সফলকাম হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে) অতিক্রম করে, সে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(ইবনে আবী আসেম, ইবনে হিব্বান ১১, আহমাদ ৬৯৫৮, ত্বাহাবী, সহীহ তারগীব ৫৬নং)*

ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা নাজ্‌দ (রিয়ায এলাকার) অধিবাসীদের একজন আলুলায়িত কেশী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। আমরা তার ভন্‌ভন্‌ শব্দ শুনছিলাম, আর তার কথাও বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল এবং (তখন বুঝলাম,) সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "(ইসলাম হল,) দিবা-রাত্রিতে পাঁচ অক্তের নামায (প্রতিষ্ঠা করা)।" সে বলল, 'তা ছাড়া আমার উপর অন্য নামায আছে কি?' তিনি বললেন, "না, কিন্তু যা কিছু তুমি নফল হিসাবে পড়বে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, "এবং রমযান মাসের রোযা।" লোকটি বলল, 'তা ছাড়া আমার উপর অন্য রোযা আছে কি?' তিনি বললেন, "না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, 'তাছাড়া আমার উপর অন্য দান আছে কি?' তিনি বললেন, "না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে।" তারপর লোকটি পিঠ ফিরিয়ে এ কথা বলতে বলতে যেতে লাগল, 'আল্লাহর কসম! আমি এর চাইতে বেশী কিছু করব না এবং এর চেয়ে কমও করব না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)).

"লোকটি সত্য বলে থাকলে সফলকাম হবে।" *(বুখারী ৪৬, ২৬৭৮, মুসলিম ১০৯নং)*

ইসলামের দ্বিতীয় রুক্ন দ্বীনের খুঁটি নামাযের গুরুত্ব অনেক। সঠিক নামায পরকালের সাফল্য লাভের নিদর্শন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ – عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبدِي مِن تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا)).

"নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার (হক্কুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে ও সফল হবে। আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, 'দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ ক'রে দেওয়া হবে?' অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে। *(তিরমিযী ৪১৩, আবূ দাউদ ৮৬৪নং)*

ধন্য হন নামাযী হয়ে, ধন্য হন 'সফল মানব' হয়ে। প্রকৃত সাফল্যলাভের জন্য মোবারকবাদ আপনাকে।

আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ বললেন, "কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, এরূপ তিনি তিনবার বললেন। তখন আবূ যার্র বললেন, 'ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((المُسْبِلُ ، وَالمَنَّانُ ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ)) .

"যে (পায়ের) গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান ক'রে যে প্রচার ক'রে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে।" *(মুসলিম ৩০৬নং)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে কিয়ামতের সকল ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন এবং সেই মানুষদের দলভুক্ত করুন, যাঁরা পরিত্রাণ পাবেন ও সফল হবেন। আমীন।

প্রকৃত অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত মানব

মহান সৃষ্টিকর্তা বলেছেন,

{وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (٣)

"মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের।" *(আস্‌রঃ ১-৩)*

মানুষের ক্ষতি ও ধ্বংস সুস্পষ্ট। যেহেতু যতক্ষণ সে জীবিত থাকে, ততক্ষণ তার দিনরাত কোন না কোন কষ্ট, মেহনত ও পরিশ্রমের সাথে অতিবাহিত হয়। অতঃপর সে যখন মৃত্যুবরণ করে, তখনও তার আরাম ও শান্তি নসীব হয় না। বরং সে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়।

তবে এমন ক্ষতি হতে সেই ব্যক্তিরা নিরাপত্তা লাভ করবে, যারা ঈমান এনে নেক আমল করবে। কেননা, তার পার্থিব জীবন যেমনভাবেই অতিবাহিত হোক না কেন, মৃত্যুর পর সে চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং জান্নাতের চিরসুখ লাভে ধন্য হবে।

এমন ক্ষতি হতে সেই ব্যক্তিরা নিরাপত্তা লাভ করবে, যারা একে অপরকে আল্লাহ পাকের শরীয়তের আনুগত্য করার এবং নিষিদ্ধ বস্তু এবং পাপাচার হতে দূরে থাকার উপদেশ দেবে।

মসীবত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য, শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও ফরযসমূহ পালন করতে ধৈর্য, পাপাচার বর্জন করতে ধৈর্য, কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেবে। যদিও ধৈর্যধারণের উপদেশ সত্যের উপদেশেরই অন্তর্ভুক্ত, তবুও তা বিশেষ ক'রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাতে ধৈর্যধারণ ও তার উপদেশের মর্যাদা, মাহাত্ম্য এবং সুচরিত্রতায় তার পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকার কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। *(আহসানুল বায়ান)*

বলা বাহুল্য, যারা মু'মিন নয়, যারা কাফের, তারা আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত; দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত।

এ ব্যাপারে কুরআন কারীম থেকে আরও কিছু উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ } (١٢) سورة الأنعام

"বল, 'আকাশ ও ভূমন্ডলে যা আছে তা কার?' বল, 'তা আল্লাহরই।' দয়া

করা তিনি নিজ কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই সমবেত করবেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।" *(আন্‌আমঃ ১২)*

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} (٢٠) سورة الأنعام

"যাদেরকে আমি কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) দিয়েছি, তারা তাকে সেইরূপ চেনে; যেরূপ তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।" *(আন্‌আমঃ ২০)*

যারা কাফের, তারা নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا} (٣٩) سورة فاطر

"তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ অবিশ্বাস করলে তার অবিশ্বাসের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস কেবল ওদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং ওদের অবিশ্বাস ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" *(ফাত্বির ঃ ৩৯)*

{كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٦٩) سورة التوبة

"(তোমরাও) তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো, যারা শক্তি, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে ছিল তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী; ফলতঃ তারা নিজেদের (পার্থিব) অংশ উপভোগ করেছে। অতঃপর তোমরাও তোমাদের (পার্থিব) অংশ উপভোগ করেছ, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের অংশ উপভোগ করেছে। আর তোমরাও সেইরূপ (অন্যায়) আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছ, যেরূপ তারা হয়েছিল। দুনিয়াতে ও আখেরাতে ওদের (নেক) কর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, আর ওরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত।" *(তাওবাহঃ ৬৯)*

{قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٥٢) سورة العنكبوت

"বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত এবং যারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও

আল্লাহকে অবিশ্বাস করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" *(আনকাবূত ঃ ৫২)*

{وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (٨٢) سورة القصص

"পূর্বদিন যারা (কাফের কারূনের মতো) তার মর্যাদা কামনা করেছিল তারা বলতে লাগল, 'দেখ, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি মাটিতে ধসিয়ে দিতেন। দেখ, (অকৃতজ্ঞ) কাফেররা সফলকাম হয় না।" *(ক্বাসাস্ব ঃ ৮২)*

মহান আল্লাহর একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। আদম ﷺ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত প্রেরিত সকল নবী-রসূলের দ্বীন হল ইসলাম। এই দ্বীনকে যারা অবলম্বন করবে না, তারা অস্বীকারকারী কাফের ও ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٨٥)

"যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।" *(আলে ইমরান ঃ ৮৫)*

কাফের বহু ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের কাফের হল, যে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসাবে অবিশ্বাস করে। অথবা তাঁর কোন নিদর্শনকে অবিশ্বাস করে। তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يظْلِمُونَ} (٩)

"যাদের ওজন হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার আয়াত বা নিদর্শনাবলীকে মিথ্যাজ্ঞান করত।" *(আ'রাফ ঃ ৯)*

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا}

"আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৮২)*

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (١٢١) سورة البقرة

"আমি যাদেরকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) দান করেছি, তারা যথাযথভাবে তা (ধর্মগ্রন্থ) পাঠ করে থাকে। তারাই তাতে (ধর্মগ্রন্থ) বিশ্বাস করে। আর যারা তা অমান্য করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" *(বাক্বারাহ ঃ ১২১)*

{وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (٩٥) يونس

"তুমি অবশ্যই ঐসব লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করেছে, নচেৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" *(ইউনুস ঃ ৯৫)*

{لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতকে (বাক্যকে) অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" *(যুমার ঃ ৬৩)*

আর এক ধরনের কাফেরদল হল, যারা মহান আল্লাহর প্রেরিত দূতগণকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে। তারা তাঁদের দাবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তাঁদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে। তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ} (٧٨) سورة غافر

"আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রসূলের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে। আর তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" *(মু'মিন ঃ ৭৮)*

{فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} (٨٥) سورة غافر

"কিন্তু ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন ওদের বিশ্বাস ওদের কোন উপকারে এল না। আল্লাহর এ বিধান (পূর্ব হতেই) তাঁর দাসদের মধ্যে অনুসৃত হয়ে আসছে। আর তখন অবিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হল।" *(মু'মিন ঃ ৮৫)*

{الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ}

"মনে হল শুআইবকে যারা মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তারা যেন কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। শুআইবকে যারা মিথ্যা ভেবেছিল, তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।" *(আ'রাফ ঃ ৯২)*

{قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا} (٢١) نوح

"নূহ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।" *(নূহ ঃ ২১)*

আর এক ধরনের কাফেরদল, যারা মহান স্রষ্টার সাক্ষাৎ, পুনরুত্থান, বিচার-দিবস, পরকাল ও জান্নাত-জাহান্নামকে মিথ্যাজ্ঞান করে, বিশেষ ক'রে তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

{الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (١٩) أُوْلَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (٢٠) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٢١) لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ} (٢٢) سورة هود

"যারা অপরকে আল্লাহর পথে (মানুষকে) বাধা প্রদান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। আর তারাই পরকাল সম্বন্ধেও অবিশ্বাসী। তারা (সমগ্র) ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারত না, আর তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারীও ছিল না। ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। ওরা শুনতে সক্ষম ছিল না এবং দেখতও না। এরা সেই লোক, যারা নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আর যেসব (উপাস্য) তারা মিথ্যা কল্পনা ক'রে রেখেছিল, তাদের থেকে তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। এটা সুনিশ্চিত যে, পরকালে তারাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।" *(হূদ ঃ ১৯-২২)*

{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ} (٣١) الأنعام

"যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমন কি অকস্মাৎ যখন তাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হবে, তখন তারা বলবে, 'হায় আফশোস! এ (কিয়ামত)কে আমরা অবজ্ঞা করেছি।' তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপভার বহন করবে। দেখ, তারা যা বহন করবে, তা কত নিকৃষ্ট!" *(আন্‌আম ঃ ৩১)*

{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} (٤٥) سورة يونس

"যেদিন তিনি তাদেরকে একত্রিত করবেন, (সেদিন ওদের মনে হবে যে, দুনিয়ায়) যেন তারা দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল। তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে। বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঐসব লোক, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।" *(ইউনুস ঃ ৪৫)*

{إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (٤) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ

الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ} (৫) سورة النمل

"নিশ্চয় যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি, ফলে ওরা বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়; এদের জন্য আছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং এরাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।" *(নাম্‌লঃ ৪-৫)*

যারা শয়তানের আনুগত্য করে, তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا} (১১৯) سورة النساء

"তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" *(নিসাঃ ১১৯)*

{اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ } (১৯) سورة المجادلة

"শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা হল শয়তানের দল। জেনে রেখো যে, নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।" *(মুজাদালাহ্‌ঃ ১৯)*

মুসলিম হওয়ার পরেও যারা অমুসলিম হয়ে যায়, ঈমান আনার পরেও যারা ঈমানকে অবজ্ঞায় হারিয়ে ফেলে, তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (৫) المائدة

"যে কেউ ঈমানকে অস্বীকার করবে, তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" *(মায়িদাহ্‌ঃ ৫)*

মু'মিন যুবকদল আসহাবে কাহ্‌ফ তাদের কিছু সঙ্গীকে কাফেরদের ব্যাপারে সাবধান ক'রে বলেছিল,

{إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا}

"তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে, তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। আর সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।" *(কাহফঃ ২০)*

মুনাফিক ও কপটচারীদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٢) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ} (٥٣) سورة المائدة

"যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদেরকে সত্বর এ বলে তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে যে, আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে। হয়তো আল্লাহ বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তার জন্য অনুতপ্ত হবে। আর বিশ্বাসিগণ বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ ক'রে বলেছিল যে, 'তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে?' তাদের কাজ নিষ্ফল হয়েছে ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" *(মায়িদাহ ঃ ৫২-৫৩)*

যারা মহান প্রতিপালকের চক্রান্ত ও আচমকা শাস্তির ব্যাপারে নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবে, তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} (٩٩) سورة الأعراف

"তারা কি আল্লাহর চক্রান্তের ভয় রাখে না? বস্তুতঃ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে না।" *(আ'রাফ ঃ ৯৯)*

যারা সরল পথ হতে বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট, তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (١٧٨) الأعراف

"আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" *(আ'রাফ ঃ ১৭৮)*

যারা মুশরিক ও অংশীবাদী, যারা মহান প্রতিপালকের আসনে অন্য উপাস্যকে আসীন করে, যারা তাঁর সাথে তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করে, তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٦٥) سورة الزمر

"তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত।" *(যুমার ঃ ৬৫)*

{وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (١١٧) سورة المؤمنون

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করে, (অথচ) ঐ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা সফলকাম হবে না।" *(মু'মিনূনঃ ১১৭)*

যারা নিজ সন্তানকে হত্যা করে এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ ক'রে হালাল রুযীকে হারাম করে, এমন পথভ্রষ্টদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} (١٤٠) سورة الأنعام

"যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে, তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।" *(আন্‌আমঃ ১৪০)*

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} (١١٦) سورة النحل

"তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবার জন্য তোমরা বলো না, 'এটা হালাল এবং এটা হারাম।' যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে, তারা সফলকাম হবে না।" *(নাহলঃ ১১৬)*

যারা দ্বিধার সাথে মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে যারা সংশয় ও সন্দেহে ভোগে, তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} (١١) الحج

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে; তার কোন মঙ্গল হলে তাতে সে প্রশান্তি লাভ করে এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও পরকালে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।" *(হাজ্জঃ ১১)*

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'হার্ফ' শব্দের অর্থ কিনারা। কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি স্থিতিশীল ও নির্বিচল হয় না। এ রকমই যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ, সংশয় ও অমূলক ধারণার শিকার, সেও বিচলিত ও অস্থির হয়; দ্বীনের উপর দৃঢ়তা অবলম্বন তার ভাগ্যে জোটে না। কারণ তার উদ্দেশ্য হয় শুধু পার্থিব স্বার্থ। যদি তা অর্জিত হয়, তাহলে ভাল। নচেৎ পূর্বধর্মে, অর্থাৎ কুফ্‌রী ও শির্কের দিকে

ফিরে যায়। এর বিপরীত যারা সত্যিকার মুসলিম, ঈমান ও ইয়াকীনে সুদৃঢ়, তারা সুখ-দুঃখ না দেখেই দ্বীনের উপর অটল থাকে। আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে।

কোন কোন ব্যক্তি মদীনায় হিজরত ক'রে আসত। অতঃপর তার পরিবারের সন্তান হলে অথবা গৃহপালিত পশুর মধ্যে বরকত হলে সে বলত, 'ইসলাম ভালো ধর্ম।' আর বিপরীত হলে বলত, 'এ ধর্ম ভালো নয়।' কিছু কিছু বর্ণনায় এ আচরণ মরুবাসী নও-মুসলিমদের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *(ফাতহুল বারী দ্রঃ, আহসানুল বায়ান)*

বলা বাহুল্য, সত্যিকার অর্থে এরা সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত।

শেষ বিচারের দিন মীযান বা দাঁড়িপাল্লা দ্বারা মানুষ ওজন হবে, ওজন হবে তার আমল ও আমলনামা। সুতরাং যার ওজন হাল্কা হবে, সে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} (١٠٣) سورة المؤمنون

"যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।" *(মু'মিনূনঃ ১০১-১০৩)*

যারা মহান প্রতিপালকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে এবং পৃথিবীর বুকে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়, তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٢٧) سورة البقرة

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" *(বাক্বারাহঃ ২৭)*

অশান্তি সৃষ্টি করেছিল আদমপুত্র কাবীল। মানুষের ইতিহাসে সেই সর্বপ্রথম খুনের অপরাধ সংঘটিত করেছিল। তাই সে হল ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٣٠) سورة المائدة

"অতঃপর তার চিত্ত ভ্রাতৃ-হত্যায় তাকে উত্তেজিত করল, সুতরাং সে (কাবীল) তাকে (হাবীলকে) হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল।" *(মায়িদাহঃ ৩০)*

যারা কাফেরদের আনুগত্য করে, তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ}

"হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা অবিশ্বাসীদের অনুগত হও, তাহলে তারা তোমাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।" *(আলে ইমরান ঃ ১৪৯)*

যারা মহান প্রতিপালকের স্মরণ ও যিক্‌র থেকে উদাসীন থাকে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٩) سورة المنافقون

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" *(মুনাফিকুন ঃ ৯)*

অপরাধের পর মহান আল্লাহ ক্ষমা ও দয়া না করলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম) অপরাধের পর ক্ষমাপ্রার্থনায় বলেছিলেন,

{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٢٣)

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' *(আ'রাফ ঃ ২৩)*

আর নূহ নবী ﷺ অপরাধের পর ক্ষমাপ্রার্থনায় বলেছিলেন,

{رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ} (٤٧) سورة هود

'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ে আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব।' *(হূদ ঃ ৪৭)*

যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, তারা সফল হয় না, তারাই প্রকৃতপক্ষে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ }

"যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তার থেকে অধিক যালেম (অত্যাচারী) আর কে? যালেমরা অবশ্যই সফলকাম হবে না।" *(আন্‌আম ঃ ২১)*

{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ}

"অতএব সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে? নিঃসন্দেহে এমন অপরাধিগণ সফলকাম হবে না।" *(ইউনুসঃ ১৭)*

{قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} (٦٩) سورة يونس

"তুমি বলে দাও, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে, তারা সফলকাম হবে না।" *(ইউনুসঃ ৬৯)*

{قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى} (٦١) سورة طه

"মূসা নিজ জাতিকে বলল, 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না, করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন; আর যে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে।' *(ত্বা-হাঃ ৬১)*

যারা সীমালংঘনকারী, যারা যালেম ও অত্যাচারী, পাপিষ্ঠ ও পাপাচারী, তারা সফল হয় না, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } (١٣٥) سورة الأنعام

"বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম মঙ্গলময়। নিশ্চয় যালেমরা সফলকাম হবে না।" *(আন্‌আমঃ ১৩৫)*

{وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} (٣٧) سورة القصص

"মূসা বলল, 'আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁর নিকট থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং (পরকালে) কার পরিণাম শুভ হবে। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হবে না।" *(ক্বাস্বাস্বঃ ৩৭)*

{وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} (٢٣) سورة يوسف

"ইউসুফ যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল, সে তার কাছে (উপযাচিকা হয়ে) যৌন-মিলন কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ ক'রে দিয়ে বলল, 'এস! (আমরা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি।)' ইউসুফ বলল, 'আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তিনি (আযীয) আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে স্থান দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।" *(ইউসুফঃ ২৩)*

এক শ্রেণীর যালেম, যারা নবীগণের সাথে হঠকারিতা করেছিল, তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} (١٥) سورة إبراهيم

"তারা ফায়সালা কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত হঠকারী ব্যর্থকাম হল।" *(ইব্রাহীমঃ ১৫)*

আর কিয়ামতের দিন যালেমরা অবশ্যই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি বলেছেন,

{وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا} (١١١) سورة طـه

"সকল মুখমন্ডলই সেই চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক (আল্লাহর) জন্য অবনমিত হবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে যুলুমের ভার বহন করবে।" *(ত্বা-হাঃ ১১১)*

যাদুকররা কাফের, যাদু করা শির্ক। যাদুকররা সফল হয় না। মূসা ﷺ-এর বৃত্তান্তে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ} (٧٧)

"মূসা বলল, 'সত্য যখন তোমাদের কাছে পৌঁছল, তখন সে সম্পর্কে তোমরা কি বলছ, এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররা তো সফলকাম হয় না!" *(ইউনুসঃ ৭৭)*

{وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} (٦٩) سورة طـه

"(হে মূসা!) তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটি ওরা যা করেছে তা গ্রাস ক'রে ফেলবে। ওরা যা করেছে তা তো জাদুকরের কৌশলমাত্র, এবং যেখান হতেই সে আগমন করুক, জাদুকর কখনই কৃতকার্য হবে না।" *(ত্বা-হাঃ ৬৯)*

সে দেশের লোক সফলকাম হতে পারে না, যে দেশের লোক উপযুক্ত পুরুষ থাকতে নিজেদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা নারীর হাতে তুলে দেয়।

আবূ বাকরাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসিগণ তাদের রাজক্ষমতা কেসরা (রাজ) কন্যার হাতে তুলে দিয়েছে, তখন তিনি বললেন,

((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)).

"সে জাতি কোন দিন সফলকাম হতে পারে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।" *(বুখারী ৪৪২৫, ৭০৯৯নং)*

যারা আত্মশুদ্ধি করবে না, তারা অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} (١٠) سورة الشمس

"সে সফলকাম হবে, যে তা (আত্মা)কে পরিশুদ্ধ করবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে।" *(শাম্‌সঃ ৯-১০)*

রিজাল্টের দিনে যারা ফেল, তারাই আসল ক্ষতিগ্রস্ত। প্রতিফল দিবসে যারা বিফল, তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে বিফল। রোজ কিয়ামতের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} (٥٣) سورة الأعراف

"তারা শুধু ওর পরিণাম (সংবাদ-সত্যতা বা কিয়ামতের) প্রতীক্ষা করছে। যেদিন ওর পরিণাম বাস্তবায়িত হবে, সেদিন যারা পূর্বে ওর কথা ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ তো সত্য এনেছিলেন, আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে আমরা পূর্বে যা করতাম, তা হতে ভিন্ন কিছু করতে পারি?' তারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করত তাও অন্তর্হিত হয়েছে।" *(আ'রাফঃ ৫৩)*

{قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} (١٥) سورة الزمر

"বল, 'আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।" *(যুমারঃ ১৫)*

{وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ}

"জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হলে তুমি ওদেরকে দেখতে পাবে অপমানে অবনত হয়ে ওরা চোরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আর যারা বিশ্বাস করেছে তারা বলবে, 'আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রেখো, সীমালংঘনকারীরা অবশ্যই স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।" *(শূরাঃ ৪৫)*

{وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ } (٢٧)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত

হবে, সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" *(জাষিয়াহ ঃ ২৭)*

{وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ}

(٢٣) سورة فصلت

"(স্মরণ কর,) যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য সমবেত করা হবে এবং ওদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে, পরিশেষে যখন ওরা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন ওদের কান, চোখ ও দেহের চামড়া ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। জাহান্নামীরা ওদের চামড়াকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন?' উত্তরে চামড়া বলবে, 'আল্লাহ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন।' তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, চোখ ও চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না---এ বিশ্বাসে তোমরা এদের নিকট কিছু গোপন করতে না; উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না! তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংসে ফেলেছে। ফলে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ।" *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ১৯-২৩)*

সেদিন যারা তিরস্কৃত হয়ে জাহান্নামে স্থানলাভ করবে, তারাই আসল ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٣٧) سورة الأنفال

"এ জন্যই যে, আল্লাহ কুজনকে সুজন হতে পৃথক করবেন এবং কুজনের এককে অপরের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" *(আনফাল ঃ ৩৭)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে 'সফল মানব' বানান এবং আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে স্থানদান ক'রে প্রকৃত সাফল্য লাভে ধন্য করুন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.